

সূচি

১। বন্ধুত্ব—	...	ভূমিকা— ৩
২। ঠিকুজী—	...	ভূমিকা— ৪
৩। অনুৎসর্গ—	...	ভূমিকা— ৫—৩৬
যতীনের কথা	...	ভূমিকা— ৫—৭
মর্শ্ববাদ (Mysticism)	...	ভূমিকা— ৮—১০
বিশ্ব-প্রেম ও স্বদেশ-প্রেম	...	ভূমিকা— ১১—১৩
নাটকে নূতন রূপ—		
{ 'সিফুয়েসন', 'ইব্-সন্', 'ষ্টাইণ্ডবার্গ', { মেটাফিজিক্স, 'বার্গাডু-শ', 'হপ্-মান্')		ভূমিকা— ১৩—১৭
সত্যিকারের নাটক ও টেকনিক		ভূমিকা— ১৮—২০
নাটকের অভাব—		
(শিশিৎকমার, শবৎচন্দ্র, ববীন্দ্রনাথ)		ভূমিকা— ২২—২৬
নাটকের ভাষা	...	ভূমিকা— ২৭—২৮
শ্রী-হীন কৃষ্ণের কথা	...	ভূমিকা— ২৯—৩৫
অনুৎসর্গ ও উৎসর্গ	...	ভূমিকা— ৩৫—৩৬
৪। অভিনয়—	...	ভূমিকা— ৩৭—৫১
অভিনেতার গুণ	...	ভূমিকা— ৩৮—৪০
প্রযোজনা	...	ভূমিকা— ৪১
আলো-ছায়া	..	ভূমিকা— ৪২
রং	...	ভূমিকা— ৪৩—৪৪
নির্বাচন ও নৃপসঙ্জ্ঞা	...	ভূমিকা— ৪৫—৪৬
ফেজ-ম্যানেজার	...	ভূমিকা— ৪৭—৪৮
নৃত্যাভিনয়	...	ভূমিকা— ৪৯—৫০
৫। চরিত্র—	...	ভূমিকা— ৫১
৬। শ্রী-হীন কৃষ্ণ নাটক—		
প্রথম দৃশ্য	...	১—৫৬
দ্বিতীয় দৃশ্য	...	৫৬—৮৫

বন্ধুত্ব

১। লেখকের—

শ্রী-হীন কল্পের প্রথম আদ্যকে রকম-বেরকম
 নজরতা করেছি অনেকটাই —বিপ্লব ক'বে—'বিদ্রোহ'
 'ভবানী', 'বকা' প্রাণীক, 'পাদুখী' লাল-না', 'পাটন'
 পোটে, 'উঃবিজী' অখিল, 'বিষেটানী' ননী, 'আমোদেব'
 গৌরী 'আনন্দেব' টুই। তা' বলে আমি এদের
 কাগজ ক'লে কান বকাম কুতল নই, কাবল এরা সে
 বন্ধু সবাই আমার বন্ধ।

'চাঁদ্রা'

২। পাঠকের—

----- কে

বন্ধু,

এই 'ন' শ্রী-হীন ১ম —পৃষ্ঠা . অনেক কাবলে জোকে
 পা'ডুত দিলাম : ১২শ ক'বে—

(১) এ নাটকট, ফেব্রু জাগিয়ে—চিহ্ন চালিয়ে,
 আনন্দ দেয়।

(২)

পাঠক নম্র.

ঠিকুজী

দ্বিতীয় নাটক—এটি আমার দ্বিতীয় নাটক। প্রথম নাটকের পুঙ্খবহু কেন যে
এটি প্রকাশিত হ'ল, তাই কাব্য ব'লব দৈই-দিন, যদি
কখনও প্রথমটা আর-প্রকাশ ক'বার সুযোগ পায়।

জন্ম—শ্রী-হীন কৃষ্ণ প্রথম খৃষ্ট ২৫—১৯২৪-২৫ সালে। প্রথম তার-পরে অনেক
বকমে একে আঁজিত ক'রেছি।

শ্রোতা—মানবোবা অবহাতেই এটি আদর্শের সামগ্রী হ'য়েছিল আমার অনেক
বন্ধুই কাছে। তাদের মতো একজন আজ প্রকাশ
অমর' যতন-দাস। যতীন প্রথম শ্রোতা হ'য়েছিল
বাঁধ-২৫ - ১৯২৬-২৭ সালে।

'নবশক্তি'—বন্ধুদের অনুরোধে ও সম্পাদক-দলটিরই সহায়তায় শ্রী-হীন কৃষ্ণ
'ফালি-পুল' মে 'নবশক্তি'তে আঁদ্র প্রকাশ ক'য়েছিল
১৯২৯ ৩০ সালে। দাঁক-বা 'নবশক্তি' সম্পাদক-দলটি
বাঁধা হ'য়ে 'নবশক্তি'লেন যে শ্রী-হীন কৃষ্ণকে 'শ্রী-হীন
কৃষ্ণ' প্রকাশ বরাটা এক-বকমের সামগ্র্যস্ত। সে
এই চ'র, 'নবশক্তি'র শ্রী-হীন কৃষ্ণের অনেক শক্তি
অনেক বকম, সুপ্ত না-হলেও, স্পষ্ট হ'য়েছিল।

উজোগী—তৃত্যু এটি নাটকটি পুস্তক-আকারে লেখ'বার জন্য অনেক আমার
বান্ধবের অনুরোধ ক'রে। কিন্তু বন্ধু নীর
সহায়তা ও অগাধ অথবা বাঁধ উদ্যোগ না-থাকলে
এই এ-বই 'নাট্য চ'র' ক'না সম্ভব।

ছাপা—বইটা ছাপ'তে লাগলে 'কমসে-কম দশ-মাস দশ-দশ'।

ভূমিকা—ভূমিকা লেখা শেষ হ'লে 'অন্যদিক', ১০৩৮।

প্রকাশ—পুস্তক আকারে প্রকাশিত হ'ল—'গাওদ' বোম্ব, ১০৩৮।

প্রকাশক—অধ্যাপক অবনীন্দ্রনাথ বসু 'পুস্তক' ১৬৯ ১মি রোড, কলিকাতা।

প্রিন্টার—ফিউশন সাতাল, শ্রীল প্রিটিং ওয়ার্কস্, ৪৮ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রিট,
কলিকাতা।

লেখক—তৃত্যু বুমান বসু, 'গির্জা-গৃহ', ৪৯১৩ মূর্খানা বোড, কলিকাতা।

অনুসর্গ

অমর যতীন্ দাস—কে,

যতীন্-ডাট.

চিরজীবী হ'ক আমাদের পুন্স-পুরুষরা। আরে, 'তাদেবই ত'
উল্লর মস্তিস্ক থেকে একদিন বেরিয়েছিল—মানুষ মবে না : তার
'স্ব'টী অমর :—আর সেইটেই নাকি ভারতেব সেরা দর্শন।—!

—বহু-ভ-আচ্ছা, সেই জন্মেই ত' আজও তোর সঙ্গে তেমনি হোসে
কথা ব'লে এত আনন্দ পাচ্ছি যে এখন আর নিজের কাছেও মুখ কুটে
জিজ্ঞাসা কবাব্ব এতটুকু ইচ্ছে পর্যাপ্তও হ'চ্ছে না—'বাংলার মানুষ
ম'রে বাঁচে, না বেঁচে মরে' !

স্মরণ ও বাহ্যনা

সে যাই হ'ক. ভূই ছিল পুরুষ। পৌরষত্বের সেরা পরিচয় তোর
অবাক কবা সেই শেষের অশেষ-শক্তি। স্তম্ভিত ভারত আর্ন্তনাদে সাধনা
পাবার আশায় সমস্তাব ব'লে উঠল—'যতীন্ মহাপুরুষ'। শুধু কি তাই,
সবার সম্মিলিত অশ্রুর তর্পনের শ্রোত আন্তরিকতার দাবীতে তোর অমর
আত্মাতীকে স্বর্গের সপ্তম পধ্যায়ে পৌছে দিয়ে, সবাই নিজের বুকের
সাহারার-হাছাকায়ে 'শান্তি-বারি' সেচন ক'রে সামনের অশান্তি দূর
ক'রতে ব্যস্ত হ'ল।

নিরুপায় হ'লেও, আমি ত' তোদেব চিনি ভাই ; আর অন্তত 'মনসা' বাবু-কয়েক স্বর্গে ফোন ক'বে সেখানকার অবস্থাটা কতক জানবার সোভাগ্যও হ'য়েছে ! সত্যি কথা, একে ত' সেক'লে স্বর্গ, তা'তে আবার 'সুবের-দল' সদাই সুবাপানে মত্ত : কাণে-ভেদে নন্দন-কানন 'নিংড়ে' যা' এক-আম টুক'বো 'কাবতার' সন্ধান মেলে, তা'ও আবার উপাশী-মান্যকার 'লাসোর' আলস্য-দর্ষিত ।—

—কল্পীর এসব কি ক'রে ভাল লাগ'ত পাবে, বল ?—তাই তোদের মন এত 'উড়-উড়' : পোড়া স্বর্গে বাস ক'বেও সোনার বাংলার মিলন-পিয়াসী !

আবার আসবে

আচ্ছা, আ-তাবন 'আশুন' নিয়ে খেলাই যাদের নিছক আনন্দ, মরণের পর তারা কি এতই বদলার যে 'নির্দাণ' ত'রে দাঁড়ায় তাদেব চবম সুখ '—

—সে পর্যায়ে 'মহাপুরুষ' অন্তত তুই ন'স । যদি অমর হ'স, আমি জানি, স্বর্গ ছেড়ে তুই আবার বাংলায় ফিবে এসে, তোব অসমাপ্ত কাজের ভার নিয়ে আবার ভুগে ম'বে আনন্দ পাবি । তাই ত' আজ নিতাস্ব বিশ্বাসে, তোকে আমার নাটকের পাঠক ক'রে, আব একবার সামান্য একটু 'বাংলার-বাণী' শোনাতে তোব স্বর্গরূপে স্ব-শ্রবণে এসে ছাঙ্গির !

শ্রী-হীন কৃষ্ণ

হাঁ-রে, এ সেই শ্রী-হীন কৃষ্ণ,—যা' আমার 'শ্রী হস্তে-দাবাকবে' 'পাঠোদ্ধার' ক'রে, তুই একদিন তোব ডাগব-কাল-আহ্লাদী চোখে কেমন-কেমন' চাউনীর চমক মেরে, আমার প্রাণে পুলকের সঞ্চার ক'রেছিলি !

শ্রী-হীন বাংলা

‘নাটকটা এত ভাল লাগে কেন?’—এমন ‘মাথা-ওয়াল’ প্রশ্নের মোজা উত্তর দেবার ভার ত’ তোব নিজের। আর যদি নিহাস্তই আমাব অস্থিত একটা ‘সত্ত্বরেব’ পতাশা ক’রে থাকিস, তবে ব’লতে বাধ্য হব যে তুই ‘শ্রী-হাবা’ হবার ‘বিরহ’ আ-জীবন হাড়ে-গাড়ে অনুভব ক’রেছিলি কিন’, তাই তোর এ ‘শ্রী-হীন’ ভাল লাগে !

—কি ব’ল্গি, বাংলার সবাই ‘শ্রী-হাবা’ !—শুধু আজ নয়, আট-শ’ বছর ধ’রে !—

জন্মকাল জেদী

—ঠাট্টা কি-বে, এমন ‘বেদ-বাকটা’ তোব কাছে ঠাট্টার মত ঠেকল !

কিছু ভেবে দেখ্, এমনও ত’ একদিন হ’তে পারে যে আমাব, ‘শতেক’ না-হ’ক্. ‘একক’ ভক্ত সরল-পাণে এ নাটকটাব একটা ‘মিষ্টি’-মানে ‘অদ্বুত’-লকমে টেনে এনে আমায় ‘কলা’-চুপ্ ক’বিয়ে বাধ্যবে !—আমাব এত বড় একটা ‘বিরটি-ভবিষ্যৎ’ তুই বন্ধ হ’য়ে জগাঙ্গলো দিতে চাস্ !

—তবু ব’ল্গে ত’বে !—নাঃ, এই জন্তেই ত’ ‘সদাশয় শত্রু’ পরীক্ষণে ‘সুখ্যাতি’ ক’বে তোকে আখ্যা দেয় যে তুই একটা ‘জন্মকাল-জেদী’ !

—ও কি-রে, তোব মুখে হাসি, হাতে ঘুসি !—তাহ’লে দেখ্ছি, আমাদের ‘পরম-পরোপকারী-গার্জেন-সাহেব’ তোদের যে ভয় ক’রতে শেখায়—তাতে এমন কিছু অন্তর্য করে না, বল্ !

—রক্ষে কর্ ভাই, তোর ‘উঁচান’ হাও নামিয়ে ফেল! দেহ-তত্ত্বের আইন অনুসারে ‘বান্ধব-ঘৃণিত’ও কাজ এতটুকুও কম হয় না!

আশ্চর্য্য, ‘বান্দা’-দলের মুক্তি-প্রয়াসী হ’য়ে তুই এত না-ছোড়-বান্দা!—

বেশ ত’, তোর মত কক্ষীরও সময় স্বর্গে যদি এত সস্তা হয়, তবে না-হয় আমার ‘কথামৃত’ শুনে খানিকটা ‘বাঙার-বাণিজ্য’ ক’বে নে’!

সুন্দর

দেখ, শুধু ‘পারুলী-নারী’ নয়, জগতে এমন আরও অনেক কিছু আছে যাদের সৌন্দর্য্য—রূপে, গুণে এবং গন্ধেও।

গন্ধ

সৃষ্টিকে গন্ধে ভরিয়ে রাখা স্রষ্টার একটা বড় শিল্প, আব সাহিত্য কলারও একটা কায়মী কসরৎ। তাই ধূপে-দুগে কথা-শিল্পী অভিনব পন্থার আশ্রয় নিয়েছে তার ‘কথা’র অন্তর এই গন্ধে ভরিয়ে রাখবার নেশায়। কৃতকার্য্য হ’য়েছে অনেকেই অনেক বকমে, কিন্তু সবার সেবা কৌশলের আনন্দ দিয়েছে বোপ-হয় ‘মিষ্টিকু’ বা ‘মবমী’ লেখক-দল।

দর্শনে মর্ম্মবাদ

দার্শনিক ‘মর্ম্মা’ মরণ-বাচন কসবৎ ক’রে অনেকদিন আগেই এই অমূল্য তথ্য আবিষ্কার ক’রে ব’সলেন যে আমাদের এই বাস্তব জগতের বাইরে, ইন্দ্রিয়-প্রোহ সংসারের অতিরিক্ত আর একটা জগত আছে!

হুঃখের কথা ব'ল শোন, সেই অতান্নির বা মনো-জগতে, 'রবি'-কবি কোন্ ছার, আমি যে 'গড়ত' আমারও দীপ্তি দিকান কববাব না-কি কমতা নেই,—কেবল 'আত্মা'ই সেখানকার একচ্ছত্র দ্বাপ্তিমান সম্রাট!—

“নতর লক্ষ্যে ভাতি

ন চন্দ্র গগনঃ।

নেমা বিদ্যাহে ভাতি

বৃহত্তমম অগ্নিঃ।”

সভয়ে সম্বর্ণণে একদল 'বাছাই চর' পাঠিয়ে সন্ধান নিলাম—সেই 'আত্মা'-মহাবাজ শুধু সেদা শক্তিশালী নন, সঙ্গে-সঙ্গে তিনি আবার অচ্ছেদ্য, অদাহ, অক্লেশ, অপোষা, অবক, অতিষ্ঠ, অবিকারী, (চূপ, তাসি নয়!), আর নিত্য সন্নিবাপী, স্থিতি, অচল, ও সনাতন।—

‘অচ্ছেদ্যোৎসবমদাহোৎসবমক্লেশোৎসবোপোষা এব চ

নিভা. নর্ক ৭৩. স্থানুচমোৎসব সনাতন. ৭”

প্রকাণ্ড আদপ্ ক'বে ব'ললাম—বন্দেগী মহারাজ, মানুষের মানস-কুসুম দেবতাব বব-পুত্রের চাইতেও যে অনেক শক্তি-শালী হয়—তাব চাক্ষু্য প্রমাণ তুমিই!

যাক্, এমন শক্তি-সেবা যে রাজসি—তার জ্ঞানের যিনি অধিকারী তিনিই 'মরমী' বা 'মিষ্টিক'। সে-জ্ঞান কিন্তু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা লাভ করা যায় না,—রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ নিয়ে আয়ত্ত করবাব চিজ্, তিনি নন,—তার সমাক্ সন্ধান মেলা সম্ভব বোধ-হয় কেবল-মাত্র 'অনুভূতির' মেহেরবানীতে।

সাহিত্যে অমর্ত্যবাদ

সাহিত্যের সত্যতায় এই বিরাট-শক্তির সন্ধান দেবার গোধ হওয়াটাই স্বাভাবিক। আব তাব জ্ঞাত উপায় উদ্ভাবন হ'লও অনেক রকমেব।

কিন্তু অতীন্দ্রিয়ের কথাটা সোজা ভাষায় বাক্য ক'রে নিছক দার্শনিকত্বের পরিচয় দেওয়াটা কবি বা সাহিত্যিকের কাছে সম্পূর্ণ সম্ভাবনীয় ব'লে বোধ হ'ল না। তাই কবি কঠোর সৃষ্টি ক'বে শুধু রংয়ে, শুধু গন্ধে, শুধু সন্ধেতে এই অতীন্দ্রিয়ের সন্ধান দেওয়া কতক সামঞ্জস্য মনে ক'রে তৃপ্তিতে কসরত ক'ব'তে লাগল।—

এমনি ক'বে দর্শনের অতীন্দ্রিয়-বাদ কবিতায় কতক ইন্দ্রিয়-বাদে পরিণত হ'ল।—

সে যা' হ'ক, 'এদেশে 'ওস্তাদ' আখা। পেল সে-বগের বৈষ্ণবের জন-করেক 'মতাজন', ও এ-বগের 'বৈষ্ণবের বংশোধব' ব্রাহ্ম-রবাক্তনাথ। এ হ'-বগের লেখকদের মধ্যে একটা প্রকাশ্য প্রভেদ এই যে ধর্ম-প্রচারের জন্ত বৈষ্ণবেরা সাহিত্যেব আশ্রয় নিয়েছিল, আর সাহিত্য-প্রচারের জন্ত রবাক্তনাথ ধর্মের আশ্রয় নিয়েছে। তাই রবাক্তনাথ 'কবি', আর বৈষ্ণবেরা 'মতাজন'।

দর্শন ও সাহিত্য

সুতরাং এখন বেশ ধারণা ক'রতে পাচ্চিন যে—যে ভাবের ওপর দর্শন প্রতিদিন ধ'বে এত আস্তা ক'বে এসেছে—তার সম্যক খোঁজ দেবার ক্ষমতা ইন্দ্রিয়ের নেই। তাই অতীন্দ্রিয়-বাদ দর্শনের এত পোষকের 'ভাব'।

সাহিত্যিক কিন্তু অতীন্দ্রবাদকে দর্শনের সম্মান দেয় না। এবং দেওয়াও দরকার বিবেচনা করে না। সাহিত্যিক যখন দেখে, কোন কবি তার কোন কবিতাকে এমন গকে, এমন রংয়ে, এমন সঙ্কেতে ভ'রিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছেন যে সেই কবিতা একটা কোন-কিছু স্ব-'ভাবের' সন্ধান দেয়,—তখনই সে তাব—সেই কবিতাকে সুখ্যাতি করে।

সত্যি, দর্শনের প্রিয় এই 'ভাবটী', কিন্তু—সাহিত্যের প্রিয়—এই ভাব নয়—এই ভাবেব সঙ্কেত-করবার পন্থা। শুধু ভাবায়, রংয়ে, গকে, বা সঙ্কেতে একটা ভাবের সন্ধান দেওয়া যে সম্ভব—এইটাই সাহিত্যেব একটা কায়দাব' কসবৎ।

বিশ্ব-প্রেম ও স্বদেশ-প্রেম

আচ্ছা, বকম-বেরকম ভাবেব অভাব ত' রুগতে নেই, তবু 'মরশী'-সাহিত্যিক তার সৃষ্টির মধ্যে কেবলমাত্র স্রষ্টাব ভাবেব সঙ্কেত দিতে বাস্তব হয়েছিল,—কেন জানিস্?—তাব প্রথম কারণ, 'মত্ববাদ'টাই দর্শনেব কাছে সাহিত্যেব রুতজ্ঞতা; আর তার দ্বিতীয় কারণ, পুরাণো সেই ধর্মের সুগে ধর্মটাই ছিল সেবা ভাব।

আজ কিন্তু কস্মেব সুগে দব্দী 'ধর্ম-বিবি' আব তেমন ভোয়াজ্ পান না। কস্মী আজ চায় কস্ম'। তাই আজ কস্মীর কাছে কি বিশ্ব-প্রেম কি বিশ্বনাথ-প্রেম—ত'টোই সমান নিস্তেজ। সতাই ত', কস্মের প্রশস্ততা কম্পিটসনে। কম্পিটসনের বেশী প্রিয় বিশ্ব-প্রেম হ'তে স্বদেশ-প্রেম। তাই আজ কস্মীর সেরা জ্যান্ত ভাব—তার কুস্ম-সহায়ক স্বদেশ-প্রেম!

এ ত' গেল সাধারণ বৃত্তি, এ ছাড়াও একটা দার্শনিক যুক্তি শুনাও ?—
—দেখ্, দর্শনের বিভিন্ন 'মত' ত' আছেই, এবং একের দৃষ্টিতে অন্যের
মতের গলদও যথেষ্ট। তাই না-কি, একবার জন-কয়েক দার্শনিক মিলে
সবাব চেয়ে ভান-'মতে'ব সন্ধান ক'রতে লাগল। তাদের
ভাল দর্শন সিদ্ধান্তই ত'ল শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের অনুরূপ।

সে-যাই-ই'ক, কৃষ্ণের দর্শন খুঁজেব বা অন্যের চেয়ে যে বড় তার প্রকৃষ্ট
প্রমাণ কৃষ্ণ ওদের মত ইন্দ্রিয়কে একেবারে নষ্ট ক'রে জগতে অনাস্থি
ঘটাতে চায়নি—সে চেয়েছে জীবন্ত ইন্দ্রিয় সংযম।

এখন দেখ্, পশু-ক্ষমতা ও বিবেকতার মিলিয়ে ত' মনুষ্যত্ব। সুতরাং
মানুষের মধ্যের পশু-ক্ষমতাকে একেবারে নষ্ট ক'রতে যাওয়া ছোট-দরের
দর্শন, আর সেই পশু-ক্ষমতাকে হ'তা না-ক'রে তা'তে সংযম
মনুষ্যত্ব বিস্তার ক'বাই—বড়-দরের দর্শন।

এখন একটু ভাবলেই বুঝতে পারবি, বিশ্ব-প্রেমের উদ্দেশ্য
মানুষের পশু-ক্ষমতা ধ্বংস করা,—অর্থাৎ মনুষ্যত্বকে অঙ্গহানী করা।

তাই এই মনুষ্যত্ব-হানীকর বিশ্ব-প্রেমকে যতই-না-কেন
বিশ্বপ্রেম মনুষ্যত্ব হানীকর রক্তিন তলিকায় চিক-চিকে দুটু-দুটে ক'বা হ'ক্, মানুষের
মত মানুষের কাছে তা' সপদাই তেঁসে ওড়াবার কথা মাত্র।

আর একদিকে চেয়ে দেখ্,—স্বদেশ-প্রেম। এ প্রেম মানুষের
পশু-ক্ষমতাকে ধ্বংস করে না,—সংযত করে; কারণ স্বদেশ-প্রেমের
সংগ্রামও একের ঐক্যতা নয়, সজ্ঞ-বিচারের অবশ্যম্ভাবী
স্বদেশ প্রেম সিদ্ধান্ত। তাই এই মানবতাময় স্বদেশ-প্রেমে বিকার-গ্রহ
মনুষ্যত্ব সহায়ক বিশ্বাস-দৃষ্টির দল যতই-না-কেন কালিমা লেপন ক'ক্,
এ-প্রেম মানুষের মত মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশিত করবার চরম পন্থা।

সত্যই, বিশ্বের ও বিশ্বনাথের পূত পূজার প্রধান ডালি তার স্বদেশ-প্রেমের পবিত্র অঞ্জলী,—এ কেবল তার অন্তরের বিশ্বাস নয়, তার জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশও ।

‘তাই ত’ আমি অত’ আদর ক’রে বরণ ক’বে নিলাম এই স্বদেশ-প্রেমের ভাবটি । মরমী-কবিরা যেমন তাদের সৃষ্টিকে স্রষ্টার শুধু সঙ্কেতে ভবিষ্যে রাখতে চেয়েছে, আমিও তেমনি আমার সৃষ্টিকে স্বদেশ-প্রেমের গন্ধে ভরিয়ে রেখেছি :—এঁ, ‘ভাবিয়ে বেখেছি’ কিন্তু শুধু গন্ধে নয়, ভাব—ভাষায়—সব-রকমেই । ‘তাই ত’ আমাব সৃষ্টি হোঁদের এত আনন্দ দেয় ।

এই গন্ধের-আর্তি বিশ্লেষণ করা সবার কাজ নয় সত্যি,—তা’ ব’লে এ গন্ধ অল্পভব কব্যের ক্ষমতা অনেকেরই আছে । তাই ত’ জন-কয়েক পাঠক এর মধ্যে ‘রায়’ দিয়েছে—“শ্রী-হীন কৃষ্ণ কেমন এক রকম বেশ চমৎকার লাগে” !

নাটিকে নুতন রূপ

এ-ই, শুধু স্বদেশ-প্রেমের নামেই হোর মুখ-ময় যে অপূৰ্ণ জ্যোতি বিকশিত হ’চ্ছে,—তা’তে ‘আমি সব ভুলে শুধু চেয়েই আছি ঐ মধুর মুখ-খানির পানে, আর মনে-পাণে অল্পভব ক’ব’ছি—সত্যি আমার নাটকের ভাব অমৃতের উৎস ।

তার ওপর দেখ, নূতন-ই শুধু গন্ধে, টংয়ে, ভাষায় পষাবসিও ক’রে আমি স্বস্তি পাই নি,—আমি অনেক সন্ধান করেছি কপেরও !—

৭-কিরে, উর্টিস্ নি, পালাস নি,— ওর, এ সে রূপ নয়, নারীর রূপ নয়,—এ নাটকের রূপ ;—একপে তোব মত 'আজন্ম সূর্যাসীর 'সতীর' এতটুকুও টুটে না !

মন দিয়ে শোন তবে নাটকীয় রূপের এক-নিশাসী ইতিহাস—

বিশ্ব-সাহিত্যে সব জাতিতেই সাধারণ 'কথোপকথন' যখন 'নাটক' নামে উন্নত হ'ল, লেখকদের তখন লক্ষ্য হ'ল তাদের ভাব ফুটিয়ে তোলা শুধু 'চরিত্রের' মধ্য দিয়ে। কত-দেশে কত-যুগ ধ'রে কত-লেখকই না

এই চরিত্র-অঙ্কনের চেষ্টায় আত্ম-নিয়োগ ক'বেছে। এদের কালিদাস ও মধো রুতকার্যাতার পূর্ণ-বিকাশ উপলব্ধি করা যায় প্রাচ্যে সবস্বপ্নায়র কালিদাসে '৭ পাশ্চাত্যে শেক্সপিয়ারে। দেই যাই হ'ক্,

'ক্রুড' (Crude) বিষয় নির্বাচন করা চরিত্র-নাটকে প্রথা ছিল।

এই 'ক্রুড' বিষয় নির্বাচনের একদে মাথা তুলে, ইব্‌সেন্ প্রথম জগতে দেখিয়ে দিলে যে সাধারণ জীবনের নিত্য-নৈমিত্তিক সুখ-দুঃখ নাটকের পক্ষে 'অস্বাভাবিক' নয়ই, বরং বেশ সহায়ক।

ইব্‌সেন্ সত্ত্বেও এই নবান-নাট্য-শ্রষ্টা তার নাটকে একটা সাধারণ ভাব বা সমস্যা (Problem) ফুটিয়ে তোলবার জন্য,

স্বাভাবিকতার (Realism) সাহায্য নিয়েছিল। তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এই সাধারণ ভাব বা সমস্যার ফুটিয়ে তোলা, আর সে বুঝেছিল যে তাব এই উদ্দেশ্য সফল হবে স্বাভাবিকতার মধ্য দিয়ে। তাই সে স্বাভাবিকতার মায়া রচনা ক'রেছিল তার ভাব বা সমস্যা বিকাশের সুবিধাব জন্য; নতুবা নিচক স্বাভাবিকতার তার কোন সত্য লোভ ছিল না।

সে যাই হ'ক, ভাব-ফোটানো যখন নাট্য-শিল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন শুধু “চরিত্ৰেব” মধ্য দিয়ে সেই ভাব কুটিলে তোলার চাইতে, “ঘটনা-সৃষ্টিব” দ্বারায় সেই মুখ্য উদ্দেশ্য সম্পন্ন করা, নবীন-নাট্য-শিল্পের কাছে ঢেব বেশী কার্যকরী প্রতিপন্ন হ'ল। কাজে কাজেই ইবসেন হ'লেন ‘ঘটনা-সৃষ্টি-মূলক’ নাটকের প্রবর্তক ও নাটকে ‘স্বাভাবিকতা’র প্রদর্শক।

এই ধরনের নাটকেব একটা মস্ত-বড় গুণ এই যে এরা মানুষের মনের-ক্ষুধা মেটানোর সঙ্গে-সঙ্গে অলক্ষ্যে ‘মস্তিষ্ক চালনা’ ক'রিয়ে আনন্দ বর্জন করে; আর-একটা মস্ত-বড় সুবিধা এই যে এরা সিচুয়েশন্ নাটক অল্প সময়ের মধ্যে পাঠক বা দর্শকের মস্তিষ্কে ভাবের চালনা ক'বিয়ে দিতে সক্ষম হয়,— তাব প্রধান কারণ এই-ধরনের নাটক গঠনে অল্প-কপেব মত ‘চরিত্র’-বজায় রাখাব উদ্দেশ্যে যে সমস্ত ‘হাবি-জাবি’ কথাব প্রয়োজন, সে-সব উত্থাপনাব প্রয়োজন এখানে একেবারেই হয় না।

কম্বী ইয়োরোপের পক্ষে সময়ের পানে নজর রাখাই স্বাভাবিক।
 ওই সাবা ইয়োরোপ এই ধরনের নাটকের নেশায় ভোর হ'য়ে উঠ'ল। দেশে দেশে কত শত লেখক ইবসেনের মস্ত-ধাবায় মুক্ত-ধারায় অল্প-প্রাণিত হ'য়ে আরও অনেক নব-নব কপেব সৃষ্টি ক'ব্বে ব্যস্ত হ'ল।

ফরাসী নাট্যকাবরা চরিত্র-নাটকের সব ‘চক্রান্ত’ দূর ক'রে দিয়ে তাদের গল্পে ও প্লটে ‘সবলতা’ স্ফলন ক'র'ল; কিন্তু কথোপকথনে সম-পরিমিততার (Symmetrical-Dialogue) কায়দাটাই না কি তাদের ‘বাই’ হ'য়ে দাঁড়াল।

পটু'গালের ষ্টাইণ্ডবার্গ এই কণোপকথনের সম-পরিমিতভায়
অপ্রাকৃতিকতাব উচ্ছেদ ক'বে, তাঁর চরিত্র-গুলোকে
ষ্টাইণ্ডবার্গ
আবও স্বাভাবিক কন্নার চেষ্টা ক'বল।

কিন্তু এই 'চবিত্র'-গুলোকেই একেবারে 'হাওয়া' ক'রে ছাড়ল
মেটার্লিংক্। 'ভাব'টাই তার কাছে সপ্নস। 'আর সব উপেক্ষা ক'বে,
সে সেই-ভাব ফুটিয়ে তুলতে গেল—শুধু সঙ্কেতে, শুধু প্রতীক্কে বা 'সিঙ্গল'
(Symbol) ; সতাই মেটার্লিংক্ তা'বেব 'একমুটিমিষ্ট'
মেটার্লিংক্ (Extremist) পূজাবী,—তাই সম্বন্ধে 'শিল্পী' অবনীন্দ্র-নাথ'ব
'ভাষরা-ভাই', 'আব 'এক-করবা'-লেখকেব বোধ-হয় নিকট
আত্মীয় ! সে বাই ২'ক্, সব-চেয়ে অন্ন 'স্থান'র (Space) মধ্যে ভাবের-উৎস
নিবদ্ধ ক'বে রাখাটাই চিত্র-শিল্পেব আকাঙ্ক্ষা। তাই প্রতীক্ বা সিঙ্গল
চিত্র-শিল্পেব একটা মস্ত বড় শক্তিশালী 'অবলম্বন। কিন্তু নাট্য-শিল্পেব
'স্থান' (Space) 'ত' বেশ-কিছু প্রশস্ত। তাই তা'তেও এই প্রতীক্‌টাই
যদি মুখ্য ২'য়ে দাঁড়ায়, তবে হয়ত' সেটা 'নাট্য-রূপী-সাহিত্য' হওয়া সম্ভব,
কিন্তু 'সত্যিকারের নাটক' কখনই হয় না।

সবার ওপরে টেকা-তুৎপ-ক'বলে কিন্তু আইবিসের বাণীভাষণ,—
শুধু তাব বুদ্ধির প্রমানে নয়, শুধু তার 'সোশিয়ালিসম্‌য়ের'
বাণীভাষণ' (Socialism) জোরে নয়; তাব নাটক-গুলো হাস্য-রসে
পরিপূর্ণ ক'বে রাখাব জন্তেও। তাই তাব পাঠক আমোদ পায়,
আনন্দও পায়।

সবার চেয়ে বেশী 'নির্দোহের চমক' মাথলে কিন্তু জাণ্মানীর ইপ্সামান্। সে প্রমান ক'বতে ব্যস্ত হ'ল, নাটকে কোন দ্বন্দ্ব, কোন চটক্, কোন আড়ম্বর, কোন রুচিমতা ত' থাকবেই না,—এমন কি, নাটক মার্জিত করা দোষ,—নাটকের 'বিষয়' (theme) নিরাসন করা অন্তর্চিত,—কারণ এ সব প্রকৃতি-বিকল্প—এ সবে নাটকের মধ্যে নাট্যকাব্যের ব্যক্তিত্বের ইংকাশ পায়। তাই ভাব, সমস্যা, বা বিষয়-নিরাসন একেবারে অন্যদিকে

দৃশ্যে সবিষয়ে উপমান্ 'প্রাকৃতিকতা'র (Naturalism)

পূজায় আত্ম-নিয়োগ ক'বল,—দাশাবল জীবনের সরল দৃশ্য পর্ষায় পব পর্ষায় সে দেখাতে ব্যস্ত হ'ল। এই 'প্রাকৃতিক-পূজারী'র চিন্তা-ধারা চিক্-মিকিয়ে উঠল—“কই, মানুষের জন্ম ত' আটেন মুখ-চায় না, মানুষের মৃত্যু ত' আটেন তোরাকা করে না,—ওবে কি দুঃখে নাটক আট-মখাপেকী হবে?”—সে যাই হ'ক্, ইব্‌সেনেব কাছে ভাব বা সমস্যা ছিল মুখা, ইপ্সামানের কাছে 'প্রাকৃতিকতা' হ'রে দাঁড়াল মুখা। ইব্‌সেন্ 'স্বাভাবিকতা' বেছে নিয়েছিল 'ভাব সমস্যা' গোটাবার সুবিধাব জন্য, ইপ্সামান্ 'প্রাকৃতিকতা' বরণ ক'রোছল কারণ এইটেই ভাব মূর্ত্ত-শিল্প।

বাংলা ভাবনা যসা সিদ্ধিভবতি তাদৃশী, — তাই ইপ্সামানের নাটক হ'ল বড় স্বাভাবিক, বড় 'আপন-কবা,' আর তাব কথা গুলো নাকি জীবন্ত।

তবুও এই 'প্রাকৃতিক-পূজাবা'কে ব'লতে হ'চ্ছা করে—“দাঁরে, রজনী ধোবে”!—নাট্য-পূজারী, ভূমি কি জান-না, 'ম্যাডোনা'র মাতৃস্ব-ভাব বাদ দিলে প'ড়ে থাকে শুধু কালি-ঝুলির কসরৎ, 'তাজমহলে'র মোমতাজ-ভাব ছেড়ে দিলে প'ড়ে থাকে শুধু সাকাজানের ইট-পাথর ?

সতাই 'কটো' আর 'পেন্টিংয়ে' আসমান্—জমীন্ ফরাক্। বিশেষত আমবা ভারতবাসী, ভাবেব উপাসক,—তাই জাণ্মান লেখকের এই 'প্রাকৃতিক' বৈরাগ্য বরদাস্ত ক'বতে নিতান্তই নারাজ।

রঙ্গমঞ্চের উপেক্ষা

সে যাই হ'ক, নব-যুগের এই 'মুক্ত' নাট্য-শিল্পীদের হাজার যুগের মধ্যে অনেকেরই একটা মন্ত-বড় দোষ এই ছিল যে, এরা রঙ্গমঞ্চ প্রায় উপেক্ষা ক'রে এদের প্রতিভাব পথে এগিয়ে চ'লতে চেয়েছিল। ফলে দাঁড়াল রঙ্গমঞ্চ-টেকনিকের অনাদর, ও নাটক-রূপী এক সাহিত্যের উদ্ভব। সত্যিই এই 'নাট্য-সাহিত্য'র কয়েক-খানা জগত-সাহিত্যের উজ্জ্বল রত্ন,—এই 'নাট্য-সাহিত্যিক'র কয়েক-জন সকল দেশের গর্ব : তবুও একথা ক্রম সত্য যে রঙ্গমঞ্চ এদের দ্বারা সাহায্য পৈয়েছে খুব কম। তাই এদের দ্বারা এদের স্বদেশে বঙ্গমঞ্চের উন্নতি একেবারে একটুও হ'য়েছে কিনা তা'ও ভেবে ব'লতে হয়।

রঙ্গম্

এদের চেয়ে কিছু ঢেব কম প্রতিভা নিয়ে, নব-জাগ্রত কৃষিগণ লেখকদল, একদিকে যেমন রঙ্গ-রঙ্গমঞ্চকে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার ক'রতে অকাতরে সত্যতা ক'বেছে, অন্যদিকে তেমনি 'বঙ্গ-সাহিত্য'কে নব-নব রূপে পরিপুষ্ট কববার সাধামত চেষ্টাও ক'বেছে।

সত্যিকারের নাটক

সত্য কথা ব'লতে কি. নাটকের উদ্ভব ও স্থিতি প্রথম 'বাচ্যাভিনয়ে'র উপদান হিসাবে, তারপর সাহিত্যের সম্পদ হিসাবে।

সাহিত্যের পারপুষ্টতার জন্য হাজার গঠন-প্রণালী বর্তমান, বাচ্যাভিনয়ের পবিপুষ্টতার জন্য কিন্তু কেবল মাত্র নাটক ভিন্ন অন্য কোন উপাদান নেই। সুতরাং নাটককে শুধু নাট্য-রূপী সাহিত্যে রূপান্তরিত করবাব প্রচেষ্টা বাচ্যাভিনয়ের উন্নতির পক্ষে যথেষ্ট পরিপন্থা। তাই প্রত্যেক নটরাজ-ভক্তের এই সব রঙ্গমঞ্চ-উপেক্ষা-কারী নাট্য-সাহিত্যকে নেক্ নজরে দেখা উচিত কি-না ভাব্যর কথা।

সে বাই হ'ক্, সত্যিকারের নাটক একদিকে যেমন রস-সৃষ্টি ক'রবে অন্যদিকে তেমনি অভিনয়ের উৎকর্ষ সাধনে সমাকৃতাশা ক'রবে। শুধু 'বঙ্গমঞ্চ-চালু' কেতাব (Stage-Success) যেমন নাটক নয়, শুধু 'নাট্যরূপী-সাহিত্য'ও তেমনি নাটক নয়।

টেকনিক বা গঠন-প্রণালী

সুতরাং প্রকৃত নাটক সৃষ্ণনের গঠন-প্রণালীর উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার অন্তঃ ভূতী বিভিন্ন দিক দিয—প্রথম—(১) রস, দ্বিতীয়—(২) অভিনয়।

ছোট খাট আরও অনেক গুণের মধ্যে এই দু'টো মুখ্য গুণের সমন্বয় থাকলে—তবে সাংসারিকের নাটকেব সৃষ্টি হয়, আর সেই নাটকের স্রষ্টা সাংসারিকের নাট্যকাণেব সম্মান পায়। কিন্তু যুক্তিগত জ্ঞানিস, এই দুই মুখ্য গুণের প্রত্যেকটোতেই যদি কোন শিল্পী জন্মগত অধিকারী না-হয়, তবে তার পক্ষে নাটকেব চরম পরিণতিব পানে অগ্রসর হ'তে গাওয়া বিড়ম্বনা। কারণ, কি লেখক, কি অভিনেতা প্রত্যেকেই 'জন্মগত-অধিকারী' "(born)"। তাই ব'লে এই জন্মগত অধিকারীদের

সঙ্গে উৎকর্ষণার (Culture) সংযোগও না-হ'লে অভিজ্ঞতার দিনে সত্যিকারের নাট্যকাব্য হ'লে দাঁড়ান' চক্কর। সত্যি, বর্তমান যুগের নাট্যকারকে হ'তে হবে 'born and made',—'born and not-made' নয় : তার অস্তরে পূর্ণ থাকি চাই কল্প-গত নাট্য-উৎস, বাহিরে বিশ্ব-বাস্তব শিক্ষা।

সে ঘটি হ'ক্, প্রকৃত নাট্যকাব্যের মধ্যে রস-সৃষ্টি গুণের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান থাকি চাই অভিনয়ের গুণ,—তা'লে গুণ বাক্ত বা অবাক্ত ঘটি কেন হ'ক্ না। এই শ্রেয়োক্ত গুণেব অভাবেই বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ কবি আমাদের রবীন্দ্রনাথও নাট্যকাব্য হিসাবে খুব বড় নন।

এখন এই দুই গুণের মাপকাটির বিচারে যে টেকনিক বেশ সুন্দর ও সুবিধা-জনক প্রতিপন্ন হ'লে, সেই টেকনিকই ভাল,—তা' হয় হ'ক্ সেটি সেক্ষপিয়ার-ইব্‌সেনের টেকনিক কিম্বা একেবারে নতুন অস্ত্র কিছু। আদত্‌ কথা কি জানিস্, নাট্যকার যে রস সৃষ্টি ক'রতে চায়, তার লক্ষ্য থাকি উচিত, তার নিজের বাবদন্ত বা পরিবর্তিত টেকনিকের মধ্যে সেই রস-সৃষ্টির সুবর্ণ সুযোগ আছে কি-না ; আব সঙ্গে-সঙ্গে সেই টেকনিকে অভিনেতৃবর্গ সেই রস-সৃষ্টি ক'রতে সুযোগ পায় কি-না।

এখন দেশ-কাল-পাত্র ভেদে, বিজ্ঞান ও ভাষার উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে অভিনয়ের টেকনিকের পরিবর্তন হওয়াই স্বাভাবিক ও সমীচিন। তাই সঙ্গে-সঙ্গে নাটকের টেকনিকেরও পরিবর্তন হওয়াটাই যুক্তি। সুতরাং কাগিদাদ—ভবভূতি—সেক্ষপিয়ার—ইব্‌সেন কিম্বা বর্তমান বাণাড্‌-শ' বা রুসের নাটকের টেকনিকে একেবারে নিজেকে পর্যাবসিত ক'রে রাখাটা কোন নবীন নাট্য-শ্রষ্টার গৌরব বা আকাঙ্ক্ষার বস্তু হওয়া উচিত 'ত' নয়ই, বরং দাস-কপৌ মনের পরিচায়ক হওয়াই সম্ভাবনা।

শিক্ষার-দাসত্ব (Cultural Slavery)

এত সোজা কথাগুলো বাবু-বাবু কেন ব'ল্ছি?—এই তুই আমায় হাসালি !

করে দেখ, রাজনৈতিক দাসত্বের (Political Slavery) মুক্তির জন্য তোর অনেকটাই প্রাণ উৎসর্গ ক'রে অনেক-কিছু কাঁদেব-ক'ল্ছি ক'বোঁছিস্ ; কিন্তু জানিস্ কি, শিক্ষার দাসত্ব (Cultural Slavery) সারা বাংলা জুড়ে কত ঘঘটনই-না ঘটছে :—জানি না কবে কোন্ প্ৰভঞ্জে কে-যে তার প্রাণ উৎসর্গ ক'রে এই শিক্ষার দাসত্বের 'মুক্তির' পথ প্রশস্ত ক'রে বাঙ্গালী দাসত্বের মুক্তি পূর্ণ-অঙ্কন কব্বার সজায়তা ক'র্বে !

অথেষ কথ্য বলি শোন,—আজকের দিনেও আমাদের একমঞ্চ ধুরোমাত্রায় সেক্ষুপিয়ার-কালিদাসের পুণ্য নামের শ্রাদ্ধ-অপমান 'সম্পন্ন' ক'রেই বেশ সুখ-অনুভব ক'বে, কলেজের কত্তারা ত' শুধু সেক্ষুপিয়ারের চমৎকারিত্ব দেখানই নাটা-শিক্ষার-চরমতা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে ব'সে আছেন ; বিধাতার হাত ফ'স্কে যাও-বা ত'-চাব্টে পাঠক বা লেখক নবীনতার নেশার (?) ক্ষণেকের জগৎ ভবপুর হ'য়ে ওঠেন, তারিও আবার চেয়ে বসেন, হয় শ'—ইব'সেন্ টেক্‌নিক্, নব ত' একবারে কসিয়ার টেক্‌নিক্ । কাউকে কিন্তু কখনও নিমেষের জন্য ব'ল্তে শুনিনি—“আব আর দেশের নাটক 'এতটা' এগিয়েছে,—আমরা আমাদের নাটকে চাই, এ নূতনত্বের চেয়ে আরও নূতন ভাব, আরও নূতন রূপ” !

নাটকের অভাব

সে-কথা সত্য তাই, চুপে কথ্য হ'লেও আমি মানতে বাধ্য যে আমাদের ভাল নাটক খুব কম। নাটকের এই অভাবের কারণও অনেক : তার মধ্যে প্রধান দুইটি—(১) আমাদের রঙ্গমঞ্চ (২) রঙ্গমঞ্চকে উপেক্ষা।

রঙ্গমঞ্চ

সত্যি গিরীশের যুগের পর হ'লে আজ পর্যন্ত আমাদের রঙ্গমঞ্চ নবীন নাট্যকাবদের শুধু সাধ্য-মত অনাদর ক'রে ক্ষান্ত হয়-নি, আবঙ্গ মাঝে মাঝে ক্ষমতা প্রাপ্ত রঙ্গমঞ্চ-লেখক-দল (Play-wrights, এই সব নবীন নাট্যকারদের প্রতিভার উন্মেষের পরিচায়ক স্থানগুলি, 'না-ব'লে-নিয়ে' তাদের প্রতিভাকে "মুকুলে-ঝরিয়ে" দিয়েছিল। রঙ্গমঞ্চ-ইতিহাসের এই অধ্যায়ে কত নবীন লেখকের অগ্ররাশির ও দীর্ঘনিশ্বাসের অজানা ইতিহাস যে মিলিয়ে আছে—তার ইংড়া কে রাখে ? — তাই বুঝি নাটকের এই দুর্দশা !

সে-দিন,—এই বছর কয়েক আগে,—এক "শিক্ষিত-সম্প্রদায়" রঙ্গমঞ্চের উন্নতির জন্য নবীন নেশায় ভরপুর হ'য়ে নটরাজের নৈবেদ্য সাজিয়ে নিজেদের বিলিয়ে দিতে বাস্তব হ'য়ে'ছিল ;—তখন সবাই কত-না রঙিন আশা নিয়ে তাদের পানে তাকিয়েছিল। সত্যিই তাদের কারণও বিস্তার ছিল, কারণ বুদ্ধি ছিল, কারণ ক্ষমতা ছিল, কারণ রূপও ছিল। উন্নতিও যে তারা কিছু করেনি—এমন নয়। তবু তারা কাজের-কাজ ক'রেছে খুব কম। তার প্রথম কারণ তাদের অনেকেরই মধ্যে,

“ব্যক্তিত্ব-বিকাশের” উন্নাদনা এসে প্রতিপত্তি ক’রেছিল। এই “ব্যক্তিত্ব-বিকাশের উন্নাদনার” বশেই তারা ভুলে ক’সেছিল যে অভিনয় “সঙ্ঘ-সাধনা” (team-work),—নাটকেরও চরম উদ্দেশ্যাব সাফল্য এই ‘সঙ্ঘ-সাধনাতে’ই। আচ্ছা এখন বল’ত ভাই, সেদিন যখন বর্তমান বাংলার শ্রেষ্ঠ-নট শিশিরকুমার, নবীনতার নামে ও ধাপ্পাচালাতে, নটশুক গিরিশচন্দ্রের বুকে “চাকু”-চালিয়ে তাঁর ‘জনা’র “বিদ্বান” ‘বিদুষক’কে প্রায় “নাশ্তিক” প্রতিপন্ন ক’রে ছেড়ে ছিলেন,

সেদিন গিরিশ স্বগে ব’সেও সজল চোখে বাষ্পিত মুখে দীর্ঘ নিশ্বাসপ্রস্রাব নিশ্বাসের সঙ্গে-সঙ্গে কঁদে উঠেছিলেন কিনা—“উঃ—” ! সত্যি

কথা বল’তে কি ভাঙ, শিশিরের সবার বড় লোষ নবীনতার নাম নিয়ে এই “চাকু-চালানো”। নতুন নাটকের সৃষ্টির সাহায্য ত’ তিনি এতটুকুও করেন নি, বরং পুৰাতনের ওপর এই “চাকু-চালিয়ে” বেশ অমজ্জাদাই ক’রেছেন। আরে তাও কি কখনও হয়,—লেখায় সৃষ্টি করার ক্ষমতা যার নেই, সে কি শুধু পুৰাতনের ওপর “চাকু-চালিয়ে” নবীনতার সৃষ্টি ক’ব’তে পার’ ? নব-যুগের রঙ্গমঞ্চের উপযোগী টেকনিকের সৃষ্টি ক’ব’তে হ’লে তাকে অভিনেতা হ’তে হবে—লেখকও হ’তে হবে। নতুবা পুৰাতনের ওপর “কলম চালাতে” যাওয়া শুধু বিভ্রম। সে যাই হ’ক্, হুঃখ এই যে এই নবীন সম্প্রদায় বেশ শিক্ষিত হ’বেও পুৰাতন নাটকের যথেষ্ট অমজ্জাদা ক’রেছেন ও নতুন নাটকের সম্যক্ আদর করেন নি। সত্যি কথা বল’তে কি, গিরিশের পর এল ‘গোজার-যুগ’ ! তারপর এল ‘মদেব-যুগ’ :—এই ত’টে রঙ্গমঞ্চের হুঃখের ছোট ইতিহাস।

উপন্যাসী নাটক

দেখ, পূজারীকে যখন পূজার ঠাট্টা বজায় বাধ্য হ'ল, অর্থাৎ পূজার তার মন-প্রাণ লেগে থাকে না। তখন তাকে পূজা ক'রতে হয়, দেবতার স্থানে, হয় উপদেবতা, না-হয় প্যাণ-হীন কোন পাথর। মানাদের 'শিক্ষিত' নটরাজ পূজাবীদেবও হ'য়ে দাঁড়াই ঠিক সেই অবস্থা। 'পেট-কা-ওয়াশে' হ'ক্ বা অন্ত কোন কারণেই হ'ক্, তাদের অভিনয়ের ঠাট্টা পূজা বজায় রাখতে হ'ল,—অর্থাৎ তারা নূতন-নাটক-সৃষ্টিতে যথেষ্ট অনাদর ও ঔদাসিন্য দেখায় : কারণ কাজেই 'উপদেবতা' এসে জুটল,—উপন্যাসকে রূপান্তরিত ক'রে অভিনয়ের ঠাট্টা বজায় রাখতে হ'ল। অর্থাৎ এই 'শিক্ষিত' অভিনেতারও, 'আত্ম-বিশ্বাস' হাবিরে নটরাজের অপমান ক'রে, নিজেদের অঙ্গের সংস্থান ক'রতে লাগল এই-সব উপন্যাসিকের 'নাম' বিক্রয় ক'রে। এই সব 'উপন্যাস-উপদেবতার' এত নজর প'ড়লে নট-দেবেরও দৃষ্টিক্ষে-অনাদবে কাজিল হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং উপন্যাস-উপদেবতার সেবা যে কোন নটরাজ-পূজারী লঙ্ঘার বিষয়,—গাব প্রধান কারণ, এই গ্রন্থ উপযুক্ত নাটক-উদ্ভবে পক্ষে প্রকৃষ্ট অন্তর্ভাব। এমনি ধারা রূপান্তরিত উপন্যাসের অভিনয় ঘটই কৃতকার্য হবে, সত্যিকাবেব নাটক উদ্ভবের পথ ততই দুর্গম হ'য়ে দাঁড়াবে। সত্যিই দুঃখের কথা। এত অন্তরায়ের পোষক বাংলার 'শিক্ষিত' নট-সম্ম,—কিছু কালার কথা। এই অন্তরায়ের সহায়ক বাংলা 'শিক্ষিত' উপন্যাসিক-সম্মও। অন্তত শিক্ষিত 'শব্দ'ের' এ গারন' থাকে উচিত যে

উপন্যাসেব উদ্দেশ্য বা ধারা এক, নাটকেব একেবারে স্বতন্ত্র। সুতরাং ভাল উপন্যাস ভাল নাটক না হওয়াটাই মুক্তি : স্বতরাং উপন্যাসকে রূপান্তরিত ক'রে নাটক সৃষ্টি ক'বতে যাওয়ার প্রথাটাই
 ৩২২-এ নাটকের উন্নতিব পক্ষে অন্তর্ভাব্য। এ সব ক্ষেত্রেও, শব্দ “শিল্পী”
 হ'য়েও, স্বেচ্ছায়,—তবু ‘মামমন্’ (Mammon) সাহেবের
 অনুবোধে,—নাট্য-শিল্পের অবনতিব জন্য তাব নাম এগিয়ে দেওয়াটাকেই আমি অ-শিল্পার কাজ মনে ক'বি ও ছুঃখ পাই। এর চেয়ে শরৎ যদি তাব সাধা মত একটা নাটক রচনা ক'বে নটরাজেব নৈবেদ্য সাজাতে ব'সে অরুণ-কার্ণা ত'তেন,—তবুও শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক ‘শরৎচন্দ্র’ শিল্পের অভাব তাব্বার মত দভাগ্য আমার একেবারেই হ'ত না।

রঙ্গমঞ্চকে উপেক্ষা

আম্র একদিকে চেরে দেখ্,—ই বিশ্বব কবি বাংলা'র ‘রবি’, নটরাজের
 কিঙ্ক হাঙ্গি-কারার “রাম-ধনু”!

সাধারণেব একটা স্বভাব এই যে তা'রা কা'বার মধ্যে একটা গুণের চরমতা দেখ্লে, তুল ক'বে অন্য অনেক গুণ তাঁব মধ্যে আরোপ ক'রে কেমন একটা আশ্রয় পায়। মিলিত-কবিতাসাবে রবীন্দ্রনগের
 ৩২৩-এ স্থান কেবল মাএ বৈষ্ণব-সুফী-দের ঠিক পাশে, কিঙ্ক তা' ব'লে নাট্যকা'র তিনি নন,—নাটকের টেকনিক, নাটকের ভাষা, নাটকের ঘটনা-সৃষ্টি—তাঁর মধ্যে বিকাশ পেয়েছে খুব কম। ‘রক্ত-কবী’র মত দুই-একখানা সাহিত্যের সম্পদ, তবু নাটক তারা কখনই নয়। রঙ্গমঞ্চ টেকনিকে এত উপেক্ষা এত অনাদর ক'রলে সত্যিকারের নাটক কখনও সৃষ্টি হয় না।

—আবে না-না, আমাদের বর্তমান বঙ্গমঞ্চ' প্রচলিত' টেক্‌নিকের অন্যদের কথা আমি বলি নি। আরে সে 'ত' বুড়ী 'এলজাবেত'-বিব'র জাণী 'কাঁতার' টেক্‌নিক। আহা,—একদিন বুড়ী বিবি-জানের ছিল একেবারে রূপ-কথার রূপ, 'তাঁর কাঁতার' ছিল রোমান্স—এ সব 'কথামৃত' শুনে না-হয় বিরহের খানিকটা সময় কাটান সচজ, তা'ব'লে মিলনের রাতেও,—আরে ছাঁছ, সবাই তা' হ'লে ঐ বুড়ী-প্রেম-মুগ্ধ-কারীদের যৌবন যে সাক্ষিহান হবে! সত্যই বে-কোন ভদ্রলোকেরই আজকের দিনে তা' বরদাস্ত না-করাটাই কচাঁব পারচয়।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্গমঞ্চের টেক্‌নিকে উপেক্ষা ক'রেছেন, অর্থাৎ তাঁর টেক্‌নিকে অভিনয় হ'লে অভিনয়ে 'স্টেজ-এফেক্ট' (Stage-effect) ভাল হয় না। তাই তাঁর 'চিবকুমার সত্য' বা 'শেষবক্ষা'কেও বঙ্গমঞ্চে দাড় করাতে জ্ঞান আবার বঙ্গমঞ্চে টেক্‌নিকে সাহায্য নিতে হয়।

কথাটা জানিস কি, প্রতিভা ও করণা রবীন্দ্রনাথকে ভুলিয়ে দেয় বাস্তবতা। কবিতার পক্ষে এটা একটা গুণ, উপজ্ঞানের পক্ষে এটা তত' নোষের নয়, কিন্তু নাটকে এটা অচল। এই বাস্তবতা নাটকের একটা প্রধান অঙ্গ। নাট্য-জগতে সবাইকে হ'তে হ'বে 'কনসাস্-আর্টিস্ট' (Conscious Artist) : কল্পনা ও বাস্তবতা হবে তাদের সমান আদরের চিজ।

এখন আমাদের দেশ একদল রবীন্দ্র-ভক্ত আছে—যারা আমাদের বর্তমান বঙ্গমঞ্চকে প্রশংসা করে, মঞ্চে-মঞ্চে আবার রবীন্দ্রনাথের এই সব নাট্য-রূপী ঘটনা অভিনয়ের জল্প চোৎকার বা ব্যর্থ-চেষ্টা ক'রে এমন 'নাক-উচু' ভাব দেখায় যেন নাট্য-কলা একমাত্র তাদেরই রবীন্দ্র-ভক্ত

'পেটেন্ট' (Patent)। অবশ্য এরা 'শিল্প-পুঙ্খ-ধারী'-সাধারণ,—'ম্যাসের' (mass) সঙ্গে তর্কাতর্ক—এরা 'স্টাইল' (style) দাস!

১. শ্রী-হীন কৃষ্ণ নাটক

শ্রী-হীন কৃষ্ণ যে ‘চরিত্র-নাটক’ নয়— তার প্রমাণ আমি বাব্বাব্ব দিয়েছি। প্রথম দৃশ্যেই নবীন ফোন ক’রছে ‘বিশ্বলোক’, আবার শেষদৃশ্যে সমুদ্র বা স্থান একেবারে উপেক্ষা ক’রে আমি আমার গন্তব্য-পথে চলেছি। সুতরাং ‘চরিত্র-নাটকে’ব সনাতনী-মাপ্-কাটা দিয়ে যদি কেউ শ্রী-হীন কৃষ্ণ ওচন ক’বতে আসে—তোপা বেধিস্ হ’ল, তাব মাথাস বেন থাকে গাংব টুপা’!

ভাস্য-ভাস

শ্রী-হীন কৃষ্ণ ‘হাস্যরসে’ পূর্ণ,—শুধু হাস্যরসেই নয়! এর ভাষায় হাসি,—ভাবে কিন্তু ‘অশ্রু-মাখা ‘আনন্দ’।

সতাই, আমোদ-আহ্লাদের মধ্য দিয়ে শ্রী-হীন কৃষ্ণ সবার মধ্যে জাগিয়ে দিতে চায়, তার অন্ত-প্রবাহিত একটা ‘মুখ্য-সমস্যা’ (Central Problem), আরও আনুসঙ্গিক ছোট-বড় অনেকগুলো ‘সমস্যা’।

এখন হাস্যর-রাশিও ভাষার মাঝে “পাঠক” বা “দর্শক” চ’ম্কে উঠে, সেই অশ্রু-মেশানো ভাব ভাব্তে-ভাব্তে, আপন-ভোলা হ’য়ে উঠবে,—সেইত’ আমার সার্থকতা!

আমার মুখ্য ‘সমস্যা’টা সবারই সঙ্গোপনের সুখ স্বদেশ-প্রীতি। স্বদেশ-প্রীতিতে আনন্দ পায় না এমন “মানুষ” আজকে কে আছে রে?

তাই বলি, শ্রী-হীন কৃষ্ণের ভাবে আনন্দ, ভাবায় আমোদ!

ঘটনা-সৃষ্টি

‘রস-সৃষ্টি’ ক’ব, —ভাবকে সুন্দর ক’বে “ভাষা”র, “ঘটনা”র ও “চরিত্রে”র মধ্যে দিয়ে কুটিবে তোলাই নাট্যকারের আকাঙ্ক্ষা। আগেকার যুগে “চরিত্র”-সৃষ্টি করাই ছিল নাট্যকারের প্রধান অবলম্বন, বর্তমান যুগে কিন্তু “ঘটনা”-সৃষ্টি পাঠক ও লেখকের কাছে অধিক আদরনীয়। তা’র কারণ আমি পূর্বেই বলেছি। সত্যি, ভাব সুন্দর ক’বে কুটিয়ে তোলা যখন নাট্যকারের উদ্দেশ্য, আর “ঘটনা”-সৃষ্টির দ্বারা সেই উদ্দেশ্য, অল্প সময় ও স্থানের মধ্যে সাধিত হয়, তখন বর্তমান যুগেও “চরিত্র”-সৃষ্টির জন্য অনেক অযথা বিষয়ের অবতারণা, আধুনিক নাট্যকারের কাছে সমীচীন বলে মনে হয় না।

চরিত্র

সে যার হ’ক, ‘ঘটনা-সৃষ্টি’র মতোও ‘চরিত্র’র দলকার,—মুখ্য ভাবে নয়, গৌণ ভাবে। শ্রী-হীন কৃষ্ণের ছয়টি অপেক্ষাকৃত বড় “চরিত্র” বর্তমান,—কৃষ্ণ নন্দন, সাধনা, চন্দ্র, বিজু ও ভোদন। সবাই দেশ-চক্র, অথচ সবাইই দেশ-ভাষাধারী ঠিক এক নয়; ও’র ছ’টা যেন একটা রাগের ছ’টা রাগিনী।

নাম-কল্পণ

এই সব ‘চরিত্র’র নাম-কল্পণের দিক-ও একটু লক্ষ্য ক’রে দেখ,-
বৃষ্টি এদেরও ভেতরে-ভেতরে একটা ‘মানে’ আছে।

তা' ব'লে তা'বা শুধু আদর্শবাদী 'চরিত্রবান' নয়। নবীন নবীনতা চায় সত্য, তা'ব'লে 'পুরাতনের ভালতে তার একেবারেই কুপংস্কার (prejudice) নেই। সাধনা ঐ নাম নিয়েছে ব'লে, হিমালয়ের কোন শিখর-দেশে, আসন-গেড়ে ব'সে, চক্ষু বুঁজে উর্দ্ধ বাহুকে, শুধু বিজ্ঞ-বিজ্ঞ ক'রে মন্তব্য আউড়ে যায় না। প্রথম কথা এরা মানুষ্য,—তবে নামের গুণ-গুণো এদের মধ্যে বেশী—এই পর্য্যন্ত।

কৃষ্ণ ও "শ্রী"

কৃষ্ণ নাকি স্বয়ং গুপ্ত, কিংবা উভয়েব সম্বন্ধ "চোরে-চোবে"—এসব নিয়ে "লাঠা-লাঠা" ক'ক'ক্কে যত সব প্রত্নতাত্ত্বিকের দল। আমাদের কাছে,—কৃষ্ণ নামে রক্ত-মাংসের কোন কিছুই আবির্ভাব কখনও কিছু হ'য়ে থাকে ভালই : আর যদি না-হ'য়েও থাকে, কৃষ্ণ যদি শুধু কল্পনা ও বিচার-ব্যক্তি চরমতা হয়—ত'তেও ত' তঃখ কববার কিছুই নেই।

সাদা কথায় আমরা বুঝি কৰ্ম্মীর ভাবই কৃষ্ণ। এই ভাব হয় হাজার রকমের। গাই কৃষ্ণও হাজার রূপের।

এই রূপের অনেকেই কৃষ্ণের "মার্কামারা"-পূজাবী বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে ও অন্তত চারটি বড় দলে ও অনেক ছোট-খাট দলে বিভক্ত ক'বে বেখেছে ; তা'ছাড়া আবার হিন্দু, দার্শনিক, সবাই ত' আছে।

আর সব ভাবকে তেমন আমল না-দিয়ে বাংলার বৈষ্ণব-বাবাজীরা কৃষ্ণের "মাধুর্য্যো" মগ্ন হ'য়েছিল। "শ্রী" টাইটেলের কৃষ্ণকে তারা ভ'রে রাখা। ফল হ'ল কিছু বড় তঃখর,—কৃষ্ণ-ভক্ত হ'য়েও হাঙ্গার হাজার বাঙ্গালীর কণ্ঠের নেশা নষ্ট হ'ল, তারা হ'তে চাইল "নারী-মনা", তারা চেয়ে ব'সল শুধু "মিলন"।

এই কৃষ্ণ-ইন কৃষ্ণ বহুমাত্র-জ্ঞানের বাণীর কাণে হ'ল, “ছন্নছাড়া” (৭) দনের উপকার মূল হ'ল। এই আধুনিক যুগের বাংলায় ‘অ-বৈফল্য কন্মীদল “গীতাং” কৃষ্ণের আবার উদ্বোধন ক’রে আনন্দ পেণো।

আমার কৃষ্ণ শুধু কন্মীং ভাব নয়, সে নিজেও কন্মী, ‘আর সঙ্গে-সঙ্গে সে সব কন্মীং ‘সং’ ; সব নিষ্কর্ষ্য মধো কন্মীং ভাব জাগিয়ে তুলে সে সবাইকে সং ক’বে নেবার জগ বাস্তব।

এইমান বাংলায় কন্মীর মাপ-কাঠী তার দেশ-ভক্তি, তাই ‘আমার কৃষ্ণ নিজেও দেশ-ভক্তি। সে শুধু যুগে দেশ ভক্তির ‘দশন’ জাউড়ে স্থখ হয় না, সে নিজেকে সব রকমে তৈরী ক’রে রেখেছে, ভবকারেব সময় দেশেব কাঃঃ একেবারে কাঃঃকাঃঃ ভাবে উৎসর্গ ক’রবার জগ।

কৃষ্ণের বেশ

আমার কৃষ্ণ কন্মীং,—এ সৈনিক। তাই এ’লে সে ‘পৌরাণিক যুগের’ সৈনিকের সাজ-সজ্জা ভালবাসে না। সে যে সত্যিকারের দেশ-ভক্তি,— দেশ-ভক্তির নামেব অঙ্গতায় পুরাতন-ভক্তির প্রায় তার মধ্যে স্থান পায় না। সে জানে এ কোন্ যুগ,—সে জানে এ যুগের সৈনিকের কোন্ বেশে কাজ করা সুবিধা। সে পুঁতনে শুধু প’চতে চায় না ; নবীনতার উপকারীরেব সন্ধান পেলে, সে ‘তা’ মাথায় বরণ ক’রে নেয়। তাই, কি ভাবে, কি বেশে, ‘আমার কৃষ্ণ পুরাতন থেকে উদ্ধৃত হ’লেও, ঠিক পৌরাণিক নয়।

কুশিক্ষার বোশের রং

এঃ, রংয়ের কথা,—তার সটি-সাটেব রং ‘গাঁকী’ না-হ’য়ে ‘সবুজ’ হ’ল কেন ?—আব সব ছেড়ে তার একটা কাবল বর্ণা শোনঃ—

‘গাঁকী’-রংটা কেন সৈনিকদের রক্ত মনো‘নক’ হ’য়েছিল জানিস্ ?—
‘গাঁকী’ হ’তে পাশ্চাত্যের বাসেব বঃ ; সুকর্য্য মাতীর সঙ্গে মি‘শরেন প’ড়লে
ঘাসেব এংয়ে ও সৈনিকেব মাজের এংয়ে কোন অভেদ থাকে
না,—তার শকল চোখ এড়িয়ে কাজ ক’র’ত সুবিধা হয়। বাংলার
বাসেব এং কিম্ব সবুজ। তাই সৈনিকেব মাজেও সবুজ হওয়া
উচিত। মতাই যে প্রিন্সিপল্‌য়ে (Principle) পাশ্চাত্য সৈনিকেব
মদো বাসেব এং প্রচলিত, সেই প্রিন্সিপল্‌য়েই (Principle) আমি রক্তের
বো ‘সবুজ’ ক’রেছি।

শ্রী-হীনত্ব

এখন ‘মাধুয়া’-পিরামী ‘বৈষ্ণব-ভাব’-প্রভাবাধিত বাংলাব অকম্বীব
দল কৃষকের প্রথম দর্পনে তাকে মানতে নারাজ হ’য়ে ব’লে উঠল—“তুমি
শ্রী-হীন”। কিম্ব বলত’ তাই ; এ ‘শ্রী-হীনত্ব’ কৃষ্ণে,—না—এ
‘শ্রী-হীনত্ব’ তাদের ‘মনে’ ? হ্যা তুইত’ সে-কথা ব’লাব, নিজে শ্রী-হীন
কি-না। থাক্, তাদের মনেব ভুল যখন কাটল, তাবাও ত’ল কল্পী কৃষকের
অনুগামী মধ্য।

চঞ্চল ও নর্তকী

দোষ-গুণে চঞ্চল বাংলার যুবক। দোষ হয়ত’ তার গুরুতর, তবু তা’ব
মস্ত বড় একটা গুণ এই যে সে সত্যিকারের দেশ-ভক্ত,—সে ‘সদার’কে
স্বরেই চিনে ফেলে, সে বাংলার হাতছানিতে নিমেষে সব-কালে ছুটে যায়।

ওপরে-ওপরে 'নর্তকী' চঞ্চলের প্রিয়। কিঙ্ক নর্তকী কে?—
চঞ্চলই ত' নিজেই ব'লছে নর্তকীর নাম 'মনা' : তা'ব 'নর্তকী' কি
চঞ্চলের 'মন' ?—বাংলার যুবকের 'মন'-'প্রাণ' ?

'বিদেশী'-দল সময় বুঝে হুমলতা দেখে সেই যৌবন-মনকে কাম-কলার
ডুবিয়ে রাখতে চায়,—অকস্মাতা ক'বে দাবিয়ে রাখতে চায়। যৌবন
কিঙ্ক আজ স্বন্দ ক'রছে, 'বিদেশী'র সব অনাস্থা প্রভাব এড়িয়ে তার
মনকে তাক্সা ক'বে তুলে দেশের কাজে নিয়োগ ক'বে। হুমলতা
তাক বাবু বাবু বাধা দেয়। তবু শেষ পর্যায়ে সে 'লাঞ্ছন' মায়া কাটিয়ে
'ভাঙবে' এগিয়ে চলে।

অন্তর

এখন একটু 'চমক' ক'বো! অনেক রকমেই স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে
নাটক-লেখকের উদ্দেশ্য—বাইরের সব কিছুই নীচে আঁব একটা
অন্তর্নিহিত ভাব সংক্ষেপে প্রবাহিত করানো। তাই এ'লে প্রত্যেক
কথার প্রত্যেক ইঙ্গিতে, সেই ভাবের সংকট বজায় রাখাটা 'আমি
'টেকনিকের দাস' মনে ক'রি,—তাই তার চেঁচাও ক'বিনি। আমার
সেই অন্তর্নিহিত ভাবের সংকট বাহ্যিক ভাষা প্রকৃতি সহক হ'লে, ঠিক
যেন একটা প্রশস্ত প্রবাহিনী ও তা'ব আশ-পাশ দিয়ে এগিয়ে-যাওয়া
একটা উপভোগ্য পথ :—মাঝে-মাঝে বন-জঙ্গলে প্রবাহিনী এখন একটু
অন্তরালে পড়ে, সেই সব প্রকৃতির দৃশ্য ও উপভোগ করাব মানের
পরিত্রাণের 'অন্তর্ভূত' বর্তমান থাকে সেই প্রবাহিনী।

অতুলনীয় শ্রী-হীন কথ

তাহ'লে এখন বুঝতেই ত' পাবছি, যে, শ্রী-হীন কথের কণে-গন্ধে 'ত'রে, আছে সেই স্বদেশ-প্ৰীতির অনন্ত প্রবাহিনীর অকুরন্ত সেনা' ভাব : 'আব সেই বাংলার প্রাণের ভাব আমোদ-আহ্লাদের ভাষা, ঘটনা, ও চরিত্ৰেব মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ অভিনয় উপযোগী হ'য়ে নাটকেব নাম দাওক ক'বছে,—তাই শ্রী-হীন কথ এত চমৎকার,—এব তুলনা নেই, বাংলা ভাষার আর কোথাও না।

অনুৎসর্গ ও উৎসর্গ

আবে-আবে ক'রিস কি '—দোহাই ভাই, ক্যাম' দে' এমন টান-টানী ক'রিস্ নি। একে 'ত' হোর সবার সেরা আবার্যিক শক্তি, তার সঙ্গে মিলেছে আবাস স্বগীয় শক্তি,—এই 'উবল' শক্তির সঙ্গে, আমি কি ছা'ই হুঞ্জে উঠতে পারি !

শ্রী-হীন কথ তুই চাস,—বেশ 'ত' !—

—কিন্তু তাহ, সেটী আমি হ'তে দিচ্ছি না। তুই হোর স্বগীয় মোক্ষায় গুরে আবাসে শ্রী-হীন কথ উপভোগ ক'ববি, আর আমিও এখানে ধসে-বসে শুধু 'ভাষা'ই শুধু—সেটী ত'চ্চ না, বন্ধ !

তার চেয়ে শ্রী-হীন কণ্ঠ তুলে দিলাম সেই সব কন্ঠীদের কাছে,
 যাবা তোর-আমার সবারই সেরা 'শানন্দ'কে এগিয়ে আনবার
 জ্ঞান মন-প্রাণের ডালি দিয়ে অক্লান্ত 'পূজার'-কাজ ক'ব্ছে।
 বাদি হচ্ছে হর,-- 'আমি আবার ফিরে আস, স্বগ ছেড়ে ফিরে আসি আবার
 আমাদের এই বাংলায়,--আবার এখানে এসে কাজ ক'বে ভূগ-ম'বে
 আনন্দ পা'।--আবার অবসর সময়ে আমায় শ্রী-হীন কণ্ঠ হ'বে
 তুলে নে'—

কল্যাণদাস, ১০:১০

গগনচক্রাঃ

}

চৌধুরী

কবি

অভিনয়

শ্রী-গান কুমার সম্পূর্ণ অভিনয় উপযোগী ।

জানি, এখনকার থিয়েটার-ওয়ালারা সব 'টাইম-নাটক' অভিনয় ক'বতেই পড়। তার 'ভোগান্তি' বা পাছে হাতে-হাতে। তার তাদেব স্বভাব যায় না জীবন্তে ম'লেও। তার সব সময় নিজেই মুখ'তা ঢাকতে চায় 'মাসেস' (Mass) বা জন-সাধারণের দোহাইতে ।

আমার কিছু ধারণা, সব দেশেরই 'মাস' (Mass) প্রায় সমান :— কোথাও তাবা ফ্যাক্টরীতে (factory) গাড়ুড়ী-পিতে আসে, কোথাও বা আপিসে কলম-পিসে আসে :—কেউ 'বাপের' নাম ব'লতে বাস্ 'মামাব' নাম ব'লে ফেলে, কেউ-বা 'আবার 'লাশা' ব'লতে 'লালা' ব'লে ফেলে। সত্যি কথা ব'লতে কি, সব দেশে সব যুগে আর্টি প্রথম উপভোগ করে মাত্র জন-কয়েক রসজ্ঞ। 'মাস' তাদের মুখ চেয়ে থাকে।—তাদের চোখ-ইসারায় 'ঠা'-কি-'না' ব'লে খালাস পায়—এই মাত্র ।

অতরাং যে আর্টিষ্ট হ'বে, সে আর্টিস্টের চর্চা ক'বেই যাবে—তা' কালি-কলমে হ'ক্ বা অভিনয়ে হ'ক্। সে কখনও 'মাসের' আর্টিষ্ট, দোহাই দিয়ে চোখ ঠাববে না ।

তবে একথা সত্য, যে সেই আটে যদি এমন একটা 'তাব' থাকে যার অঙ্কার 'ম্যাসের'ও প্রাণের 'তাব' স্পন্দন তোলে, তা'হ'লে রসজ্ঞের চোখ-ইসারায় প্রাণ খুলে সেই আটে ম্যাস্ সার' দেয়। শ্রী-হীন কক্ষ মজুত আছে দেশ-ভক্তির অঙ্কারে। আজ বাংলায় এমন আট ও মাংস কোন ম্যাস্ আছে যার প্রাণে দেশ-ভক্তির অঙ্কার স্পন্দন তোলে না?

তাই আমার বিশ্বাস শ্রী-হীন কক্ষের অভিনয়ে কাণাকারিতা অনিবার্য। তবে অনেক কারণে আস্ছে-বারের 'নবাগত' সত্যিকারের আর্টিষ্ট-দলের দ্বারা এ নাটকের অভিনয় বাহুনিয়। সত্যিকারের 'শিল্পী' হ'তে হ'লে, এই 'নবাগত'-দেব অনেক গুণ নিয়ে আস্তে হবে। নিজে আমি 'বিশেষ' কয়েকটা মাত্র উল্লেখ ক'বলাম :-

অভিনেতার গুণ

(১) প্রথমেই ব'লে রাখি অভিনয় সঙ্গ-সাধনা (Team-Work) :
বাস্তবিক অভিব্যক্তি অভিনয়ের অন্তর্ভাবক। সুতরাং কোন অভিনেতা, অভিনয়ের সময়ে, তার হাব-ভাব চান্-চলন্ কথা-বাক্য প্রভৃতি, এমন কোন নূতন রকমে দেখাতে চেষ্টা ক'রবে না, যা' সে 'প্রিয়বাসী' সকলের সঙ্গে অভ্যাস করে-নি,—এমন-কি ভাব-প্রবনতার (inspiration) দোহাইতেও নয়। কারণ এমন-ধারা অজানা নূতনত্বে অন্য অভিনেতার অসুবিধা হ' ওয়ই, সঙ্গে-সঙ্গে আবার অভিনয়ের উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হ'তে পারে। এই সোজা কথা-গুলো এমন সঙ্গ-সাধনা।

ভাবে বলবার দরকার আমার হ'ত না, যদি-না আমি দেখতাম যে আমাদের সামনে 'রথী-মহারথী' অভিনেতারা এই 'বাস্তবিক' অভিব্যক্তির নেশার 'উন্মাদ' হ'য়ে সত্যিকারের অভিনয়ে জলাঞ্জলি না-দিত।

(২) অভিনয় যখন সজ্জ-সাধনা, অভিনেতাকে হ'তে হ'বে ত্যাগী
ত্যাগ (Sacrificing.) ।

না-না, তা' ব'লে অভিনেতাকে নিতান্ত্রাণী নিরামিষাশী
মোটা-কমল-ধারী হ'তে হবে না : কিন্তু তবুও অভিনয়ে 'ত্যাগী' হওয়া
অসম্ভব-কথাও নয় ।

একটা দৃষ্টান্ত নিয়ে বলি,—৪৪ পৃষ্ঠার শেষ দিকটাই । এখানে
কৃষ্ণের অভিনয় সাধনার চেয়ে শক্তিশালী হওয়াটাই নাটকের ও অভিনয়ের
দরকাব । এখন তখন এখানে সাধনা-অভিনেত্রী কৃষ্ণ-অভিনেতার চেয়ে
সহজই এত শক্তির পরিচয় দেয়, যে তার ওপরে ওঠা কৃষ্ণ-অভিনেতার
ক্ষমতার বাইরে । সুতরাং তখনই সাধনা-অভিনেত্রীকে স্ব-ইচ্ছায় এমন
অভিনয় ক'বতে হবে, যা'র কার্যকরীতা (effect) কৃষ্ণ-অভিনেতার চেয়ে
কম প্রতিপন্ন হয় ।—এ একটা অভিনয়ে 'ত্যাগ'ের দৃষ্টান্ত, আর
এমান-দানো জায়গায় 'ত্যাগী' হওয়াটাই শিরীষ শিল্প ।

(৩) ত্যাগী হ'তে হ'লে 'চরিত্র'ের দরকাব : তাই অভিনেতাকে
ততটা ও সেই রকমেব 'চরিত্রবান' হ'তে হ'বে, যা'তে সে কার্যকালে নামের
বা ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তিব লোভে জলাঞ্জলি দিয়ে, ত্যাগী
হ'য়ে, সত্যিকারের শিল্পের পরিচয় দেয় ।

চরিত্র

(৪) অভিনেতাব নিত্যসুচী দরকার 'জ্ঞান-শিল্পী' ('Conscious Artist') হওয়া : অর্থাৎ তাব মধ্যে কোন তাব জাগিয়ে তোলা যেমন দরকার, সেই ভাবে 'সংসার' হওয়াটাও তেমনি সংসার দরকার। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলি,—দ্বিতীয় দশাব প্রথম দিকটায় কৃষ্ণের ও ফোটা চোখের জল গাণ্ড পদ্যস্থ পৌছান দরকার : কৃষ্ণের চোখের জল না-আসটাও যেমন অভিনয় নয়,—কৃষ্ণের ধারার-ধাবার চোখের জল পড়াটাও তেমনি অভিনয় নয়। অতি-ভাব বা অল্প-ভাব দুটোই অভিনয়ের দোষ।

(৫) শ্রী-তীন কৃষ্ণের অভিনেতাদের মধ্যে, তাব-ভাব-অভিভা 'ক্ষিপ্ত-পরিবর্তন' ('Quick Change') কবাব গুণ বিশেষ ক'বে বর্তমান থাকা দরকার। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলি, ও পুষ্ঠায় ক্ষিপ্ত-পরিবর্তন চকলের কথার মধ্যে—“যাযুজেক বালাব বে কোন একককেই দেশ-ভক্ত নব-ব'ললেই তাকে অপমান করা হয়” —এখন হাসি-ঠাট্টার মধ্যে চকল যদি ক্ষিপ্ত-পরিবর্তনে এ কথা-কটা না-বলে, তবে নাটকের বা অভিনয়ের কাথাকারীতা (verve) নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা।

(৬) মোটা-মটা ব'লেতে গেলে শ্রী-তীন কৃষ্ণের অভিনয় হবে একটু 'জলদে'। সুতরাং প্রত্যেক অভিনেতাবই মথুরা মথুরা থাকা দরকার শুধু তাব নিজেব ভূমিকাব কথা নয়, তাব সঙ্গে আর-আর সব নট নটাব কথা-বার্তাও।

প্রযোজনা

অনেক কারণে,—বিশেষ ক'বে 'ওপারেব' (১৯৩০) য'বে সমাক্ পবিত্র টি ৩৭, ৩৮ লক্ষা রাখার জন্ত,—একজন প্রযোজকের (Director) দরকার।

সত্যাই, শ্রী-হীন কৃষ্ণের অভিনয়ের যখন প্রধান উদ্দেশ্য দৃশ্য-সাধনার 'সিটুয়েশনে'র মধ্য দিয়ে ভাব কুটিলে গোলা, তখন একজন প্রযোজকের নিতাস্থই আবশ্যক।

এই প্রযোজকের পক্ষে কোন 'পার্ট' না-নাওয়াই মঙ্গল। প্রত্যেক 'আর্টিস্ট' এই প্রযোজকের,—বাঙালকে হ'ক্ বা না-হ'ক্,—পদবীকে 'মিলিটারীর' মত মানা ক'বে কাজ ক'রতে বাধ্য। আর এমন দ্বারা সমবেত ভাবে মাত্র ক'রতে শিবলে শেষ পর্যন্ত ফলই ফ'লবে।

প্রযোজকের বিনা-অশ্রুমাতিতে, যদি কোন 'আর্টিষ্ট', একেবারে রক্তমঞ্চে, আগের-অজানা কোন-কিছু নুতনই দেখতে গিয়ে, আর সব 'আর্টিষ্টে'র অসুবিধার কারণ হ'য়ে দাড়ায়, প্রযোজক তখনই তা'ব 'কৈফিয়ৎ' তলব ক'রবে, এবং দরকার হ'লে তাকে উপযুক্ত শাস্তি দেবে।

শ্রী-হীন কৃষ্ণের অভিনয়ে, প্রযোজকে সাহায্য ক'রতে, দরকার,—
(১) একজন আলো-ছায়ার বিশেষজ্ঞ (Light-Expert), (২) একজন নিকটন ও রূপ-সজ্জাব (Make-Up) বিশেষজ্ঞ (৩) একজন কর্ণিষ্ট স্টেজ-ম্যানেজার (Stage-Manager) (৪) একজন নৃত্য বিশেষজ্ঞ (Dancing-Master)—তা'ছাড়া আর-আর সব ত' আছেই।

(১) আলো-ছায়ার বিশেষত্ব

বিশেষজ্ঞের মতদাঁঠ লক্ষ্য রাখা দরকার, যে তাব আলো-ছায়ার মায়ায় সামঞ্জস্য যেন সব রকমেই ‘ভাব’ পবিস্ফুট হবার সহায়ক হয়।

এ নাটকের অভিনয়ের আরম্ভ বোধ-ভয় এমনি ভাবে হ’লেই ভাল হয় :—

সন্ধার আঁধার নবীনব ঘর (রঙ্গমঞ্চ) ছেয়ে ফেলেছে। বঙ্গমঞ্চের পেছনের (‘Deep’) দবজা-জান্না দিয়ে পড়ন্ত সূর্য্যোব শেষ আভাস (reflection) সাক্ষ্য দিচ্ছে। সেই আভাসে অস্পষ্ট দেখা

আরম্ভ হচ্ছে ঘরের মধ্যে চাবুটে চেঁচাবা তর্ক-মত্বে হৈ-টৈ ক’বছে। ঘরের আলো অ’লুল,—সবটিকে ভাল ক’বে দেখা গেল।

দ্বিতীয় দৃশ্যে ‘বাংলার সাধারণ রূপ’, হয় ‘সিম্বলিক-সিনে’ (Symbolic Scene), না-তব্ব সবাক বা নির্দ্যাক চিত্রাভিনয়ের সাহায্যে সঙ্গাক কার্গাকাবী (collective) ভবে ব’লে মনে হয়। সে যাই হ’ক্, বাংলায় কণ্ঠ বাংলাব সব-কটা ‘রূপ’ই স্কুটিয়ে তোলবার জগ্গ আলো-ছায়াব সামাজ্যসোর দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার।

তা’ ছাড়া একেবারে শেষে ‘উষার অ’গ্নে’ আলোর পরিবর্তন ও রূপ-বৃদ্ধি (Change of light and its gradation) দেখাতে পারলে ‘এফেক্ট’ (effect) গুণই ভাল হয়।

শেষ

‘অভিনয়ে রং

বিভিন্ন রং বিভিন্ন ভাব ফুটিয়ে তোলাব পক্ষে সহায়ক ।

‘তাই বিশেষজ্ঞ সকলই নজর বাধ্যবন্ যেন তাঁর মনোনীত রং
অভিনয়ের ভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলে ।

অভিনয়ের সুবিধাব জন্য, নিম্নে আমি রস-সৃষ্টি করবার
সহায়ক রং ও সেই রংয়ের সামঞ্জস্যক যত্ব সংয়ের একটা তালিকা
দিলাম । এই তালিকা সকলনের যত্ন আমি প্রাচ্য ও প্রাচ্যাত্য
বর্ণ-বিশেষজ্ঞদের সম্পূর্ণ সত্যতা নিয়েছি ।

রস	রং	সামঞ্জস্যক রং
(প্রাচীন)		(প্রাচীন)
শুষ্কার	... কাল ...	কমলাবর্ণ, পিঙ্গল (Anubh), ধূসর পিঙ্গল (Brown) ।
হাস্য	... সাদা ...	হাস্যবর্ণ ।
ক্রোধ	... লাল ...	সবুজ, অজিত (Glive) ।
বীর	... লাল ...	সবুজ, অজিত ।
করুণ	... ধূসর ...	কমলাবর্ণ, পিঙ্গল, ধূসর পিঙ্গল ।
ভয়ানক	... কাল ...	কমলাবর্ণ, পিঙ্গল, ধূসর পিঙ্গল ।
বীভৎস	... সবুজ ...	লাল, পাটল (Russet), চকোলেট ।
অদ্ভুত	... ক’লদে ...	ভাবোলেট, ল্যাভেন্ডার, বচ্ ।
শান্ত

এই তালিকা, অংশে, সাজ-সজ্জা প্রভৃতির ব্যয় বিষয়ে, সনাতন হিন্দু ও পাশ্চাত্য মতের ফল ও অভিন্নত্ব নির্দেশক। তাই বলে আজ, বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে, পুৰাতনের এই চিন্তা-ধাৰায় যে নিজে-কে সম্পূর্ণ পর্যাবসিত ক'রে রাখতে হবে তাও কোন মানে নেই। আমিও তা' ক'বিন,—কৃত্রিম সজ্জা সাজিয়েছি—তার সজ্জা-প্রাণের অভাব দিতে,—বৈভব-বশ স্টাইল ক'রতে কখনই নয়। তা'ছাড়া হিন্দু-বস ও তা'র পায়ে গিৰি-বস্ত্রের সব-সময়েই যে সামঞ্জস্যক—এ কথা আমার মনে হয় না। 'আদি'-রূপে 'অভিচারিকা' বা 'পবিত্রা'কে কাল-ব্যয় ভূষিতা করার বেশ একটা যুক্তি পাওয়া যায় মতি, কিংবা 'মুগ্ধা' বা 'নবোদা'কে 'বাসন্তী' রংয়ের সাজে, আর 'মধ্যা' বা 'অনুষ্ঠান'কে লীলাক (Lillian) রংয়ের ভূষিতা দেখতে আমার ভাল লাগে। তাই বলছি যদি বিশেষ কোন যুক্তি থাকে, তবে অসঙ্কোচে এ তালিকা অমান্য ক'বে নিজের মনোমত রং বেছে নেবেন : আর তা' যদি না থাকে তবে এই তালিকার নির্দেশ মেনে চলাই ভাল।

(২) নিৰ্বাচন ও রূপ-সজ্জা (Make-up)

পূর্বানো সেই ব্যাখ্যার যুগে আমাদের অভিনয় ছিল শুধু বাচ্য্যভিনয় । বর্তমান যুগে আমাদের ‘থিয়েটারী’ অভিনয় কিছু মুখ্য ভাবে বাচ্য্যভিনয় হ’লেও, গৌণভাবে দৃশ্যভিনয়ও এতে । তাই চল্লি কথায় আমরা যাত্রা শুনিন, কিছু থিয়েটার দেখি-ও-শুনিন । হুতরাং এখন থেকে চেহারা ও নপ মজ্জাব দিকে আমাদের বেশ নজর রাখা দরকার,—গদিও আমাদের দক্ষমত্বে এ বিভাগটা বহুদিন ধরে শাস্য অনাদিত হ’য়েই আসছে । নিম্নে আমি চুই-একটা ‘চবিত্তে’ এ-বিষয়ে সঙ্কেত দিলাম--

क.सं०—

[illegible]

५१—वाणिज्य, कृषि, मत्स्य, वन, कच्छ, अग्नि, वायु, जल, अन्न, धन, धर्म, इत्यादि ।

ନାମ:- ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ, ନାମ:- ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ, ନାମ:- ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ

୩୧ : ଛନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ।

ঢোমাল—মাড়ান-দাঁতেব নিচেব নিকটা ঢোমাল বেশ চওড়া,

আব সামনেব নকটা যেন চাব-কোনা।

টো-টোটের বাধা জায়গাটা একটু যেন দেখে।

২২—যেন বন্দ নে-পোড়া তাঁবাটে-কাল ।

সাধনা—

সাধনা 'পদ্মিনী'। ভাবতচন্দ্রের ভাষায় 'পদ্মিনী-নারী'র বর্ণনা এইরূপ :—

"নয়ন সমল বাসিত কুশল
 বন কচকল বৃদ্ধ হাসিনা :
 কুহু বহু নাসা বৃহন্নল ভাণা
 নিদা-বীতে আশা সত্যাবদিনী ।
 দেব দ্বিধা ভাঙ্গ পাত্তি অব্যক্তি
 অতঃ পরভক্তি নন্দা 'ভাগিনী' ।
 শূলভিত্তি কাণ সোম নাহ গাণ
 অম্ম শক কয় সেই পদ্মিনী ।'
 মূগ - কিত্তি মা'গল ।
 কপাল - একটু উন্নত ।
 নাক—সাদা উন্নত ।
 নাস - যেন কল্লোল ।
 ছোট—পাতলা, লালব আভা ।
 ব'—যেন স্বর্ণের আভা ।

প্রত্যেক অভিনেতা ও অভিনেত্রী রূপ বা রূপ-সজ্জা এমনি ধাৰা
 প্রাচীন হিন্দু 'লক্ষণ' অনুমোদিত, বা 'আধুনিক বিজ্ঞান' সম্মত, তাই বাই
 সর্বদাই বাঞ্ছনীয়। বিশেষ ক'বে, বিশেষজ্ঞের নজর থাকে উচিত ছোট
 'রোল'-গুলোর পানে, কারণ ছোট রোলে 'কথা' কম, তাই রূপ ও
 রূপ-সজ্জার দরকার বেগা।

(৩) স্টেজ্-ম্যানেজার,

এই পদের উপকারিতা বাংলায় স্টেজ্, কিছু-কিছু মানে : তাই এ পদের সব দায়িত্ব নির্দেশ না-ক'রে, এখানে আমি শুধু এটুকুই ব'লব যে স্টেজ্-ম্যানেজারের ক্ষিপ্ততা ও কর্ম্মঠতার অভাবে অভিনেতার অন্তর্নিখার কাণ্ড হবে, ও সঙ্গে-সঙ্গে অভিনয়ের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা।

বিশেষ ক'রে এই দুটো বড়-স্তরের খুব বেশী দরকার শ্রী-হীন কৃষ্ণের দ্বিতীয়-দৃশ্যে। দ্বিতীয়-দৃশ্যের 'পর্যায়'-স্ত্রীরা ঠিক সময়-মত পরিবর্তিত না-হ'লে অভিনয়ের অঙ্গহানি হবে।

যদি 'বিভলভিৎ রিভলভিং' (Revolving Stage) স্থিতি থাকে, অবশ্য ম্যানেজারের কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ হ'য়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু তা' যদি না-থাকে, সময় ও স্তরভেদে প'ল নতব রেখে, কিঞ্চৎ বুদ্ধি খরচ ক'বে ম্যানেজারকে স্টেজ্-সাজাতে হবে।

'সাধারণ রঙ্গমঞ্চে' দ্বিতীয়-দৃশ্য সাজাবাদ একটা 'প্রস্থাব' আমি এখানে ক'বলাম।

স্টেজের বা-দিককার গেট্-উইংসের (Gate-Wings) সামনে 'কম্বী-কুঞ্জের' রকেব স্থানকট: বেরিয়ে আছে।। এখানেই কৃষ্ণ-নবান-সাধনার 'স্থান' (Position)। এই বা-দিকেই, 'কম্বী-কুঞ্জের' পেছনে প্রায় মিড্-উইংসের (Mid-Wings) কাছে একটা কাল-ক্রানের অন্তর্ভালে সাজানো থাকবে—দ্বিতীয় পর্ষাদ।

ঠিক এর উল্টো দিকে, অর্থাৎ ডান-দিকেব প্রায় মিড্-উইংসের (Mid-Wings) কাছে, ঠিক দ্বিতীয় পর্যায়ের সাম্না সাম্নি, 'অমনি-ধারা' কাল-ক্রীনের অন্তবালে সাজানো থাকবে—প্রথম পর্যায়।

'ডিপে' (Deep) 'বাংলাব সাধারণ কপের' সামঞ্জস্যক ক্রীন্ : তার পেছনে সাজানো থাকবে—তৃতীয় পর্যায়।

যেমন 'অভিসারিনী' দ্বিতীয় পর্যায় হ'তে প্রথম পর্যায়ের পানে প' বাড়াবে, অমনি দ্বিতীয় পর্যায় ক্রীনে আবৃত ক'বে; যথাসম্ভব ক্ষিপ্তাঙ্গ সেখানে চতুর্থ পর্যায় সাজাতে হবে। এখানে যদি ডিরেক্টব-মশায় প্রথম পর্যায়ের প্রেমের 'বায়-প্লে'তে (Bye-Play) কিছু 'টেম্পো' (Tempo) বাড়াবার ও 'ল্যান্ডিং' (Landing) মন্থবে কবাবাব বাবস্থা করেন তা হ'লে চতুর্থ পর্যায় সাজাতে কোন অসুবিধাই হবে না।

তার পর প্রথম পর্যায়ের স্থানে পঞ্চম পর্যায়, ও 'ডিপে' (Deep) তৃতীয় পর্যায়ের স্থানে ষষ্ঠ ও সপ্তম পর্যায় সাজানো সুবিধা।

কিন্তু ছোট ক্ষেত্রে অভিনয় করা যদি কোন কারণে নিতাস্তই দরকার হ'য়ে পড়ে, তবে কক্ষ-নবীন-সাধনাকে 'অডিটোরিয়ামে'র (Auditorium) কোন সুবিধাজনক স্থানে দাড়'করিয়ে কাজ চালিয়ে দেওয়া বোধ-হয় নিতাস্তই মন্দ হবে না।

(৪) নৃত্যাভিনয়

প্রাচীন-হিন্দুরা সাধারণ নাচকে ‘নৃত্ত’ ব’লত ; আর যে নাচেব মধ্য দিয়ে একটা বস-সৃষ্টি বা ভাব-ফোটানো হ’ত, তাকে ‘নৃত্য’ ব’লত । শ্রী-হীন কৃষ্ণের দ্বিতীয় দৃশ্য সপ্তম পর্যায়ে বর্তমান আছে ‘নৃত্য’ : সত্যট, এ শুধু নাচ-নয়—এ নৃত্যাভিনয় ।

ভাল-মনে মিশিয়ে বাংলার যুবক—সে ‘চঞ্চল’ । বিদেশীর অভ্যাচাব-অনাচারে আজ বাঙ্গালী যুবকের ‘প্রাণ’ বড় অকর্ণ্য, বড় অড়ঠাময় ক’রে কেলেচে । যুবক চায়, এ সব অন্তরায় কাটিয়ে উঠে, সে আবার তার ‘প্রাণ’কে পুন-সজীবিত ক’রবে ।

‘বিদেশী’রা বাঙ্গালী যুবককে ভুগিয়ে রাখতে চায় তাদের ‘আনন্দ-নাচে’ । কিন্তু তা’ কি হ’ল ?—যে উঠতে চায়, তাকে এত সহজে ভোলান’ বড় দুকর । তবু ‘বিদেশী’রা না-ছোড়-বান্ধা । তাই তারা যুবককে ভোলাতে আরও উত্তমে ‘কাম-কলার-নাচ’ আরম্ভ ক’রল ।

কিন্তু যুবক উঠবেই-বাঁচবেই : তাই বিদেশীদের একটু দূরে স’রে বেতে হ’ল ।

তখন সে প্রাণ দিয়ে ‘প্রাণ’ জাগাতে বাস্ত হ’ল । তাই ‘আশা’ উদয় হ’ল । ‘আশা’ আশা দিয়ে, যুবককে তার ‘অন্তর’ জাগাতে পরামর্শ দিল ।

যুবক আশার উদ্যাদ হ’ল । তার ‘প্রাণের’-যৌবনের প্রতীক ‘নর্তকী’ জাগার আভাস দিল ।

কিন্তু কলঙ্ক-ভরা ‘নর্তকী’ তার আনন্দের চেয়ে দুঃখের মাত্রা বাড়িয়ে তুলল । যুবক মুর্ছিতের মত হ’ল ।

‘আশা’ আবার আশা দিতে লাগল। যে ‘লাসো’ অগত্যা তা নিম্নিত-নটরাজকে আগিবে তুলেছিলেন, সেই নাচে ‘আশা’ বুঝকে ও তার ‘প্রাণ’কেও আগিবে তুলতে সহায়তা করল।

বুঝের ‘প্রাণ’ ‘লাসো’ নেচে উঠল : বুঝ আনন্দে আত্মহারা হল।

কিন্তু ‘বিদেশী’রা কখনই ছাড়েন্-ওয়াল না। তারা আবার তাদের পূর্ণ-প্রভাব বিস্তার করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করল।

‘বিদেশী’র প্রভাবে আবার বুঝের মধ্যে দুর্বলতা এসে দেখা দিল।

বুঝ ‘আত্ম-নিন্দা’ করে উঠল। বুঝকে প্রায় ‘বিদেশী’ জয় করল। বুঝ প্রায় জ্ঞান-হারি হ’য়ে দাঁড়াল।

সবের ‘সর্দারে’র ডাক এল। ‘সর্দার’ বুঝের ‘প্রাণকে’ তথু ফলক-মোছা করে ছাড়ল না, তাকে আবার ‘তাণ্ডব’ নাচেরে কাজের-কাজ করতে লাগল।

এমনি খারা নাটকের সঙ্গে ওত-প্রোত ভাবে মিলিয়ে নৃত্যাভিনয় বাংলার এই প্রথম। তা’ ছাড়া, বাংলার ‘প্রাণের’ এই নাচে ‘লাসো’ও আছে—‘তাণ্ডব’ও আছে। এ নাচ একদিন বাংলার প্রত্যেক নৃত্য-শিল্পীর আকাঙ্ক্ষার বস্তু হবে। সুতরাং প্রথম হ’তেই নৃত্য-শিক্ষক বাংলার ‘প্রাণের’ এই নাচ, কুটিলে তুলতে সম্যক বদ্ববান হ’লেই ভাল হয়।

শেষের কথা

সবার শেষে, সবার চেয়ে সরকারী কথা এই যে, অভিনয়ের উন্নতির
 মূলে প্রাচীন হিন্দুর ছিল ‘ভক্তি’ আর আধুনিক ইরোয়ানের আছে
 ‘শৃঙ্খলা-সম্মান’ (Discipline)। হিন্দুর কাছে তার ‘নাট্য-শাস্ত্র’ ছিল
 ‘পঞ্চম-বেদ’,—তাই ভক্তির শ্রেষ্ঠ অর্থ : পাম্চাত্যের কাছে তার অভিনয়
 হচ্ছে ‘জাতীয়-উন্নতি’,—তাই ‘শৃঙ্খলা’ মূল মন্ত্র। সত্যই,
 আজ যে নিজে হ’তে চায় সত্যিকারের নটরাজ-পুজারী, যে উৎকর্ষ
 ক’রতে চায় সত্যিকারের অভিনয়, যে দৃঢ় ক’রতে চায় তার
 ‘জাতীয়-উন্নতি’ তার মধ্যে পূর্ণ-ভাবে বিকাশ করা উচিত,—হয় সেই
 সনাতন ‘ভক্তি’ নয়ত ঐ আধুনিক ‘শৃঙ্খলা’।

চরিত্র

বড়—

কৃষ্ণ	কম্বোব ড'ব	সবাবই সখা।
নবীন	যার মধ্যে 'নবীনতা' মুখা	বাংলার নবীন।
সাধনা	যার মধ্যে 'সাধনা' মুখা	নবীনের স্ত্রী।
চঞ্চল	বাংলার 'চঞ্চল'-যুবক	নবীনের বন্ধু।
নর্তকী	চঞ্চল-যুবকের 'প্রাণ'	চঞ্চলের প্রেমসী।
বিজু	যে কাগে-ভদ্রে চমক্ মারে	নবীন-চঞ্চলের বন্ধু।
ভোম্বল	সাদা-সিঁদে কংগ্রেস-ভক্ত	নবীন-চঞ্চলের বন্ধু।

একজন আধুনিক ছাত্র	...	দ্বিতীয় দৃশ্য,--প্রথম পর্বার।
একজন আধুনিক যুবতী	..	দ্বিতীয় দৃশ্য,—দ্বিতীয় পর্বার।
একজন 'আলোক-প্রাপ্তা' যুবতী	{	...
তিনজন যুবতী		
চারজন যুবক		
'বিবাহিতা'	{	...
'স্বামী'		
'স্বাস্থ্যবান' যুবক		
'কুমারী'	{	...
অস্তুত চার-পাঁচজন 'বন্দী'		
চারজন 'নাচ-ওয়ালী' (জাপানী সাজে)		
অস্তুত ছ'জন 'নাচ-ওয়ালী'	{	...
(মিশরী সাজে)		
'আশা' ও অস্তুত আট-ন'জন সঙ্গিনী		
বাহিনী	...	অস্তুত কুড়ি-পঁচিশ জন যুবক।

শ্রী-হীন ক্রমঃ

প্রথম দৃশ্য

নবীন-কুমারের সম্বিষ্ট বৈকুণ্ঠানা।—

রঙ্গমঞ্চের একেবারে ভেতরের ('Deep') মাঝখানে
পদ্মবেগ-চাঁদ-বিজান ছোট-পাতা-যুক্ত ছোটো পালাপাশি
তক্তের উপর গোটা-দুইখক তাকিয়া। তক্তের পেছনের
একপাশে জ্বীন-ফেলা দরজা, আর একপাশে খোলা
খড়খড়ি-জানালা। এক কোণেব ষ্ট্যান্ডের ওপর
'চিত্তবল্লভ'ব ছোট বাঁঠি (hunt),—বাঁঠির নীচে
পদ্মবেগ-কাপড়ে-জীবন-লেখা বাঁধান মটো (motto)—
'আব সম্ব হয় না, স্বাধীন চাইই চাই', আর এক
কোণেব ষ্ট্যান্ডের ওপর 'তলেব টলে জীবন্ত পাই।

তক্তের পেছনেব দেওয়ালে 'জীবন্ত-মাতা'ব ছবি।

রঙ্গমঞ্চের মধ্যে ছ'পাশে ('Mid-Wings') বই-ঠাসা
ছোটো মুখো-মুখি আলমারী। একদিকের আলমারীর
পাশে পড়বার টেবিল ও চেয়ার, আর একদিকের
আলমারীর পাশে ড্রেসিং-টেবিল।

বঙ্গদেশের সামনের একপাশে (near 'Gate-Wing')
পদ্মের-কমল-চাদর-মোড়া চাষের টেবিলটায় ওপর
ট্রে-তত্ত্বি চাষের সব্‌গ্রাম ও তাব দু'পাশে দুই চেয়ার ;
অন্তরালে ঘোনের বাস ও বট, খাব একটা
ইজি-চেয়ার ।

ইজি-চেয়ারে অর্ধশায়িত নবান-কুমার । তাব বা ১৫ ও
খি-কায়াটায়-হা হা-ওয়ালা পাঁজারী-জামা পপুধে
সাদা মিহি-পদ্মাবব । তাব পা দু'খানা চাঁদর উপর
আগ্নে বসিত । চেহায়ায় মালুম হয় সে তরু-বুদ্ধে
সাম ২/২ হা/২ চুয়ন চালিয়েছে ;

ডুনি-টেবিলের সামনে চকল চা পোট পো :
চোখাটায় দিকে একবার চেয়ে নিচ্ছে । তাঃ পাসে
বেড়ল, পাপে কালাপোড় আট-পোনে পবিদ্ধাব
ন'ড, পায়ে টুইল-মাটু, চকলেব । চেহায়ায় থাকে
চালক ব'ল বসায়, অর্ধকমান ব'ল বোঝায় ।

চাষের টেবিলের পাশে, তেতরে চেয়ারে হোথল,
যদিও চেষ্টা বিজ্ঞ । তাখলব পাল পা, মোটা
পদ্মের ছোট কাপড় ও বোতাম-শুণ বেনিযান, তাঃ
লব.৭ চকি-বকল, মুখে বোকাব ছাপ । বিজুব পায়ে
স'হাবল-জা'ল, বাপড পদ্মের, জামা মিলেব
মালুম—স একটা মোগীজনে মনেঃসাপ দিয়েল ।

মকলেবই বসে পায় সমান, হিলের কাড়াকাড়ি ।

সময়,—সন্ধ্যার পদ ।

তব-সুখের এক অবাধ পথ হবার ছাপ পড়েছে
অজ-বিশ্বের সকলেবই মূগধ ওপরে।

কায়ক মুহূর্তের নীবনতার পাবে অনেকটা অন্তর্গতের
থবে ভ্রাম্যন্ত আবার আশ্রয় বনল—

ভোম্বল.....আচ্ছা বিজু, তুরেন-দা' থেকে আরম্ভ ক'বে আমাদের
সুভাষ পর্যাণ্ত হাজার হাজার লোক যার জাগ্র
প্রাণপাত করলে, তা কি সত্যি একেবারে নুখা
যেতে পারে ?

চঞ্চল : হেঁচ পেয়ালটো! তুই টেবিলের ওপরে বসে
লাগিয়ে উঠে খিয়েটারী হয়ে বসে লাগল-

চঞ্চল.....বিজু খর, ওকে খর,—বাছাবে আমার, স্বদেশ-সমস্রায়
ওব বুঝি সমাধি হয় !

এক স'ন্ত তিনজান ব'লে উঠে

{ ভোম্বল... (বাগে) ননসেন্স (non-sense) !
বিজু... (বসি পাড়ানো) একটু সিরিয়াস (serious) হ'তে
শেখ চঞ্চল !

নবীন.....আহা, (স্ববে, ছ'বাব) 'মেঘ তোমরা নহ ত মানুষ' !
—সুতরাং ভাই-বন, দেশ-ভক্তি-টাক্তি তোমার মগাজ
কি ক'বে ঢুকবে ?

সম্মিলিত আকমাণ বেচাবা একটু হতভম্ব হ'য়ে সকলেঃ
মুখেব পায়ে চাটিল, তাব পব হঠাৎ কোথা থেকে
যেন শক্তি নক্ষত্র ক'বে ওদেব চেয়ে এক পর্দা উঠে,
গলায় বলতে লাগল—

চঞ্চল.....কীঃ, ডেফামেসন্ (defamation),—আমায় 'মেঘ'
বলা,—স্ববাজ্জ-গভ্'মেণ্ট আত্মক, তোমার নামে
স্বরাজ্যী-কোর্টে 'এক-ধারা' মেয়ে তবে আমি জল গ্রহণ
করব !

এক সঙ্গে তিনজনে দাঁড়া করল—

{ বিজু.....আহা বেশ !
নবীন.....ব্রেভো, ব্রেভো (bravo) !
ভোম্বল.....সাধু, সাধু !

চঞ্চল.....আপাতত, আমি এই এক চুমুক চা খেয়ে তোদের
আনারবলি,—ওরে বাসভের দল, (স্বঃ ও প্রাণ-চাঁওবা ভাবে)
আধুনিক বাংলার যে কোন যুবককেই দেশ-ভক্ত
নয়-বললেই তাকে অপমান করা হয়, এই সামান্য
কথাটা তোদেব মগজে ঢোকে ?

বিজু একটু চালাকি-হাসি-মাথা কঁড়ে প্রশ্ন করলে--

বিজু.....অর্থাৎ তুই আমাদের নোকাতে চাস, তোর মত
'চরিত্রবান' চঞ্চলও যতটা দেশ-ভক্ত,—তোর রসে-ভরা
'নর্রকী'ও ঠিক ততটা দেশ-ভক্ত ?

নবানআরে বাম রান, তাহ'লে ত' স্বরাজ শুধু আমাদের
ঘরে কেন, চঞ্চলের 'চিৎপুরে'ও বাসা বাঁধত !

ভোষল.....স্বরাজ অত সোজা নয় দাদা !

নবীন.....তা আর জানিনা ভায়া, 'স্বরাজ-শালা' সেকেলে
জামাইয়েব চেয়েও বেইমান, একেলে বিয়ের বউয়ের
চেয়েও দরদী, আর চিরকেলে পাথরের দেবতাব চেয়েও
নিষ্পন্দ !

ভোষল.....ঠাট্টা নয় দাদা, স্বরাজ পেতে হ'লে চরিত্র চাই, সাধনা
চাই, শিক্ষা চাই, কাল্‌চার চাই—

বঙ্ক.....(হান্‌তে হান্‌তে একট' স্বরে)—কংগ্রেসে গাঁয়ে সরবৎ বিতরণ
করা চাই, শীতে চায়ের ছত্র খোলা চাই,—চাই কি,
লোডারদের মাথা কামিয়ে নামাবলী গায়ে দিয়ে
'বল্‌ হরি বোল্‌' বলা চাই—

চঞ্চল.....(একট' স্বরে)—চঞ্চলদের 'চিৎপুর' ছাড়া চাই, মাগীগুলোর
'মদ্রা'-সতী হওয়া চাই, আর মদ্রাগুলোর হিমালয়
পর্বতে জন্মান চাই !

নবীন.....আঃ শালারা, তোরা বড় বে-শ্রো, ভোম্বলের তাল
ভেঙ্গে দিলি!—

(ভোম্বলকে সহজ কণ্ঠে) তুমি ব'লে যাও ত' ভাই,
এবা সব কোন-কিছুরই সিরিয়াস্‌নেস্‌ (seriousness)
বোঝে না,—একেবাবে গাড়োল !

এক সংস্কৃত দু'জনে একটি বকম দমকে বলতে লাগল—

{ চঞ্চল.....ডেফ্-আ-মে-সন্ (del'a-ma'tion)
{ বিজ্ঞ.....ডেফ্-আ-মে-সন্ (def'a-ma'tion)

নবীন.....(মুখ ভেঙে) থাম্-থাম্-থাম্-থাম্ !

ভোম্বল.....ঠাট্টা নয় চঞ্চল, তুই যদি দেশের সত্যিকারের কিছু
করতে চাস, তবে তোর চবিত্র সংশোধন করতেই হবে ।

বিজ্ঞ.....বাপ্‌রে, সে 'ও' পারবে না !

চঞ্চল .. আর করতেও চাই না,—কারণ আনসেক্স্‌ড্‌ (unsexed)
হ'লে স্বরাজ লাভে একটুও সহায়তা করবে ব'লে
আমার মনে হয় না ।

নবীন.....তা আর হবে কেন ? আচ্ছা, সমাজেব খাতিরে
পাত্র-পাত্রীর ভেদাভেদ-জ্ঞান থাকাতার কিছু দরকার
আছে ব'লে মনে হয় কি চঞ্চল ?

চঞ্চল.....নিশ্চয়ই মনে হয় কিন্তু সমাজেব খাতিরে, কি
কিসের খাতিরে তা বুঝি না। আর তুমিও বোধ-
হয় স্বীকার করবে সে জ্ঞানটা তোমার শ্রীমান চঞ্চল
কুমারের খুবই টনটনে আছে !—তা না-হ'লে সে
বৌদিকে প্রণাম কবও না, আর নর্তকীকে নিয়ে হুল্লোট
করত না।

বিজু.....হরি হরি, তুই কি আমার পাদ্রাসে ! পেটুক-শালা
পেট-পুরে খাবার জন্তে ত বৌদির উপর অচলা ভক্তি !

সকলের উচ্চ হাস্য।

ভোম্বল.....কিন্তু আমি মানি না,—চরিত্র, ধর্ম, এ সব না হ'লে—

চঞ্চল.....—তা হ'লে বলতে হবে তুমি ইতিহাস মান না। শ্রীকৃষ্ণ,
আব্বর, নেলসন—সকলেরই আমার চেয়ে ঢেব বেশী
'তোমাদের ঐ চবিত্রেরই' দোষ ছিল।

বিজু.....উচ্ছন্ন ষাবে, দেব-দ্বিজে একেবারে ভক্তি নেই !

নবীন.....ওহে ইতিহাসে লেনিন আছে, গান্ধী আছে—

বিজু.....—কামাল, স্মান-ইয়াট-সেন—

চঞ্চল... .—শ্রীঅরবিন্দ থেকে বাসবিহারী-দা' পয়ান্ত সবাই
আছেন। আমিও ত ঠিক তাই বলতে চাই
'তোমাদের ঐ সেকেন্দে-চরিত্র' দেশের-কাজ করবার
একটুও মাপকাঠি নয়। যার শক্তি আছে সেই
দেশের-কাজ করেছে ও কবছে, তা' তাব
কামিনী-কাঞ্চনের মোহ থাক না না-থাক।

নবীন.....কিস্ত চরিত্র জিনিষটা —

চঞ্চল.....—থাক দাদা, তুমি আর চরিত্রের লেকচার ঝেড়ো না,
তোমার সে অধিকার নেই !—সাত বছর বিয়ে করেছ,
সাত মিনিটও বৌদিকে চোখের আড়াল হ'তে
দাওনি। সত্যি কথা বলতে কি, তোমার চেয়ে
আমিও বোধ-ভয় বেশী চরিত্রবান !—আমি
তবু সাত-সাতদিন অশ্রুব নর্তকীর সঙ্গে
এ্যাপয়েন্টমেন্ট. (appointment) করি !

বিজু... ‘হিংসে দাদা, তোমার সুখের ওপর হিংসে ! ওরে, তার
চাইতে তুই নিজেই একটা নিয়ে ক’বে ফেল না, মাত্
সেকেণ্ডে তাকে চোথের আড়াল হ’তে দিসনি !

চঞ্চল.....আবে, বিয়েব সাধ ত ছিল যোল আনা !
কিন্তু বিয়ে করব কা’কে ?—একটা খাঁদী
প্লেভ-গার্লকে (slave girl) !

.ভাষল .. .(ঠাটাব মত ক’বে) যোগ্যং যোগেন যোজযেৎ !

নবীন.....বালাই, ষাট !—রূপসী হো’ক না না-হো’ক, বঙ্গবালার
ওপর ত’ বাংলার দুর্ভিক্ষ কোন দিনই নজর দেয় নি !

বিজু... ..একবার তুই শুধু হাঁ-বল, দেখ. আমি লট্কে-লট্
লাট্কে-লাট্ এনে হাজির কবি ।

চঞ্চল... ..তোথা, তোবা, তোর ক্ষমতাব তাবিস যদি দাদাও
না-করে, তবে তাকেও আমি ব’লে ফেলব—‘আমার
ভাবী—ভামিনীর—ভ্রাতা’ ।

নবীন.....আর তোর বৌদিকে বলবি—‘মাইবি-মাইরি’ ?

চঞ্চল... দেখ, বিজু, জগতের কোন দাগই হাজাব চেকীতেও একেবারে মুছে যায় না। দাসহ-প্রথা ও স্বর্গ লাভ কবল, কিন্তু তার বংশের বাতি জ্বালতে বেথে গেল বাংলাব মেয়ে! এই দাসী-পনা অশ্রু-সম্বলা বেচাবোদের সঙ্গে আমি করব প্রেম? আরে ছি ছি, তার চেয়ে নটকী ঢের ভাল,—তার অন্তত এটুকু ক্ষমতা আছে যে সে ইচ্ছে করলে আমায় তাব ডেরা থেকে তড়াতে পাবে। গান বিংশ শতাব্দীতে নিয়ে কবাটা আমি কি মান কবি জানিস্?—দর্শ্য-অর্থ-কাম নষ্ট করা, ও সময়ের অপব্যবহার কবা—

নবীন... (সঙ্কট) :—আর চবিত্ত-হীন গাব চরম পশ্চিম !

চঞ্চল... উইদাউট অফেন্স (without offence) একেবারে ঠিক তাই দাদা।

ভোম্বল... (বেগ) : একেবারে 'ফুলে'ব (fool) প্রতিমূর্তি !

চঞ্চল... (হাসি করে) : তাহ'লে মানতেই হবে খুব উগ্র-গন্ধ-ভবা ফুল ! তা যদি না-হ'ত, আজ-কালকার বৈদগ্ধ্য-সন্ন্যাসা কংগ্রেসেব ছাপ-মারা অমন মাথাটাও ধ'বে উঠবে কেন ?

নবীন... আরে দেখছ, তুই এ মাথার মূল্য কি বুঝবি ? সবুর কর, দেখবি কোনদিন এতে পদ্ম-ফুল ফুটে উঠেছে !

হাল সবাই—

ভোম্বলব কিঞ্চ বোকাব হাসি।

বিজু.....কিন্তু চঞ্চল এটা মানিস্ ত', যে কাউকে কাউকে
'নাই' দিলে মাথায় ওঠে—

{ চঞ্চল... (হৃৎ কাব) যেমন স্নোকে !
চঞ্চলের কথা যেন শুনেন না-শুনেন, আশেপাশে বেলে
বিজু না-এক চলে—
[বিজু...—তোকে আমরা লাইসেন্স (license) দিই বলে
বিবাহ-প্রথাটাকে এত হেয়-জ্ঞান করা ?

চঞ্চল... হেয়-জ্ঞান নয় চাঁদ, বরং প্রথাটাব আমি খুব ভাবিফ্
করি ! নভেল প'ড়ে যেমন আনাব 'মোনা-ছুড়ী' নর্তকী
নাম ধারণ করলে, ইন্টেলিজেন্সিয়ার (Intelligentia)
হাতে প'ড়ে তেমনি কামের নাম হ'ল প্রেম, আর
কামের ইচ্ছন যোগাবাব পন্থা হ'ল বিবাহ-প্রথা ।

নবীনকিন্তু এ প্রথাটারও ত' একটা ব্রাইট সাইড্ (bright side)
আছে ?

চঞ্চল.....সব জিনিষেরই আছে দাদা ! মৃত্যুকামীর কাছে তীব্র
বিশ্বই বোধ-হয় সবার চেয়ে উপকারী !

নবীন.....‘হয়-ত’ সত্যি ! কিন্তু তুই যখন কাম-জয়ী ন’সু, বা হবার
ইচ্ছেও নেই, তখন তোব এই ‘তারিফ-করা’ সংস্কারের
কাছে, একটু মাথা নাচু ক’রে একটা মেয়ে উদ্ধার
কবলে এমন কি ক্ষতি ভাই-জীবন ?

চঞ্চল.....ক্ষতি ?—ক্ষতি একটু আছে বৈ-কি দাদা ! আজ যদি
দেশের সত্যিকারের ডাক আসে, হয়-ত’ তখনই আমবা
তড়াক ক’রে লাফিয়ে পড়তে পারব,—কিন্তু তুমি ?—

বিজু.....তা ঠিক, দাদাব আমার বৌদিব কাছ থেকে
সেন্টিমেন্টাল্ (sentimental) বিদায় নিতেই ঘণ্টা-খানেক
কেটে যাবে !

ভোম্বল.....(সঙ্গীত) শেষ পর্য্যন্ত যাওয়াই হয়-কিনা কে জানে ?

চঞ্চল.....(লাগিয়ে উঠে) ছরুরে, ভোম্বলদাস !—

(স্ট্র ও প্রাণ-হোওয়া ভাবে) —তাঁই স্বরাজের শুভদিন
না-আসা পর্য্যন্ত আমরা শুভদৃষ্টি করব না, বন্ধনহীন
হ’য়ে থাকব,—কেমন ত’ ?

ভোম্বল....(আশ্চর্য্যভাবে) আনে, তুইও তাই'লে স্বরাজ চাস ?

চঞ্চল কে না-চায় ভোম্বল !

নবীন.....আরে, আমরা ত' স্বরাজ চাই ছ'মুটো খেতে পাব
ব'লে,—

বিদ্ব.—কিন্তু হাতে-মাঠে হাজার অপমানের হাত এড়াব ব'লে,—

ভোম্বল.....(মন্তব্যবী চালে)—ও-সব বাজে কথা, স্বরাজ আমাদের
বার্থ্ রাইট (birth right) ব'লে। কিন্তু
মদ-মেয়ে-মানুষের কাঁকে হোব আবার স্বরাজের সাধ
হ'ল কেনরে চঞ্চল ?

চঞ্চল.... (সহাসে) কেন, স্বরাজ চিন্তা কি ভোদেরই একচেটে
'কংগ্রেস-বীর' ?--
(ভাবের অভিনিগ)—আহা, আমাবও কি সাধ হয় না,
একপাশে নর্ত্তককে নিয়ে, আর একপাশে
'হুগা সুন্দরী'ব সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে করতে
কখনও উড়ো-জাহাজে অমরার পথে ভাবকার মাঝে
মিশে যাই, আবার কখনও-বা টপ্পেডো কন্দরে
মৎস্যদেশের 'সাইরেণ-সুন্দরী'দের আবাহন ক'রে বলি—
'চ'লে এস কম্পিটিসন্ (competition)' ?

বিদ্ব.....(জোরে) জীতা রহ কবি-কলঙ্ক !

নবীন.....ভাই-জীবন, আজ স্ববিধামত তু'-একটা 'পেগ্' (peg)
বাড়িয়ে দিও, দেখলে স্বরাঙ্ক না-পেয়েই—'মিটেছে
সকল সাধ' (হবে) ।

চঞ্চল... ..অসম্মান ক'র না দাদা ! তোমাদের আশীর্ব্বাদে
আমার পান দর্শনে-নর্তকী নমস্কার করে, পিপে
ফুঁপিয়ে শুঠে, তাব মাতাল মূর্ছা যায় !

তিনজনে একসঙ্গে—

{ ভোষণ... (বিবর্তিত) তাঃ, আবার !
বন্ধু... ..বলতেই হবে আশীর্ব্বাদেব জোর আছে '
নবীন..... গতি গার্লের তত লক্ষা !

চঞ্চল.....লক্ষা উচ্ছন্ন যাক ! আমি কিন্তু দাদা, স্বরাঙ্ক না-এলে
মরাছি না । বোদিব অনেক নিমক খেইছি,—এতোব
বিনিময়ে তাঁকে এটুকু দেখাবাব সাধ আছে যে তাঁর
ছেলেদেবও যেন আমাদের নত এমন অপমানের বোঝা
মাথায় ক'রে আর না-দাঁড়াতে হয় !

তিনজনে একসঙ্গে—

{ নবীন.....অত্যা, আশীর্ব্বাদ করি—
বন্ধু..... (ধ্যে) “যে অনলে জ্বলছে বে প্রাণ—”
ভোষণ... (গানে ও আত্মরক গান) উঃ. তোব মতো এত, তবে তুই
মদ খাস কেন ?

চঞ্চল.....ওটা কিছু নয়, মাত্র একটু ভাব-প্রবণতা ! মদ না-খেয়ে
 কি আর করবাব আছে ভোম্বল ? ('আত্মবিক্রম')
 দেখ্ তোদের ঐ শাসকদের 'ওপব সর্বাস চেয়ে
 সেরা অভিশাপ আমি কেন দিই জানিস্ ?—তাবা
 আমাদের নিকর্ষা করেছে ব'লে । বিংশ-শতাব্দীতে
 আমাদের জন্ম, আমাদের আরম্ভ (army), নেভী
 (navy), ওয়ার (war) নেই, নেই, নেই,—যে দিকে
 চাইবি সব বন্ধ,—কিছুই নেই,—দেশের একটা বোল্ড্
 বিউগল্ কল্ ('bold bugle-call') পয়ান্ত নেই !
 (তাবাব আত্মবিক্রম) স্বরাজ চাই কেন জানিস্ ?
 ---কাজ করব ব'লে,---ওবে কাজ করব ব'লে,---নিকর্ষা
 হ'য়ে যে দেহে-মনে-প্রাণে বাত গ'বে গেল !

নবীন.... শালা আজ ভাটিখানা মেবে এসেছে !

বিজ্ঞ..... (জেগে ও চলছে) দাদু শালাকে কংগ্রেসে চড়িয়ে !

। ভাটখানা আনন্দ-উৎসব ২ । ২৫শ বর্ষীয় জন্ম চঞ্চলের
 দিক এগ'র গিয়ে হা' বাজায় ল'স

ভোম্বল.....('আত্মবিক্রম') ধাবি, চল্ কংগ্রেসে—

জন্মে চঞ্চল পকেট হ'ত একটা সিগারেট বা'ব ক'বে
 গাব হাতে দিল । বিবাহের ৩০ বছর মটর দরে
 নিরুপ ক'য়স ।

চঞ্চল.....(শাস্ত্র স্বরে) ভোম্বল, দেশের এক নম্বর ভীকু মডারেটস্‌রা,
 কিন্তু দ্বিতীয় নম্বর,—তোব ঐ কংগ্রেস্‌ । মাপ কবিস্
 ভোম্বল, কিন্তু এটা নিছক সত্য কথা । মানি, এর
 মত বড় জাতীয় ইনস্টিটিউসন্ (institution) আর
 নেই । কিন্তু আমাদের মত বিজিত সকল দেশেবই
 ওপন্ ইনস্টিটিউসন্কে (open institution)
 ভীকু হ'তেই হবে । এদের না-নিযে কোনদিন চলবে
 না, কিন্তু এদের নিযেও বিশেষ কোন কাজের কাজ হবে
 না । বিজিত দেশে মা-কা-মারা হওয়া মানে জানিস্ ?—
 সত্যিকারের কাজ কববার পথে অস্তুরায়কে টেনে
 আনা,—স্বতরাং কংগ্রেসে ঢুকে পাকামো করা
 মানে,—বোকামো—

হিনজনেই নিমেষে আগুন হ'য়ে উঠল, আর তাদের
 সাম্মিলিত চিংকার ও আফালনে সাবা ঘরখানা কাপতে
 লাগল

{ ভোম্বল...(বাগে কাপতে কাপতে বিকৃত স্বরে) কাঃ, কাঃ !
 বিজু.....(অভিনয়ে)—‘আরে আরে ছুরি তাতার’ !
 নবীন.....(দাঁড়িয়ে সজোবে)—সাধনা, সাধনা !

দবজা দিবে হাঁসিতঃ। মূখ্য সংঘনা প্রবেশ
ববতে-কবহ—

সাধনা.....নন-ভায়োলেন্স, নন-ভায়োলেন্স (non violence)।

সাধনা! 'পাশিনী'।

ভাব পবন পদবের ডাবাঠি সাড়া ও সেমিজ—পরিষ্কার,
পরিচ্ছন্ন! মাথার কাল-কৃষ্ণ ও কেশবাণেব এলো-
হাঁপাব ওমব পিনে-আটা বাপড়ের পাড়টা ঘোমটাব
এক পাশ বেড়ে গিয়ে পড়েছে। ভাব সিনেমে সিঁছব,
কালো পিঁছুব টিপ, নাকের ছোট নাক-চাবিতে
লেখা—“না”, গলায় সব-স্বচ্ছ কালি-লিগে-মন্ড-টেনে
লেখা—‘সংঘনা’। হাতে দুই তিনগাছা ক’বে
এক-চুড়ি। এক আঙুলে আংটি, তারে লেখা “দেব”।

ভাব হাঁসমাখা মুখখানব প্রথম দশনেই সবাই
টুকুর, ভাষল কেনল সেখানো ব’সেই সভবে-সকোটে
প্রণাম ক’বল।

নবীন.....আরে, তোমার ঠাকুর পো-রত্নটাকে সামলাও !
দেব-দানব-স্বর্গ-মর্ত্য এমন কি কংগ্রেসকে পর্যন্ত
হেয় করা? (মাত্র-দশে চকলেব জাতি দুইস দৈবিক) “আর
ধৈর্য না-মানে।”

হাঙ্গ-বং ডই ‘সম্মুখ-বোম্বা’ব মাঝে শান্তি-মুষ্টিতে
সাধনা এগিয়ে এল।

তার কুটন্ত হাতি সাপ্‌বার বুখা-চেঁটা ক'রতে-ক'রতে
সে কৃত্রিম শাসনব শরে নবীনকে ব'লল—

সাধনা.....তুমি ধাম দেখি! দোষ ত' তোমারই ! বাংলায় বাড়ী—
নবে স্ত্রী রয়েছে,—যত পার তার কাছে বীরত্ব ফলাও!
—তা-নয়, লাগতে গেছ এক—(হাতিব রাশি নিশিবে)
—এক 'বিয়ে-না-করা বীরেব' এঙ্গে ? খস্ট সাহস !
হাড়-ক'খানা সে গুঁড়িয়ে দেবে !

নবীন.....(কৃত্রিম গাঙাঘো) আহো নারী, একদিন ছিলে তুমি শক্তি,
আজ তুমি হ'য়েছ শক্তি-হারী !

সাধনা.....(একই ধবে) চমৎকার পুরুষ, একদিন ছিলে তুমি
ক্ষমতার আধার, আজ তুমি হ'য়েছ অক্ষমতার
ভাণ্ডার !

চঞ্চল.....(চাৎক'র) লং লিভ্‌ আওয়ার্ ! (Long live our) বৌদি !
(বিজু ও গোয়লকে) এই, বল-না সব,—হিপ্‌ হিপ্‌ ছরবে,
হিপ্‌ হিপ্‌ ছরবে !—
(সাধনার পানে চেয়ে) এস দাদা বিজয়িনী—
(হাত বাড়িয়ে দিয়ে) শেক্‌ (shake) !

নবীন.....(৩৫ দিবে) পর-স্ত্রী অম্পৃশ্য !

যান মুহূর্ত্তের ক্ষণ চঞ্চল নবীনের পানে ডাকাল ।

সাদনা.....(চঞ্চলকে) ও লোকগুলোর কথা ছেড়ে দাও! ওরা
অন্তরে-বাইরে ডিসপেপ্টিক (dyspeptic)। তুমি
থাওয়ায় সাঁচ্চা, বলায় সাঁচ্চা,—তাইত' তুমি আমার
ভাই। আমবা কিন্তু আজ ভাই-বোনে এক সঙ্গে
থাব,—কেমন ভ' ?

চঞ্চল হর-হর ও পে নবান্নের পাণ দিবে তার
কান্নে-কান্নে ব'সল—

চঞ্চল... হর হেভন'স্ সেক্ (For heaven's sake) দাদা, মাইবি
বাঁচাও!

নবীন.....কেন বে ?

চঞ্চল ... আজ নব্ব্বকীর সঙ্গে এপয়েন্টেড্ ডে (appointed day)।
সাদনা..... (হেসে) এব মধ্যে এত বড় শত্রুর সঙ্গে শুধু মিলন নয়,
আবাব পরামর্শ!

চঞ্চল.....সত্যি নৌদি, যারা ছোট মেয়েদের টাকার আঙুল
নিয়ে বিয়ে করে, তারা শুধু আমাদের শত্রু নয়,
তোমাদেরও!

নবীন..... (তব'দগানোব স্ববে) চঞ্চল!

চঞ্চল..... (সবল অহনযে) দাদা, “কুমাহি পরমো ধর্ম্মঃ”।

নবীন.....(বাজের-কথা বলার ভাবে) যাক্, তাহ'লে সেই ভাল ,
তুই এখনই যা' । বোকা লোকটা আটের নামে
অনেক টাকার অপব্যয় করছে । বায়স্কোপ খোলবার
'চার্'টা এমন চালাকি ক'রে ছাড়বি ; যেন সে অনায়াসে
চক্রে পড়ে । দেখিস্, আমার মাথা খেতে যেন তার
যুবতী মেয়েটার চক্রে প'ড়ে নিজেই শেষকালে—

চঞ্চল.....—বৌদি, দেখ্ চ-দেখ্ চ—

নবীনও প্রতি অননয়-প্রতিবাদের দৃষ্টে—

মাধনা.....নাঃ, 'ও' খেয়ে বানে !

নবীন.....(বিরক্তিও ভাবে) আঃ, কাজের সময় নাকী-কান্না !
একে ত' স্ট্রুপিডটাকে (stupid) কাজ দিলে
বৌদিদের সঙ্গে সদালাপে ভুলে প'সে থাকেন :
—গর্দভ, বাসকেল (bascul), মিথো-কথার-ঝড়ি !
যা' বল্চি এখনও—

চঞ্চল.....(হেসে) দাদা আগার, 'সত্যের অপলাপের যুধিষ্ঠির' !

নবীন.....এখনও !

চঞ্চল.....এই চঞ্চল চলল। বৌদি, কি কবব, দাদার আদেশ।
যাক বৌদি, কাল এসে তোমার প্রসাদ আগে জিতে
পেতে নেব। কেমন ত' বৌদি ?

সাধনা.....(সহাস্তে) ঠিক ?

চঞ্চল.....সত্যি, বৌ-রাণী।

দু জনের মধুর হাস্য,—হ'ায় হাস্য নবোদয় করে বিদ্যুৎ
ও ভোম্বলকে—

শালারা ভাল চাস্ ত' এখনও ওঠ ! তোদেব
যদি একটা সেন্স. (sense) থাকে ! দাদার গর্জ্জনকে
ভয় না-কবিস্, বৌদির অভিষাপকে—

সাধনা.....(চিস্তাধায়েব মাধুঘো)—দুফু ভাই !

চঞ্চল.....(হেঁচক ও বিজ্ঞ হাস্য দ্বারা) সেই জন্তই 'ত' বৌদি, এই
'বাঁড়ের-মাদী-ছুটোকে' বল্টি—ওবে, এখনও চল,
শেষকালে যখন মধুমাখা 'ছুফ্' মিছরিমাখা 'ছুরিতে,'
আর আপন-করা 'ভাই' পর-করা 'মুখভারী'তে পরিণত
হবে, তখন হয়ত গর্দভগুলোর স্তন্যন হবে !

অভিমানের স্বরে বিজু বলে উঠল—

বিজু..... চল্ ভাই, সত্যিই বৌদি ‘হরিণা’ হ’লেও, ‘একচক্ষু-বিশিষ্টা’!
আমাদের সঙ্গে একটা কথা বলবারও ফুরসৎ—

ত’জান একসঙ্গে বিজুকে দমিয়ে দিল—

{ চঞ্চল.....(শব্দ) “ও তোব মান কবা কি মাজে”!
{ নবীন..... একটা প্রাণ, ক’জনকে বাটোয়, রা ক’বে দেবে মানিক!

মানবা হাব পো জ. মুখ-চোখে ভৎসনা উদ্ভাসিত
ব’বে চৌর ক’লে নবীনব কথার প্রতিবাদ ক’বল—

সাধনা..... জাঃ!

সাব্যস্ত-লম্বাটে ওজন ও বেজু সম্মুখ
চৌরবাব ক’লে লাগল

চঞ্চল.....সিভিল-ওয়ার, সিভিল-ওয়ার (civil war)

বিজু..... ছুঁদল ভীক, কব পলায়ন!

ভাষণকে টান-টানতে চঞ্চল ধাবত্বে বেগে অস্থান
করল। তত্বে প’থের পানে এনিমে মধু ক’লে সাধনা
চীকল—

সাধনা.....ঠাকুর-পো!

বিজু ও চঞ্চল.....(দু’দফা) কাল, বৌ দেনা!

সাধনা.....(স্নেহ) ঠিক এস ভাই!

উত্তরেব অভীক্ষায় স্বব নেত্রে সাধনা দাঁড়িয়ে র’ইল।

তাব স্ববস্ত্রা দেখে নবীন মুচুকে ছোসে বাস্ক ক'বে গাইল—

নবীন.....(স্বং)—“তুমি এস হে

আমার তুমিত তাপিত—”

নিম্নে গানে এ'গাথ এ'ম সাধনা প্রাতঃবাদ করল --

সাধনা‘তুমিত’ না-হ'লেও ‘তাপিত-চিত’ বাটে ! বাংলার
বৌ হবার মত ভুগুথ কোথাও দেখেছ ?—আহা,
বাংলার বর,—‘তোমরই তুলনা তুমি’—

নবীন.....(স্বং) ‘তাইত’ আমি চাই—ডাইভোর্স’ (divorce),
নিকে, বিজাতি-বিবাহ,—যা'তে তোমবা দেখে-শুনে,
হয় একটা খাজা-গোনা, না-হয় একটা অজা-মেড়ো
বেড়ে নিয়ে দিন-বাত অফরস্তু চেল্লাও—‘নাথ হে,
নাথ হে’—

সাধনা.....(স্বং) ওঃ, যদি তোমার শুভ-উচ্ছ্বাস অচিবে পূর্ণ হয়,
তা হ'লে তোমাদের কি দুদশাই-না তবে বলত ?—
শেয়াল-কুকুরও যে তোমাদের পানে ফিবে তাকাবে না !
এই দিনা-পয়সার বিয়ের ব্যবসা-কারবার ত'
ওঠাতেই হবে, তা-ছাড়া হয়ত-বা বনে গিয়ে
ছাগী-পাঁঠী শরণাপন্ন হ'য়ে গর্জন করতে হবে—
“প্রিয়ে চারুশীলে, প্রিয়ে চারুশীলে” !

নবীন..... এ সব বাংলার ‘জাম্বু-মোমের-পুতুলের’ চেয়ে জানোয়ার
-ফানোয়ার বরং ভাল,—কারণ হয়ত’ তাদের কাছে
তবু একটু প্রাণেব সাড়া পাওয়া গেলেও যেতে পারে !

সাধনা.....সবই রুচির ওপব নির্ভর করে,—হরিণের রুচি শ্যামল
হরিৎ ক্ষেত্রে,—শৃগালের রুচি পুতিগন্ধে,—বীরের রুচি
সৌন্দর্য্যে ;—কিন্তু এ-সব ভীকর রুচি ?—কুৎসিতে !

নবীন.....(হাসির স্রোত) তা ঠিক আমার রুচি ত’ একমাত্র তুমিই !
কিন্তু হে বিষময়ী সাহসিকে, তুমি তোমার রুচির সীমা
অতিক্রম করেছ :

সাধনা.....(হাসির স্রোত) তা ঠিক, যে দিন থেকে অজ্ঞানে
‘ভেতো-ভীক’কে পতিত-পদে বরণ করেছি !

নবীন.....(বাগেব অভিনয়ে) ‘আবার, আবার সেই কামান গর্জ্জন’ !
—জগৎ যাক, শেষে এক দুর্বলা অবলা আমায়
বলতে সাহস কবে কিনা ‘ভীক’ !

সাধনা.....(স্রোতের হাসিতে) দুঃখ কি, বিশেষত্বের শোভা ত’
বিশেষণেই !

নবীন.....কিন্তু, হে প্রগলভা-পদ্যাকারী, ‘তুমি ত’ জান যে আমি
নবীন বাংলার চির-নবীন ।

সাধনা.....(উচ্চ হাসিতে) “ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা” !—

এই ভাবে সাধনাও চলেব যুগে ধরে আব এক ভাবে
তার দিকে সোহাগী-কিল মায়ের-মাথতে—

নবীন.....“আধ-মরাদের ‘এই’ মেবে তুই বাঁচা” !

সাধনা.....উঃ, ছাড় ছাড় ! সত্যি বলচি আধ-মরা আমরা কখনই
না ; তবে পুরো-মরা কিনা কে জানে !

নবীন.....হে অগ্নে অসতো, (হাত ছেড়ে ; আজ আমি তোমায়
অগ্নে ছাড়ব না !

সাধনা.....(হাত ছোঁত ক'লে) দোহাই দেবাদিদেব, সারারাতের
অবাচিত পরিশ্রমে আমার স্বামীর ভিটেটা ধোপা-পাড়া
ক'বে তুল'না !

সাধনা প্রণয়ন হাসি ছড়িয়ে দিল। নবীনকে অলঙ্কে
প্রভুত হ'ল। একহাতে সে সাধনাকে বুকেব কাছে
টোল এনে, অপর হাতে তার চিত্তক স্পর্শ ক'বে আদর
ক'ল—

নবীন.....স্বামী-সোহাগিনী, (চুখনেব আকাঙ্ক্ষা দমন করতে-ক'বতে)
নাঃ, এখন শু-সব নয় ! স্ত্রী বলে কিনা ভাঁরু !
শোন নারী, আমার পূর্ব-পুরুষ-বড়দের শ্রেষ্ঠ জয়
কোথায় জান ?—যেদিন তোমাদের ঘোমটা পরিয়ে
হারেময়ে ঢুকিয়ে—

সাধনা.....—হাবামী করে ! ওগো, সে ত' শ্রেষ্ঠ পরাজয়, জয়
নয়ত ! তবে শোন পুরুষ, আমার পূর্ব-নারী-মণিদের
শ্রেষ্ঠ জয় কোথায় জান ?—যে দিন তোমাদের শক্ত
বাহু থেকে সকল শক্তি হরণ ক'রে শুধু সেইটুকু মাত্র
বাকী রেখেছিল যতটুকু নারীর পদসেবার জন্য দরকার !

নবীন.....হাঁগো, সে ত' শ্রেষ্ঠ পরাজয়, জয় নয়ত ! আচ্ছা এই সব প্রবীর-পুরুষ-প্রবরদের শ্রেষ্ঠ সুবিধা কি জান ?—সব দেব-দেবী ছেড়ে মা-মণ্ডীর কৃপা তোমাদের ওপর অকুরন্ত !

সাধনা.....আব এই সব বিজেতা-নারী-মাণিক্যদেব শ্রেষ্ঠ সুবিধা কি জান ?—সব আইন-ফাইন ছেড়ে 'বে-আইনো-আইনের' কৃপা তোমাদের ওপর অপাব !

নবীন.....তাই নাকি । কিন্তু আমাদের মত পুরুষ-সিংহদের শ্রেষ্ঠ কৌশল কি বলত ?—তোমাদের ঐ 'নারী' নাম দেওয়াতে,—তোমরা অবলা, তোমাদের অবি নেই,—শুধু এ কথাগুলো ব'লে এই সিংহবা 'দুস্ট' শব্দ' বেঁধে সংসারে শাস্তি স্থাপন ক'রেছে !

সাধনা.....বল কি । কিন্তু আমাদের মত নারী-নাগিনীদের শ্রেষ্ঠ কৌশল কি বলত ?—আমাদের ঐ 'রমণী' নাম নেওয়াতে—আমরা সুন্দরী, আমাদের তুলনা নেই,—শুধু এই কথাগুলো ব'লে এই 'নাগিনীরা' 'সল্যাঙ্ক-শেয়াল' বেঁধে সংসারে শাস্তি স্থাপন ক'রেছে !

নবীন.....‘সল্যাজ-শেয়াল’ !—কি এত বড় স্পর্ধা ! বুদ্ধিহীনা নারী, আজ আমি বলব তোমাদের বোকামোর চরমতা কোথায় !—পুরুষ তোমাদের দাসী ক’রে নিয়েছে, —একেবারে নিছক ঝাঁদী-দাসী,—মুখে কিন্তু তারা তোমাদের বলে দেবী, লক্ষ্মী, শক্তি, সরলা, এমনি ধারা কত কি ‘রাবিশ’!—বুদ্ধিহীনা নারী-রত্ন তোমরা, সেই মধুমাখা বিষকে অমৃত জ্ঞান ক’রে পূর্ণ-প্রাণে পুরুষের পদসেবা করতে নিজেকে হারিয়ে ফেল !

সাধনা.....কি, এত বড় অপ্রিয়-সত্য কথা ! বুদ্ধির বৃহস্পতি পুরুষ—আজ আমি বলব তোমাদের বোকামোর চরমতা কোথায় !—নারী তোমাদের বন্ধনময় ক’রে নিয়েছে,—একেবারে নিছক বন্ধন,—আসামীর চেয়েও নিষ্পন্ন বন্ধন ;—মুখে কিন্তু তারা তোমাদের বলে দেবতা, স্বামী, প্রভু, প্রাণনাথ, ‘তোমা বিনা আব জানিনা’, এমনি ধারা কত কি ছাই-ভস্ম, বুদ্ধির-টোঁকি পুরুষ-প্রবর তোমরা, সেই সত্য-মাখা মিথ্যাকে প্রাণের-টান মনে ক’রে, সব কিছু এক সঙ্গে উচ্ছন্ন দিয়ে নাবীর পদস্পর্শ ক’রে বার-বার বল—
‘দেহি পদ-পল্লবমুদারম্’ ।

নবীন.....(আশ্চর্যের অভিনয়ে) বাপরে, তোমরা ভেতরে-ভেতরে
এত বড় ‘মাকাল-ফলটা’ !

সাধনা.....(একই স্বরে) মাগো, তোমরা ভেতরে-ভেতরে এত বড়
অত্যাচারী !

নবীন.....(মাতঙ্গরী গানের) অত্যাচার নয় সাধনা, ওটা শুধু শক্তির
খেয়াল ! শক্তি দিয়ে আমরা তোমাদেব জয় ক’রে
রেখেছি, তাই আমাদের শক্তির খেয়াল একটু-আধটু
তোমাদের সহ্য ক’রতেই হবে !

সাধনা... ..ইংরাজ যখন তোমাদেব ঐ-একই কথা বলে ?

নবীন.....তখন :সেগুলো ‘কানেব ভেতর দিয়ে একেবারে
মরমে পশে’ ! আরে, তাই ত’ আমরা স্ববাজ চাই।

সাধনা..... আমাদের তাহ’লে ‘ডবল-স্ববাজ’ চাই !

নবীন.... .(হেসে) কিছুই লাভ হবে না সুন্দরী ; স্বরাজেই বল,
হার বিরাজেই বল, তোমরা ‘যে তিমিরে সেই তিমিরে’ !

সাধনা.....(কাতরে) স্বরাজ ! স্ব-রাজ !

নবীনকেঁদে আর লাভ কি বল, যখন গুটাকে পাওয়া যাবে,
তখন যাহোক্ একটা ভাগ-বাঁটরা ক'রে নেওয়া যাবে ।

সাধনা.....(আবেগ পাত্রে) স্ব-রাজ !

নবীন..... ছুপুর রাতে শোবার সময় প্রাণে 'মহরম' জাগাচ্ছ কেন
মানময়ী ?

সাধনা.....(কক্ষ কাতরে উচ্চ) স্বরাজ !

নবীন.....(অববাক্যে) নাঃ, নারাকে বিশেষত ত্রাকে পলিটিক্‌সে
(politics) প্রবেশ করানোর কি মুশ্কিল দেখত !—
রাত-বেরাতে এমনি ক'রে কেপে উঠল । সাধনা !

সাধনা.....স্বরাজ !

নবীন.....(উচ্চ) সাধনা,—সাধনা !

সাধনা.....(একটু ধীরে) স্বরাজ—স্বরাজ !

নবীন.....তাই ত', কি করি ?

সাধনা.....(টপ্‌ক'বে) স্বরাজ !

নবীন.....স্বরাজ-করা কি সোজা সাধনা, ও ত' ছোঁড়াদের কাজ।
কাল সকালে আমি ওদেব ব'লে স্বরাজ পাবার যাহোক
একটা বন্দোবস্ত ক'রব।

সাধনা.....(দাবড়ে) স্বরাজ !

নবীন.....এক্ষুণি কোথায় পাব ?

সাধনা.....(জবাবের বত) স্বরাজ !

নবীন.....আঃ, বড় একগুয়ে তুমি !

সাধনা.....(চাই-ই হবে) স্বরাজ ।

নবীন.....দেখ, ঠাট্টার সময় যদি এমনি-খারা ইয়ারকি কর, তবে
কেস্টোচন্দোরকে ফোন (phone) ক'বে একশ'-বছর
রাখাকে বিবহে কাঁদাবার কৌশলটা শিখে নেব কিন্তু !

সাধনা.....(নাঃ-বৎ .বাঃ ভাব) স্বরাজ ।

নবীন.....নাঃ, ভাল জ্বালাতনে পড়লাম ! দেখি
ফোনটাই (phone) করি, 'ভায়রা-ভাই আমার ভ'
সাক্ষাৎ যুবতী-কন্ট্রোলার (controller) হয় আমার
একটা হিলে করুক, না-হয় স্বরাজ পাবার পথটা
বাতুলে দিক্।

সাধনা.....(গাপলেন মত কন্দনে) স্বরাজ ! স্বরাজ !! স্বরাজ !!!

সাধনা ভাবে বিভাব হ'য়ে খাটে প'ড়ল।

নবীন বাস্তব হ'য়ে ফান্ ক'বতে লাগল—

নবীন..... “৪৯” বিষ্ণু-লোক : বাইট্'ও (right'o) ।

—হালো (Hello), এটা কি গম্ভীর দেবতাব
কুঠা ? দেবতা ঘরে গাছেন ?

—আমি নবীন ।

দেখা হবৈ-না কি ? আপনি খুব দিন, বোধ-হয় তিনি
(আপনিই তাই) নবোনেব আহ্বান উপেক্ষা ক'বতে
পারবেন না !

কি বললেন, নবীনা না-হ'লে তিনি দেখা ক'রবেন না ?
(তিনি জানেন নবোনেব খুব চোপ ধ'বে) এই ম'রেছে ঢেঁকী
সঙ্গে গেলেও ধান ভানে !—

(সান্নিধ্য) আচ্ছা, তাঁর এই 'কৈবিক' সাক্ষাৎ-প্রথার
কাবগটা বলতে পাবেন ?—

—কি ! (অশ্চর্য) তিনি বলেন,—নারী জাগরণ ভিন্ন,
ভাবতের মুক্তির সম্ভাবনা নেই !

যেই নামেই গীতা-চিন্তায় নবীন আশ্রয় একবার
শেষে কখনো-কটা উচ্চারণ ক'রল । আবার ফোন
হ'লে নিয়ে হোস বলল -

—কাবগটা ত' বেশ ! তার নবীনার জন্তই ত' আমি
তাকে ডাকছি ।

—কি ? (তা'র গা'য়-মা) মিথ্যে কথা মানে কি ?

—আবে বাংলায় নবীন-নবীন 'একই' ! আজকাল
এখান আর (অল হেস) 'স্ট্রোলিংস্‌র আকাব' পয়ান্ত
নেই !

কা'র—নবীনাব বয়স ?—ওঃ একেবারে (মুচ কা হেস)
ভর-মুবতা !—হ্যাঁ গা' হবে, বোধ-ভয় আ'নাদের
রাখাব চেয়েও সুন্দরী,—অন্তত 'বক্ষিমী মতে' আমার
কাছে ত' বটে !

নবীন জায়ে হেসে . . .

হ্যাঁ, একটি শীঘ্র ডেকে দেবেন—

—থ্যাঙ্ক্‌ ইউ ('Thank you') ।

(নিঃশব্দে গেল) নাঃ, বড় মুন্সিলের কথা গ',
কেল্ট-টাদের-আমাব এ-বয়সে এখনও 'মেয়ে-বোগ'
সায়নি দেখছি !

(অপরদিক দিকে নিঃশব্দে) ইয়েস্ (Yes), তিনি কাজে
ব্যস্ত ?—বাধা ক'রে ?—

(হেসে হাত দোনে'র উপ চেপে ব'লে)—এই ম'রেছে !

(তাড়াতাড়ি)—কতক্ষণ পাবে দেখা হবে ?—পাঁচ
মিনিট ?

—আচ্ছা বেশ, আমি অপেক্ষা ক'রছি ।

গল্প করব ?—আপনার সঙ্গে ?—বেশ ত', পবন
আনন্দে । কিন্তু আপনাকে ত' চিন্তে পারলাম না ?
ওঃ, আপনি ললিতা !—সেই জগৎ আপনার স্বর
'মধুর হেসে' মধু মাথা ।

—নবীনা ? তা ভয়ঙ্কর গল্প, জন-হাণী ।

—প্রাণে কি চায়, কি ক'বে ন'লু ব'লুন ? মুখে
ত' ন'লছে 'স্বরাজ' ।

—আমায় ভালবাসে কি-না,—কি ক'বে ন'লু
ব'লুন ! মেয়েমানুষের ওপ'রটা বসত্বা কিন্তু তেতরটা
মবাঁটিকা,—আমাদের চোদ্দপুরুষের মাখনা তখন
সন্ধান মেপেনি !

—হাস্চেন যে :—

(নিঃশব্দ হেসে) আমি রসিক ?—নবীনা !

আপনার মেথাকে প্রশংসা করি,—নবীনা কিন্তু স্বীকার
করে না ।

—হ্যাঁ, বড় ঝগড়া করে আমার সঙ্গে !

—কোথায় বাব ? নন্দন কাননে ' সেখানে নাচেব
মজলিস ? কিন্তু কেমন ক'রে—কার সঙ্গে নাচল ?

—আপনার সঙ্গে ? অশেষ ধন্যবাদ, কিন্তু—

—(দুঃখিত হাসি) 'কিন্তু' শুনবেন না ? মাওয়া
চাউ ?

—কি বল্লেন ? একঘোয়ে 'বন্দুকী-বল্লাচ' ও
'তলোয়ারী-তান' আপনাদের ভাগ লাগে না ?

উচ্চ হাস্যের আভাসে নবানন্দা নান্দা নান্দে নিল।
হটাত স চাপ্ত হ'য়ে উচ্চারণ ক'বল

'বন্দুকী-বল্লাচ' ! 'তলোয়ারী-তান' !—কে জানে !

আবার স সান জানে হ'লো নন্দ

(হেস) হাস্য না ! আপনি এমন ঠাট্টা শুরু ক'রলেন,
দেবতা ছেড়ে কখন কেউ মানুষ চায় ?

কি বল্লেন, নৃতনই জীবন ?—সে আপনাদের পক্ষে,
আমাদের কাছে ত' রাজার ও স্ত্রীর গোলামী
কবাই জীবন !

পাঁচ মিনিট ত' ত'ল। ঠাকুর যখন রাধা কুঞ্জে,
তার সঙ্গে দেখা করা দেখছি বিশ-বাঁও জলে !
—আপনার সঙ্গে আরও থানিকটা গল্প ক'রব ? কিন্তু
দেবতাকে যে বড দবকাব !

—রাত্রে ? রাত্রে যাওয়া ত' মুকিল ! নবানন্দা ?—
আচ্ছা চেষ্টা ক'রব।

আবার দেখা হবে নৈকি ! নিশ্চয়ই হবে, তবে
আপনার মনে রাখলে হয়। এখন তবে রাধা-কুঞ্জে
কনেক্সান্চা (connection) ক'রে দিন, নমস্কার !—

কোন ললিতাব চুম্বনের শব্দে চ'ম্কে, কোন হাতে ধ'বে—

—কি ক'রলে ? কি ক'রলে । কিস্, কিস্ (kiss),
ললিতা আমার কাণে কিস্ ক'রলে !—আমার
'সতীহ' আমার 'পত্নী ভক্তি', হায় হায়, সব একসঙ্গে
এক সেকেন্ডে উবে গেল ।

(কীন টে) ললিতা, 'কি ক'রলে ? ললিতা,—ললিতা ?

(চমক টান) ওঃ, আপনি ললিতা নন । কৃষ্ণ !—
নমস্কার দেবতা ।

থবব ?—থবব সাম্প্রতিক । নবীন-নবীনা একসঙ্গে
এই মুহূর্তে আপনাকে চায় !

পাঁচ মিনিট পরে ? (আশ্চর্য) অস্ত্র-পরীক্ষা !

আপনি ক'রবেন ?—আচ্ছা, এখন ওখানে কি
'ম্যানকা ফানকা'ব নতুন নাম 'অস্ত্র-টেষ্টোব' ?

—না, তবে ?

—হালো ! হালো ! (Hullo) আচ্ছা আপনি শীঘ্র
আস্থন তখন বোঝা যাবে ।

—টা-টা (Ta-ta) ।

নবীন..... (হাস্য-বাহুতে বাহুতে) ওঃ, স্বর্গটাও শেষে বিলেতেই
ইমিটেটর্ (Imitator) হয়ে পড়ল! শানাদের
দেশে একজনে গানে ধান, ত' বলে, হাজাবে হাজাবে
তুলেছে তান!—কি চানিয়াৎ! ছাব্তা-আমার
ব'ল-কুণ্ডে ছবি নিয়ে হরবা চালিয়েছেন, আমায় বলা
হ'ল কি-না অসু-পল্লী!—নাঃ কানটায়,—অসু,
জন্ম-জন্মান্বয়ের পাগ না থাকে কেউ কি কখন
হাস্যে মত লোচা জায়ায় কোন করে?

স্বর্গ-ভানু, শ্রী-ভানু, শ্রী-ভানু, শ্রী-ভানু, শ্রী-ভানু।

স্বর্গ-ভানু ক'বে দাত ব'ল ক'রছ গো বড়? শ্রী-ভানু
ক'রছ ত'!

স্বর্গ-ভানু : হাস্য না-ত' কি কানটায়,—দেখি কানটায় অসু
দিয়ে দিই—

স্বর্গ-ভানু : স্বর্গ-ভানু, স্বর্গ-ভানু, স্বর্গ-ভানু, স্বর্গ-ভানু, স্বর্গ-ভানু।

স্বর্গ-ভানু : স্বর্গ-ভানু, স্বর্গ-ভানু—

নবীন..... নির্দোষ-ভানু-ভানু-ভানু-ভানু-ভানু-ভানু!

ঠাই বকে। প্রবেশ।

নয় চোকাবাথ জীবনীয় পাত্রমান আদর্শের স্মরণ
বসমান,—মলিন নবন, নারী, উন্নত, প্রস্তুত কপাড়ে
দস্তাবেজের কলম চিহ্নিত।

পদ্যে সত্য ও সত্য, এই বাণীসময় সুভা—নবত
দেখ কপাড়ে। নতুন। এই মায়ের বিলুপ্ত-স্বপ্নের
চিহ্ন-সুভা। নতুন।

মাল্যে চোকাবাথ নতুন। সত্য।

কৃষ্ণ... (হাসিচোপ) নমস্কার দম্পতি। মাপ ক'রবেন,
কান গান্ধীনির টাগ-ও-ওয়াগ (Tag-of-war) !
বৃদ্ধশ-বেশ, আপাততঃ প্রবেশের অনুমতি দিয়ে বাদিত
ক'রুন !

নবীন... কোন্ গগনের চাঁদ, মার্গিক :—একবার মুখখানা
দেখি !

কৃষ্ণ...— হ্যাঁ! কৃষ্ণ।

কৃষ্ণ... (হাসি) অ-এক এক নতুন ভাষা-মুখক
ক'রুন।

নবীন... (হাসি) (হাসি)। সাধনা, প্রভলবার !

সাধনা ডেস্কে থেকে রিভলভার টেনে নিয়ে কুণ্ডল পানে
তাপ ক'বল ।

নবীন... সোনার চাঁদ আমার, ফল্‌স্-পার্সনিফিকেশান
(False personification), হাউস-ট্রেস্পাস্-বায়-নাইট্
(House trespass by night), দম্পতির-প্রেমে-বাধা
-দেওয়া, পরস্পরী-লুকিয়ে-দেখা,—বাপধন জেলের ভয়
নেই ?

কৃষ্ণ.....(সহাস্ত) আরে জেলের ভয় থাকলে কি আর 'ইঞ্জের'
'একচ্ছত্র রাজহ' চুরমার ক'রে 'সাধারণ-চালিত
রাজদেব' ভিত্তি গাড়া যায় !

নবীন.....(স্নেহে) ওরে আমার লেনীন্-রে ! আয় বাপ,
বুকে আয় !

কৃষ্ণ.....(আশ্চর্যে) লেনীন্ ! তোমরা তাকে চেন নাকি ?—সে
আমার 'র্যাঙ্কে'র (Rank) লোক । আমি কৃষ্ণ ।

নবীন... ..প্রভু, আপাততঃ এখানে না-বলে-আবির্ভাব কি
মতলবে ?—চুরি, চামারী, বাটপাড়ি ?

কৃষ্ণ.....নবীন-নবীনার সম্মিলিত আস্থানে ও নিমগ্নে !

সাধনা.....কিন্তু তুমি যে কৃষ্ণ নও !

কৃষ্ণ.....হাঁ আমিই কৃষ্ণ, নবীনা ।

সাধনা.....তোমার মুরলী ?

কৃষ্ণ.....(বেণ্টেব খাপে হাত দিয়ে) এই ত' নব-দেবী,—একবার বাজাব কি ?

নবীন.....রাধে-মাধব, ওটা এমন সময় এখানে বাজালে গোপিনী ত' গোপিনী, আমার মত নবীনই পাগল হ'য়ে উঠবে, আর 'শাউড়ী-ননদিনীরা' সাবা জীবন রী-রী ক'রতেই থাকবে !

কৃষ্ণের হাস্য ।

নবীন.....আচ্ছা কৃষ্ণ-নাম-ধারী পণ্টন-মহারাজ, তোমার অর্জুন-খানা কোথায় ফেলে এনে চাঁদ ?

কৃষ্ণ.....অর্জুন ? অর্জুন ত' এখানেই ।

নবীন.....(আশ্চর্য) এখানে ?

কৃষ্ণ.....(হেসে) হাঁ হে !—

(নবীনের চিবুক স্পর্শ ক'বে) এই ত' অর্জুন,—আর তোমাব মত বাংলার হাজার যৌবনময় যুবকের প্রত্যেকেই অর্জুন ।

নবীন... মধু-মধু, সত্যি কথা-বার্তায় মনে হ'চ্ছে তুমি
ভদ্রলোকের-জামাই, তবে এমন অভ্যাস কেন বলত' ?
রাত-দেবাত্তে—

কৃষ্ণ.....—আমি কৃষ্ণ। বিশ্বাস হ'চ্ছে না ?

(পকেট হাতুড়িতে হাতুড়িতে) বড় মুন্সিল ত' !
নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে পরিচয়-পত্র দেখিয়ে প্রবেশের
অনুমতি ! সত্যি কথা বলতে কি বন্ধু-বান্ধবী,
যদি সেকাল হ'ত আমি শুধু অভিশাপ দিয়ে
চ'লে যেতাম !—যাক, একালের দেবতাদের নজর
অত ছোট নয় ! এই নেও পরিচয় পত্র—

পত্র প্রদান।

নবীন সংগীত হাত হ'ত। বহুলাংশ নিয়ে কক্ষের পানে
হঠাৎ তাপ পেয়ে এক দান ব'লল -

নবীন..... (হাতুড়িতে) সাধনা, একবার চট্ ক'বে দেখে নেওত' এ
কোন ধানের নতুন চাল ?

চিড়ি প'ড়ে সাধনার মুখেব সন্দেহের জায়া। বধাসে
বিশ্রান্ত হ'ল, নবনের কাত থেকে তাড়াগাডি
বহুলাংশ কাড়তে বাড়তে, সে অনুন্নত ক'বল—

সাধনা..... (অস্বাভাবিক বাগত) ক'রেছ কি, এই রাধাব পত্র,
দেখ প'ড়ে—ইনি কে !

বিভলবাব ঠিক তেমনি বেগে সাধনাকে সবাত্তে
সবাত্তে—

নবীন.....ক্ষেপে যেওনা সাধনা !

(চিঠিটা নিতে নিতে) নাবীর কথায় মাত্র-একবার বিশ্বাস
ক'বে পূর্কয়ে 'আপেল-পাপের' প্রসাব হ'য়েছিল,—
সে 'আপেলের আপীল' আজও হ'ল না !—আবার
আমি এত সহজেই নাবীকে বিশ্বাস ক'র্ব ?

রুধ..... (৩০) বিশেষত, চাপকা পণ্ডিত লিখে রেখেছে—
“বিশ্বাসং নৈব কর্তব্যম্ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ” !

সাধনা..... (৩১-৩২) আচ্ছা দেবতা, তোমারও দেশে এমন কি
একটা 'মুখ দেবী' নেই যে লিখে রেখেছে—“বিশ্বাসং
নৈব কর্তব্যম্ পুংসু প্রভৃতি—”

নবীন..... (চিঠি গাউতে পড়তে অবাক হয়ে) — কি কাণ্ড, এয়ে বাবা
কেবলই গুলিয়ে উঠছে ! সেকলে গয়লানী-রাধী
একেবাবে 'রৈবিক' হ'য়ে কেফটকে সম্বোধন ক'রছে—
ওগো বব,—তার পরে গণ্ডা-দশেক প্রাণ তর্-তর্-করা
কথা লিখে দাকণ অভিমানে ব'লছে—“ওগো আমার
পাথরের ঠাকুর, এমনি ক'বে এতদিন ধ'রে শুধু
সৈন্ত-সামন্ত ও জন-হিতে নিজেকে একেবারে ভুবিয়ে
রাখতে হয় ? তোমার চির-আরাধিকাকে ভুলে যাও,
ক্ষতি কি ! কিন্তু তার কুঞ্জের অজ্ঞাগাবেব উন্নতি দেখা
কি তোমাব কর্তব্য নয় ?”—বাপরে বিধু, কালে-কালে
আরও কত-কি দেখতে হবে !

সাধনার চোখ দুটো এতক্ষণ ধ'বে বোঝাতে চাইছিল
কৃষ্ণে পূর্ণ বিশ্বাস। কৃষ্ণ তা' বুঝল'। মধুর হাস্ত
বিনিময়ের পূর্ব সন্কেচ এডিবে সাধনা আপন-করা
হবে ডাকল—

সাধনা.....(মধুরে) সখা !

কৃষ্ণ.....(মধুরে) সখি !

সাধনা.....(আনন্দিত) -

“কত যুগ ছিন্ত তব ভরসায়।

এলে কিগো তুমি আজি বরমায় ?”

বতক-অস্তমনস্ক নবান্নের ভাত হ'তে বিভলবাবুটা
কেঁড়ে নিয়ে নবান্নে পানে ভাগ ক'বে ধ'বে, সহাস্ত্রে
একবার সংস্কৃত কাণ্ডায ও একবার বাংল। কাণ্ডায
কৃষ্ণ আনন্দিত ক'বল—

কৃষ্ণ.....“পবিত্রাণায় ‘পরানীনাং’ বিনাশায় চ ‘দম্ভ্যনাম্’
‘মুক্তি’-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥”

নবীন.....দেখ, তোমার হাতে যখন তাগ-করা রিতল্‌বার তখন
তুমি যে কৃষ্ণ—এ বিষয়ে আমার কোন সংশয়ই
থাকলেও চ'লবে না ! কিন্তু তবুও স্বামী-রূপী আমি—

কৃষ্ণের ডান হাত তার নবম ছোটো হাতে ধ'বে সাধনা
দৃষ্টিতে আবেগে ব'লে উঠল—

সাধনা.....বন্ধু !

কৃষ্ণ.....(মধুর হাসি মিশিয়ে) বান্ধবা !

নবীন.....(আশ্চর্য্যাব আন্তরিক্যে) এ'্যা, এ যে একেবারে
'ডায়ার-ডায়ারী' ভাব !

সাধনা কৃষ্ণের জাবও কাছে এগিয়ে এস। নবীনের
পানে চাক্ষুণ্যে ছ'জনেই মধুর হাসিতে লাগল।

নবীন.....উঃ, সৌভাগ্য ভারতে এখনও ডাইভোর্স'-কোর্ট্-
(Divorce Court) খোলা হয় নি !

সাধনা.....শুধু তোমাব কেন ? সেটা বাংলার পোনের আনা
'সনাতন স্বামীর' সৌভাগ্য !

নবীন..... ওগো বন্ধুর-বান্ধবী, সময় মত সেটা নিয়ে তোমাব সঙ্গে
বগড়া-রগড়া করা যাবে, আপাতত—

হাস্তমধ্যা সাননাং কৃষ্ণ কচিৎ খেৎক টেন এন
নিজব নাভাং বেইন ক'বে হাসি—

দেখ ঠাকুর, আমি 'উন্নত-যুগের' নবীন হ'লেও সনাতন
স্বামী বটে ত' !—তাই তোমাদেব দুজনের সৌহার্দ্যটা
গাঢ়তর হ'য়ে আমার মরম-খানা মোলায়েম করবার
আগে, আমি তোমার সঙ্গে একটা বোঝা-পড়া
ক'রতে চাই !

কৃষ্ণ.....সেটা চ'লবে না বন্ধু ! তা হ'লে শুধু গোপিনী-গুচ্ছ নয়,
গোপের গোয়াল পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে এমন
বোঝা-পড়া ক'রতে চাইবে যে এই ক্ষুদ্র প্রাণটুকুকে
বাঁচিয়ে রাখা দায় হবে !

নবীন.....যায় প্রাণ ভিল্কে মেঙ্গে খেয়ো ! কিন্তু দেখ, আমার
এই সৌন্দর্য্যের গণি-টুকুব সঙ্গে সদালাপ করবার প্রবল
বাসনা যদি তোমার মনে জেগে ওঠে, তবে তাকে
'বোদি-টোদি' ব'লে সম্বোধন করাই সমীচীন—

সাধনা.....(সবলতা-মাথা উচ্চ হাঙ্গে)—সাহিত্যের মলয় আছে,
সাইকোলজীর নর্জীর আছে, ভাবনা কিসে সখা !

কৃষ্ণ.....তা'-ছাড়া আত্মনেপদী ছেড়ে পরশ্মৈপদীর শরণাগত
হওয়া কৃষ্ণের কুণ্ঠিতে লেখা নেই। 'বৌদি' সম্বন্ধটা
দাদার আনছায়ার মধ্য দিয়ে আর 'বান্ধবী' একেবারে
আপন-করা নিজেব।—

(মধুরে) — বান্ধবী !

কৃষ্ণের দান হাতখানা ভাব ভুলতে দেবে ধ'বে বড়
আপন-করা স্তরে সাধনা কৃষ্ণের মাঝে পূর্ণ সম্মান
বজায় রাখল

সাধনা.....বন্ধু, চির সখা !

কৃষ্ণ নবীনকে কোন কথা বলবার অবসর না-দিয়েই,
একবারে তাকে বস্ত্রের সন্নিকটে টেনে এনে বাজতে
বঠন ক'বে হানু-ত লাগল।

নবীন.....(গির্জা-ঘাটে) — আরে ছো-ছো, কর কি ? তুমি কেউ
না-হ'য়ে যদি রাধা হ'তে, তাহ'লে সাধনার মান
ভাঙাতে আমার সাত-দিন সময় যেত !

সাধনা (নভেলী বাগে) — ওঃ, তুমি যেখানে গিয়ে সুখী হও
যাওনা ! আমার তা'তে কি ?

নবীন.....সুখী সাধনা ? (নৈরাশ্যে ঘান হাসিতে) বাঙ্গালীর সুখ
বোধ-হয় শুধু নরকে !

সাধনা.....(অভিনয়ে) তবে যাও নর, স্বচ্ছন্দে নরকের নারকী হও !

(হবে) “ফিরে এলে হে বিজয়ী

বাখিব তোমারে বন্ধে” !

নবীন.....বটে, তবে, (আর্হাণ্ডে)—

“নরক আমার ইউক মঞ্জুর

বিদায়-বন্ধু, লও আদাব” ।

সাধনা.....(অভিনয়ে) দেখছি সখা, এমনি ক’রে দিন-রাত গায়ে

প’ড়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া করে !

নবীন... . আমার সকল প্রেরণার উৎস ত’ তুমিই !

কৃষ্ণএ তোমার দারুণ অমার্জ্জনীয় অশ্রায় বন্ধু !

দম্পতী এক সঙ্গে মৃত্যু দিল—

{ নবীন... . দেবতা, তোমার ‘স্বর্গীয়’ বিচারশক্তির প্রশংসা
ক’রতে পারছি না, মার্জ্জনা ক’র’ !
সাধনা.....(উৎসাহে)—ডেনোয়াল্-ডেনোয়াল্,—একেবারে

‘আশু-মুখুজ্জ’ !

কৃষ্ণ.....বিনয় বাহুল্য বন্ধু ! নারীর বিপক্ষে পুরুষ দাঁড়ালে কি

বিলাতের, কি স্বর্গের, সব দেশেরই ‘পেনাল-কোড’

একটু সত্রস্ত হ’য়ে কাঁপতে থাকে !

দু’জনে একসঙ্গে স্থগাতি ক’বল—

{ নবীন.....বিচারপতি, তুমি সত্যবাদী !

{ সাধনা.....অবলাপতি, তুমি প্রিয়ভাষী !

কৃষ্ণ.....(ঠাট্টায়) এস 'বন্ধু-বান্ধবা', তাহ'লে আমাদের একটা
'নিজস্ব-সুখ্যাতি-সভা' খোলা যাক !

নবান... দেখে মিষ্টি-বন্ধু, তোমায় আমি প্রাণের-বন্ধু ক'রে নিতে
রাজী আছি, যদি তুমি বাথাকে একশ' বছর বিরহে
কাদানোর 'আর্ট'টা' আমায় চট্-ক'রে শিখিয়ে দাও,
('পর নবম ক'বে)—আর বিনা কষ্টে কেমন ক'রে
ঐ দারুণ সময়টা তুমি কাটিয়েছ তার সঙ্কেতটা আমায়
সোজা ক'রে বল !

সাধনা.....(ঠাট্টায়,— 'উদাত্ত' অনুকরণে) অহো, ভক্ত-রে আমার, সিক্কি
খেয়ে জন্ম-জন্মান্তর হিমালয়ের পাদদেশে সাধনার পর
সাধনাব শরণাপন্ন হও, তবে ত' সিক্কিলাভ ক'রবে !

কৃষ্ণ.....এই ত' আমার বান্ধবীর উপযুক্ত কথা।

নবান.....(স্নেহ দিবে) নমস্কার 'ক্রেটাস-সাহেব',—নমস্কার, সাক্ষাৎ
'সুরেন-বাঁড়ুজ্জর' ভায়রা-ভাই !

কৃষ্ণ.....(হেসে) অভ্যেস দোষ ভাই !

কণেক হাস্ত-বিনিময়ে পরে, হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে
সে বলল—

তোমাদের নিমন্ত্রণ শ্রেষ্ঠ দেবতারও লোভনীয়, কিন্তু
আর যে সময় নেই—বিদায় বন্ধু, আসি বান্ধবী !

কৃষ্ণের পাগলামি দু'জনেরও প্রাণ সম্বন্ধে দাবী ক'বল—

সাধনা ও নবীন ...সেকি আমাদের স্বরাজ ?

কৃষ্ণ.....স্বরাজ আবার কি ?

নবীন.....বিশেষ এমন কিছু নয় !—

(পরিস্কার উচ্চারণে,—স্ব'বাব)

নবীনের তাপিত ক্ষুদ্র 'প্রেয়সীর'

একমাত্র সাস্থনার চিজ্!—বুঝেছ দেবতা !

কৃষ্ণ.....দেবতা ত' আর প্রেয়সী নয় সখা, যে সব জিনিষই
মুখেব কাছে জুগিয়ে ধ'রবে ।

নবীন.....(সত্যতাব জোড়ে) হাজার বছরের ধর্ম্ম-ভীরু ভারত, আজ
সেটা হাড়ে-হাড়ে বুঝেছে :

(দাবীতে) কিন্তু তবু আমাদের স্বরাজ চাই ।

কৃষ্ণ.....(হেসে) সর্বনাশ, স্বরাজ আদায় করা কি সোজা ?
'কালিন্দীকূলের সেরা সতী' হওয়ার চেয়েও শক্ত !

সাধনা.....(হেসে, নিতান্ত বিগমের আভাসে) তাই ত', এমন রগীর সাহায্য
চাই । আমাদের স্বরাজ চাই,—চাই যে ভাই !

কৃষ্ণ.....সই, দেবতার কি সাধা—

নবীন.....(অভিমানে)—তবে 'হাওয়া' হ'য়ে পড়' নৈবেদ্য-মোড়ী !

কৃষ্ণ.....(অমনবে) সখা !—

নবীন.....(অভিমানের তীব্রতায়)—শোন কৃষ্ণ, নবীন চায় শুধু স্বরাজ,
অন্য কোন আশীর্বাদ নয়, যদি সাহায্য ক'রতে অক্ষম
হও,—এই শেষ নমস্কার !

কৃষ্ণ.....(অমনবে) বান্ধবী !—

সাধনা.....(অভিমানে)—শোন বন্ধু, নবীনা চায় শুধু স্বরাজ, অন্য
কোন আশীর্বাদ নয়, যদি সাহায্য ক'রতে অক্ষম হও,
—প্রার্থনা করি তোমরা স্মৃতি থাক !

কৃষ্ণ.....(কিঞ্চিৎ বিবজ্জিতে) কি মুন্সিল, শক্তি সঞ্চয় ক'রে উপযুক্ত
হও তবে ত' শক্তি আশা পূর্ণ হবে !

নবীন.....বাঃ, দিব্য গাইছ দেবতা ! শক্তি ?—‘বিশ্বরূপ’ দেখিয়ে
তুমি না জগৎ-বরেণ্য : এস, আজ আমি তোমায়
‘বাংলাব রূপ’ দেখাব ।

কৃষ্ণ.....সখি, স্বরাজ ভিন্ন অন্য কোন ‘বর’—

সাধনা.....(রান হেসে)—ছি সখা, তোমার সখিকে ‘অসতীত্বের’
প্রলোভন দেখাতে তোমার বুকে একটুও বাজল না—
নিষ্ঠুর ঠাকুর ?

নবীন.....(হাসির সঙ্গে) মাইরি দেবতা, সাধনা-বিবির যদি নিতান্ত
অসুবিধা না-হয়, তুমি বরং ‘বরের’ চাইতে আমার
একটা ‘ক’নে’ দিও !

কৃষ্ণ.....(হেসে) মান্‌লা যদি তা’তেও মিটত, না-হয় সখিকে
বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাখার বোনকে তোমার এখানে
অভিসারে পাঠান যেত ! কিন্তু স্বরাজ পেতে হ’লে
যে ভায়া ‘মতির মালা’ চাই,—শক্তি—সাধনা—

নবীন.....পুরানো ছেঁদো সুরে বেড়ে গাইছ দেবতা !

সাধনা.....সত্যি কথা সখা, হিমালয়ের দক্ষিণে যত সাধক আছে,
জগত ত’ দূবেব কথা, তোমার বৃন্দাবনের
পুষ্পবালাদের সম্মিলিত পুষ্পেব ডালিও বোধ-হয়
তাদের কাছে ম্লান হবে ।

কৃষ্ণ.....সত্যি সখি, সবই সত্যি ! কিন্তু দুঃখ বাঁশ ও বাঁশী
এক নয় ! তারা ধর্মের সাধক, কর্ম জানে না, মানে
না,—তারা স্বরাজ চায় না । তারা তাই কর্ম্ম
স্বরাজীর ‘নীরব-শত্রু’—গলগ্রহ !

নবীন.....ওগো কৃষ্ণ-বিহারী, পঁচিশ বছর আগেকার বাংলার
বুকের রক্ত-ধারার প্রথম 'উৎস-উল্লী' আজ
'প্রশান্ত মহাসাগরে' পরিণত হ'য়ে, সারা ভারতে যে
তুফান তুলেছে,—তোমার রাধা ও সুধার মাঝে মাঝে
তুলে, কুঞ্জ-কুঠিরের একটু ফাঁক দিয়ে, একবারও
কণেকের জন্ত,—সেদিকে একটু তাকিয়ে দেখবার
সাহস কি তোমার হ'য়েছিল ?

কৃষ্ণ.....(আনন্দে ও ভাবে) আরে বল কি ! তা'রা,—তা'রা যে
আমার সেরা দরদী ! তাই তা'রা রাধার মুখের গ্রাস
কেড়ে নিয়ে আমায় চির-বাঁধা ক'রে রেখেছে,—
তা'রাই ত' আমার 'বৈষ্ণব' ঘুচিয়ে একেবারে
'গীতার'-ঘূর্ণীতে ঘোরাচ্ছে,—নারী-মোহন বেশ ছাড়িয়ে,
এমনি বীর-বরেণ্য বেশ পরিয়েছে,—(কল্পিত ও গর্বের মিশ্রনে)
ফাঁসী-কাঠে নিজেদের মাথা লটকে, আমায় প্রেমে
বেঁধে পুড়িয়ে মারছে—

রাধনা.....(হেসে) কিন্তু আশ্চর্য্য সখা, তোমার এত দুঃখে
একটাও শেয়াল-কুকুর কেঁদে উঠছে না !

কৃষ্ণ ... বরাৎ, বেচারাদের বরাৎ নেহাতই মন্দ ! (হেসে)
তোমাদের জন্তু জন্তু-জানোয়ার-কানোয়ার আমায়
ভাল-বাস্‌বার সুযোগ কোথেকে পাবে বল !

একবার সাধনাব. একবার নবীনের পানে চেবে কৃষ্ণ
চট্টাঘাট হাসি হান্‌ল ।

নবীন.....(হেসে কলে) বাঃ, বেড়ে চালিয়েছ রাজা ! আর
হের্-ফের্ কেন মাণিক ?—সোজা বাংলায় ব'লে ফেল
না—“সাধনা-সুন্দরী, তুমি আমায় ভালবাস ?”

সাধনা.....(উচ্চ হাঙে) আর সাধনা-সুন্দরী সরল বাংলায় উত্তর
দিচ্—“যে পুরুষ স্বরাজ-সাধনা না-ক'রে অলু সাধনায়
মাতে, বঙ্গ-নারীর তাকে ভালবাসা যে পাপ !”

কৃষ্ণ.....কিন্তু সেই, স্বরাজ উপভোগ করবার জন্তুই ত' আমিও
সাধনার শরণাপন্ন !

নবীন.....আরে, (হরে) ‘কত কত ঐছন কহব মদন পরতাপে’ !
‘কাম-শাস্ত্রে বশীকরণ অধ্যায়ে’ তুমি পুরো-পুরী মার্ক
পাবে কেষ্ঠ-চন্দোর !

সাধনা.....(অসুন্দার পাবেই হেনে) স্বরাজ, আমরা কিন্তু ভিক্ষে
ক'রে পেতে চাই না—

নবীন.....চমৎকার, এই ত' নবীন-সাধনার কথা !

কৃষ্ণ.....(হেনে) নবীন, দেখছি—নিতান্তই তুমি তোমার
'বৌ-মুখোত্তর' দৌড় দেখাবার জন্তে আজ আমায়
নিমন্ত্রণ ক'রেছ !

নবীন.....না-গো বৃন্দাবন-বল্লভ, 'বিশ্ব-রূপ' দেখিয়ে বিশ্ব-সভার
গর্ব হ'য়ে আছ গর্বিত তুমি,—তাই আজ
নবীন-সাধনা নব 'বাংলার রূপ' তোমাকেই দেখাবে ।

সাধনা.....তাই ভাল, তাই ভাল সখা ! সে রূপ অপরূপ !
(হেসে) সে রূপে যেন তুমি গ'লে যেও না, তাহ'লে
ষোড়শ-গোপিনী গাথা-কান্না কাঁদবে কিন্তু !

কৃষ্ণ.....যদি অমন ধারা দুর্ভাগ্যও হয়, বোধ-হয় সে কান্নারও
তীব্রতাকে স্নান ক'রে বাজবে কেবল সাধনা !
--কেমন ত' ?

নবীন.....(ঠেস দিয়ে) বাজবে বৈকি সখা, বাজবে কিন্তু শুধু
কৃষ্ণের মন-মাঝে !

সাধনা(সবল হাতে)—কৃষ্ণ যদি নবীন হয়,—কারণ সাধনা বাজে
কেবল নবীন-মাঝে !

নবীন..... (কৃত্রিম পাণ্ডিত্যের) —বাসু, এখন রুদ্ধ কর জোড়ের জলদ,
 টেনে খর ভালবাসার ভাবার উচ্ছ্বাসের বজ্রাটা, চকিতে
 চুপি-চুপি চলে চল এই চরণ অম্মসরণ ক'বে, আমি
 'বাংলার নব রূপ' দেখিয়ে দিই।

কৃষ্ণ..... (দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তিতে) 'রূপসী' বাংলা!—তা'র রূপ—
 নিশ্চয়ই অপরূপ!

কৃষ্ণের এই একান্ত বিশ্বাস,—নবীন কবেক যুগ্মের
 তরু নিশ্চলতায় উপলব্ধি ক'বল। কমেই তা'র
 অস্ত্রের উদ্ভাসিতা বাটের প্রকাশ পেতে লাগল।
 আপন-তাবা ৩'য়ে সে উচ্চারণ ক'বল—

নবীন..... (বিকৃত স্বর) আমার বাংলা—রূপসী। রূপসী! :—
 (উদ্ভাদনাৎ) হা—হা—হা—হা !!!

উদ্ভাদনার হাঙ্গে অশ্রুৎ পাবন ব'বে যেতে লাগল
 যখন তার বিজোহা জিহ্বা করুণতানে কেঁদে উঠল—

তা—হা—হা—অপরূপ!—অপরূপ!!—অপরূপ!!!

সমবেদনার সাধনা অশ্রুৎ সাধনা অশ্রুত জানাল।
 রূপ স্তম্ভিত হ'ল। নবীন কতক বাতুল হ'য়ে গেল
 সঙ্গে প্রতান ক'বল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বাংলার রূপ—সাধারণ

বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্যের একপক্ষ (near Gate-Wing) নবীন বৃক্ষাশ্রয়ের বৈষ্ণবস্থানের বাটায় বকেব খানিকটা বেবিস বসেছে; - দবজার ডান্ডিকের দেওয়ালে টাবলেটে লেখা—“কম্বী-বৃদ্ধ”, বাঁদিকেব দেওয়ালের টেবলেট—“নবীন-সাধনা”।

সান্নিধ্যের কাঁকা জায়গাটাব ('Deep' and other 'namu') ওধাবে অনেক বাড়ী-ঘরদোব,—বেবীর ভাগই ভাগাও পরিত্যক্ত। কোথাও স্থান-ভাগাড, কোথাও বা আবাদ বদ্ধ কলাশয। কোথাও শেখাল শকুনীর আধিপত্য; কোথাও বা আবাদ দৃশ্য-পেঁচাব চৈৎকার।

বঙ্গবন্ধু আঁধারে আবত।

বকেব ওপরে নবীনের পতন কক ও সাধনার প্রবেশ

কক.....(ককণ ভাবে) নবীন, সাধনা,—একি এত আঁধার !

সাধনা.....(স্নান হেসে) তবুত', অন্ধকারে তোমায় ভাল দেখাবে ব'লে সখা।

নবীন.....(স্নান হেসে) পাঁচ 'মহাপুরুষের' হাতে প'ড়ে পার্থিব বাংলা 'দেবীত্ব' লাভ করে 'স্বর্গীয়া' হ'য়ে প'ড়েছেন; কাজেকাজেই একটু আয়েসী হ'তেই হবে :—তাই ঘুম তার সোহাগ, অন্ধকার তার আরাম !

কৃষ্ণ.....(ককণ ভাবেব আত্মকো) উঃ, বাংলা এত কাল !

সাধনা.....তবু ত' সখা আমরা ওকে চকিংশ ঘণ্টা ঘোসে-মেজে
ফিট্-ফাট্ ক'বে রাখবার কত চেষ্টাই-না ক'রেছি ।

কৃষ্ণ... ..কল্পনার-মানসী বাস্তব-বাংলা, তোমার আজও এই দশা !
—কি ক'বে এমন হ'ল ?

নিঃসঙ্গ সমস্তই ধার্মা-শা উত্তর ক'ল --

{ সাধনা.....দাসীপনা !
{ নবীন.....অধীনতা !

কৃষ্ণ.... .অসহ্য, এ মৃতি কেন দেখালে ?

সাধনা.....(সমবেদনায়) আহা, কেঁদ' না, কেঁদ' না সাধনার-সখা !
নবীন... ..তবে আশা এইটুকু যে মাঝে-মাঝে এই
'কাল ববণে' এমনি ধারা—

ফ্লাশ্-লাইট (Flash-Light) চ'মকে উঠল ।

—‘বিজলীর রেখা’ ফুটে উঠে বাংলার রূপে একটু
আভার জৌলস দেয় ।

অসম্ভব বাহিব হ'তে একটা ফ্লাসে (Flash) দেখা গেল এক কোণের মতো “কপ” দর্শনে উদ্ভূত
এক,—বাখার-বখী সাধনা তাই যদিও হস্ত ব'রে
মুখপানে চেয়ে আছে,—বাম পার্শ্বে নবীন, নবীনকে
অন্ধে কৃষ্ণের বাম হস্ত ।

আব একটা ফ্লাশ্ (Flash) নবীনকে হস্ত চালিত ।

নবীন.....দেখ সখা, সুরূপ হো'ক, কুরূপ হো'ক—এই বাংলার
স্বরূপ !

বাংলার রূপ—প্রথম পর্য্যায়

নবাবের ক্লাসে দেখা গেল প্রথম পর্য্যায়।—এক যুবক পাঠে বস। সে আধুনিক ছাত্র—বোকা, ছিপছিপে, চোখে চসমা, বাহাবে-চুলেব বাবু। তবল উপজাস ও কবিতাব পাঠাব তাব চোখ, হাতেব পেন্সিল হাতেব সঙ্গে সোতাগে বাস্তব,—স্বপ্নে হব বিখ-জগত তাব বাগদানেব নাউব।

বাংলার রূপ—দ্বিতীয় পর্য্যায়

নবাবের ক্লাসে দ্বিতীয় পর্য্যয়ে দেখা গেল এক যুবতী বেশাবস্তাসে বাস্তব। তান পরণে যিরোজা, মাথার এলা খোপা, পায়ে জবাব পাড়াবা, হাতে এসেসেব স্প্রে। সে আধুনিক অভিনেত্রীরেব জন্ত প্রস্তুত হ'চ্ছে,—তাই, ঘটনাব সে দেখে হাতেব ঘড়ি, তত তাড়াতাড়ি সে স্প্রিং পাম্প্ চালাব।

বাংলাব রূপ—তৃতীয় পর্যায়

নবীনব স্নানসে তৃতীয় পর্যায়ে দেখা গেল এক সজ্জিত যুব। তাব এ “ধারাব টেবিল-হারমোনিয়ামের পাশে এক ‘আলোক-প্রাপ্তা’ যুবতী।

তাব কণ্ঠে বাংলাব কোন এক ‘কামল’ কবিব কাব্য-কথাব-ঢাকা কান্ধাব-সঙ্কেতমব একটা ‘মেবেলী’ গান।

তাব ড’পাশে দুই যুবক। যবে আবিষ্ট করেকটা যুবক-যুবতীব সমাগম.—বলা চক্কব কোন্টী তার গানে মুগ্ধ, আব কোন্টী তাব যৌবনে মুগ্ধ।

নবীন.....(স্নান হাঃ) ওবা বলে—এই-ই সভাতা !

সাধনা.....(বাগে) মানুষ বলে—এই-ই মূর্খতা ।

বাংলার রূপ—আবার দ্বিতীয় ও প্রথম পর্য্যায়

অভিনাঃবণী নব ঢংঘে প্রথম পৰ্য্যয়ে এসে, যুবকের
চোখ সপ্তপনে ছাত দিয়ে হানুতে লাগল। যুবক
তাকে সবচে পালে বসাল। তাদেব চকল চোখ
হ'জোড়া মাঝে মাঝে সবনে বউজলোব সাহায্য নিতে
লাগল, স্নেহ তাবা প্রেমে পা দিল।

বাংলার রূপ—চতুর্থ পর্য্যায়

নবানর মাসে চতুর্থ পৰ্য্যয়ে দেখা গেল খাটে এক
নিবাহিতা শবন ক'বে আছে। বালিসেব ওপব তাব
কনুইযেব ভব, সেই হাত নাচে-পা-ছড়িষে-বনা
শার্মীব গলায় বেটিত। আব এক হাতের অঙ্গলি
সংযোগে সে তাব স্বামাব মাথাব চুল চিকিয়ে
দিচ্ছে। দ'জনেব মুখ কামেব ছাপ,—দ'জনেই প্রেমে
মনুঙল।

এই পৰ্য্যায় দেখে নবীন সাবনার গানে সবস উজ্জিত
ক'ল। চাপী হাসির আভা মুখময় চাডয়ে সাধনা
দেখেব পানে তাকাল। রক দ'জনেকে দু'হাতে একটু
জোবে চেপে ধ'রে—

কৃষ্ণ.....(হাসি চেপে) এই অপ্ বাঙ্গালী, জেবা সরম্ কোরো !

তিন জনেই হাসল।

বাংলার রূপ—আবার তৃতীয় পর্য্যায়

সকলেই কামে বেগু উঠছে !

নবীন.....দিব্যা, চালিয়েছ ভায়ারা !

সাধনা.....আঃ !

নবীন... ..(রেসে) বাংলার ‘রূপ’ আশ্বাদন করছ সখা !

কৃষ্ণ.....খুব,—পরম তৃপ্তিতে ।

সাধনা.....তৃপ্তিতে !—ছলনা তোমার মজ্জাগত হ’য়ে প’ড়েছে
সখা ।কৃষ্ণ.....সত্যি না সখি, নবীনেব বাংলার ‘অন্ধ-রূপে’ আমাবণ্ড
আত্মা অন্ধ হ’য়ে উঠেছিল ।নবীন... ..(খেদে) আর এমন সুরূপে তোমার আত্মা একটু আলো
পেলে গোপিনী-নাথ ?

কৃষ্ণ.....কুরূপ হ’লেও, প্রাণ আছে ।

সাধনা.....সখা, এর চেয়ে অন্ধকার ভাল !

কৃষ্ণ.....না সখি, অতাত্বেব চিব-অচলায়তনে-বদ্ধ বাংলাকে
ভবিষ্যতের আশাব-নেশায় উন্মাদ হ’তে হ’লে, কিছু
পদস্থলনেব সম্ভাবনা ;—তাই ব’লে সেটাকে ক্ষোর
ক’রে বন্ধ ক’রলে অগ্রসর হবার পাথে যে অন্তরায়
হবে ।সাধনা.....মানি সব, কিন্তু দেখছ কি চলেছে ?—এ যে নেশা,—
নেশার চেয়ে ভয়ঙ্কর !

কৃষ্ণ.....অবাক্ ক'রলে সাধনা,—গান ত' তোমার ভালবাসা !

নবান.....(হেসে) ছেড়ে দাও সখা, ওর ভালবাসার অন্ত নেই।

যে ওকে একটু মন দিয়ে চায় সেই ত' ওর ভালবাসা।

সাধনা.....(আত্মবিক্রম) সে সত্যি সখা, গান আমার প্রাণ।

কিন্তু দীপকের সময় মল্লার ! ঋষদ-খেয়ালের সময়

ঠুংরি-টল্লা ?—সেত' গান নয়, গানের অপমান ! ছিঃ,

এই কি 'অধীন' বাংলার গান !

নবান... ..(ঠাট্টা) রামচন্দ্র, এটা খেমটা নাচ '

সাধনা.....ওগো তার চেয়েও অধম। গান লোককে যতটা

উঁচু কবে ঠিক ততটা নীচু কবে। বাংলার এখন

দবকার প্রাণ নয় যৌবন। কিন্তু এ গানে যৌবন নষ্ট

হয়,—ভীরা ক'রে—

নবীন..... (কয়েকটা বাজছে, বিজলবার এগিয়ে দিয়ে)—এই নাও, তবে

যাপ্ত সাধনা, এ গানের রচয়িতাব শির লে'আও !

কৃষ্ণ.....হাসি নয় ভাই ; যে গানে যৌবন নষ্ট কবে, কাপুরুষ করে, 'স্বাধীনতা-পিয়াসা' বাংলায় তার স্থান হওয়া উচিত মদের গেলাসের পাশে। আর সেই গান রচয়িতার—

নবীন.....—মস্তক চূর্ণ করা উচিত, কেমন ত' ?

(অ' ভনয়ে) তবে যাও, যাও বীরা-সাধনা, হত্যার কবালমূর্তি দেখাও সেই ভারু-ইন্জেক্ট-কারীদের !—

কৃষ্ণ ও উচ্চহাস্য, নবীন সবল অনুযোগের আত্মবিকার
বল্লভ লাগল—

হাসলু সখা, তুমি ত' জান', এই-সব হাওয়া-ওড়া কামে-ভরা 'কোমল'-কবি-দল একদিন নাকি মাত্র 'সতের জন সেগুদের' এক রকমে বাংলার 'স্বাধীনতা ও সত্য হরণ' করবার সহায়তা ক'রেছিল, আর আজও আব এক রকমে হাজার বাঙ্গালীকে 'নাবড়ী পরিয়ে' 'নালিকা' ক'রে তুলছে—

কৃষ্ণ যাতে কে তুমি যুবক, বিশ্ব যাদের গুণগ্রাহী তুমি সেই বিশ্ব-কবিদের সেই মহাজনদের শ্রবস চাও ?

নবীন.....সখা, আমি নবীন, আর এই আমার নবানা সাধনা,—
আমারই প্রেয়সী,

(স'লভায়) 'স্বাধীন' বিশ্বের পক্ষে যা' অমৃত, হয়ত 'স্বাধীন' বাংলার পক্ষে তা' গরল !

সাধনা.....(অভিনয়ে) অহো, যাও স্বামী, যাও প্রিয়, যাও বীর, ধর
অস্ত্র, কণ্টক উচ্ছেদ কর, গবল মুছে ফেল, গরলের
ফোয়ারা ধ্বংস কর !

নবীন(ঠাট্টায়) আরে ছো, শত্রু ছোট হ'লে তার উপযুক্ত সৈন্য
পাঠানই বীরহ ! 'নারী-হৃদয়' কবিদের বিপক্ষে নারীর
সংগ্রামই শোভা পায় !

কৃষ্ণ.....কি আর ক'রবে, তবে যাও সমরঙ্গণে সখি ! জানত',
নারী আমার অবসর সময়ের আনন্দ । সুতরাং আমি
'নারী-হৃদয়' কবিদের উচ্ছেদের পক্ষপাতী হব কোন
প্রাণে ?—বরং, নিতান্তই যদি দরকার বিবেচনা কর,
অল্প বিস্তর ভয়-টয় দেখিয়ে কাপুকষ কবিদের সুপুরুষ
ক'রে তুলে কাজেব-কাজী ক'বে নিও ।

বাংলার রূপ—আবার প্রথম পর্য্যায়

যুবক-যুবতী চোখো-চোখী, আর মুখো-মুখী ।

সাধনা.....ছি, ছি, বাংলার তকণ-তকণী,—বাংলাব ভবিষ্যৎ ।

নবীন.....(গটায়) কিন্তু ওদের কবিতাভিনয়টা খুব বেশী দূষণীয়
' কি প্রিয়া ?—দেখত, ' সখাব সখি, প্রেমে ওদের কি
অনাবিল সাধনা !

কৃষ্ণ.....চল ত' সাধনা, আমবা ওদের সাধনাব একটু পরখ
ক'বে আসি ।

কৃষ্ণ ছুঁজনকেই টেনে নিয়ে চ'লল । পায়ের শব্দে যুবক
ত্রস্তে যুবতী ছেড়ে বউটার মনোনিবেশের তাপ ক'বল ।
আশ-হত' যুবতী কক্ষের পানে বাবু-বাবু বিরক্তিব
কটাক্ষ নিক্ষেপ ক'ব্বে লাগল আব কক্ষের হাসিব
বেগ উচ্চ হ'তে উচ্চতর হ'তে লাগল ।

যুবক.....(দাক্ষিণ্য বিবর্তিত) কে আপনি ?

কৃষ্ণ.....(সহাস্তে) শ্রীকৃষ্ণ ।

যুবতী... .. (বাগে) শ্রী—জান কৃষ্ণ !

কৃষ্ণ অসম্মিত মধুর হাস্তে সে আরও ধলে উঠল ।

যুবক.....বিনা অনুমতিতে ভ্রমলোকের ঘরে প্রবেশ করা—

কৃষ্ণ....—বিদেশী কায়দায় অশোভনীয়, কেমন ত' ? কিন্তু সে
কায়দা মানবার দবকাব বিবেচনা কবি-না যুবক।
তুমি-আমি সহকর্মী : আমাদের মধ্যে আসবে
কায়দা।

দুবক্তা.....আপনাবা কি চান ?

কৃষ্ণকি চাই ?—সবই ত' চাই। তোমাব কাছে চাই নারী,
তোমবা নিজেরা শক্তির আধাব হও,—ওদের শক্তিময়
হ'তে সহায়তা কর। আর ওদের কাছে চাই, ওরা
যেন এমনভাবে নিজের মানুষ ক'বে তোল যে
বাংলাব হাতছানিতে ছুটে যায়, বাংলাব সঙ্কেতে
সাড়া দেয়।—

(বউগুলো দেখে) —একি 'কোমল কবিতা' ! চমৎকার
যুবক, বাস্তবে নারী, চিন্তায় নারীহ।—

বউগুলো দূরে কোণে

—এমন ক'রে তোমার পৌরুষের হানি করবার এখন
আর সময় নেই। দ্বারে যে নব্বীনের আহ্বান, প্রস্তুত
হও ! দরকাব হয়, স্বাধীন ভারতে অবসর মত
'কোমল-কবি'দের সম্মান ক'ব'। এখন কর্মের দিনে
প্রস্তুত হও কর্মী, প্রস্তুত হও !

বাংলার রূপ—আবার চতুর্থ পর্য্যায়

কৃষ্ণ, নবীন, সাধনা, —সবাই সমুপগমে চতুর্থ পর্ষাঘের
সামনে এগিয়ে এল।

সাধনা একবার প্রেম-বত দম্পতীর পানে চাইল,
তাই পণ মুচুকী হেসে কক্ষকে আবার বেশী আগ্রসর হ'তে
মধুরে মানা ক'ল। কক্ষও মধুরে সাধনাকে উপেক্ষা
ক'বে, কোমল তবস্বারে, বৌটিকে ডাকল।

কৃষ্ণ.....বৌদি,—

বৌটি লক্ষ্যে ঘোমটা টানল

—দ্বারে নবীনের আহ্বান, দাদা-খানার সময়ে মাথা
তোলবার অবস্থা রেখ।

স্বামী.....(উদ্বেগে চক্ষু দাক্ত বিবর্তিত) কে—রে, এগিয়ে আর ত' ?

বৌটি তাকে ধ'বে পেভনে টানতে লাগল।

ওবা তিনজনই তৃতীয় পর্ষাঘের সামনে ঘুরে বাকব দাঁড়
এল।

সব সময়েই কৃষ্ণ বাব-বাব বলতে লাগল—

কৃষ্ণ.....—দ্বারে নবীনের আহ্বান, প্রস্তুত হও কম্বী !

সব পর্ষাঘের সমস্ত সবাই গাল ক'বে উঠল--

সবাই.....কে ? কে—?

বহুসংকে পূর্ণ আলো।

সবাই.....(সম্বরে) — কে—বে ?

কৃষ্ণ.....আমি শ্রীকৃষ্ণ।

সবাই.....(সম্বরে) — শ্রী—হীন কৃষ্ণ !

কৃষ্ণ (উচ্চে) — কী ?

সবাই.....(জোবে) — শ্রী—

কৃষ্ণ (দুই হাতে দুই রিতলবার নিয়ে আবও জোরে) — কী : ?

সবাই.....(সতবে, আশ্বে) — শ্রীকৃষ্ণ ।

রিতলবাবু দেখতেই সাধনা কেমন এক রকম হ'রে
সিবে ভাড়াভাড়া কৃষ্ণ হাত হ'তে সে-ছোটো ছিনিষে
অন্ধরে বেধে এল।

কৃষ্ণ(সহজ কণ্ঠে) — দ্বারে নবীনের আহ্বান, প্রস্তুত হও কন্মারী।

বহুসংকে আবাব আলোক-হীন, কেবল ক্লাসে পূর্ববৎ
তিন মুক্তি।

কৃষ্ণ.....কি দেখালে সখা, এ-যে ভীকর দল,—
নিরাশা-দুরাশাময় !

সাঁধনা.....ছি ধোমান, অধৈর্য্য তোমার শোভা পায় না।

নবীনের কাছ থেকে ক্লাস নিয়ে

এই দেখ সখা, সাধনার নবীন 'বাংলা-রূপ' !

বা'লার রূপ—পঞ্চম পর্য্যায়

পঞ্চম পর্ষায়ে জ্ঞান। হৃদুট বাহ্যাবান যুবক।
 আপ-পাশে এক্সার্সাইজের (Exercise—Physical)
 সবজ্ঞান। শরীর চর্চার পব অবসাদ সময়ে সে
 “দীতাম্” মন দিয়েছে। তাব বাচে এক কুমারী—
 তখনও ‘কীপিংয়ে’ মত্ত।
 কৃষ্ণের আশাখিত দৃষ্টি, আনন্দ অগ্রসর।
 নবীনব হাসি, সাধনাব তৃপ্ত।

সাধনা... ..ওরে—ওরে, দেখ—দেখ, তোদের শ্রীকৃষ্ণ এসেছে।

আশ্চর্য হ'য়ে, ‘যুবক’ ভাল-ক'রে কৃষ্ণকে দেখে আনন্দে
 ‘কুমারীকে’ বলল—

যুবক.....(আনন্দে) ‘এ—ই’, সর্দার !—

কুমারী.....নমস্কার, সর্দার !

মুখে আনন্দ ও তৃপ্তির ছাপ।

যুবক.....(কাজের কথা বলাব ভাবে) সর্দার, বস্তুংয়ের সঙ্গে যু-যুৎ-হু

ও টার্গেট-প্রাক্টিস্টা (Target-Practice)

না-হ'লে আর—(নবীনকে দেখে, আনন্দে) নবীন দা' ?—

(তৃপ্তির হাসিতে) ওঁ ত্রয়ী, নবীন-সাধনা-কৃষ্ণ !

(কুমারীকে বাস পাশে নিয়ে)—‘এ—ই’, সত্যিই আমাদের

‘শুভদিন’ আগত !—সকলের ‘নিমন্ত্রণ’ !

কুমারী.....(খুচ কি হেসে) সকলের যোগ দেওয়া চাই।

সকলের হাস্ত।

সাধনা বস্তু পর্ষায়ে জ্ঞান নিয়োগ ক'রল—

বাংলার রূপ—ষষ্ঠ পর্ধ্যায়

বন্দী,—“অন্ধকারার বন্ধ ঘরে”। কৃষ্ণকে দেখে
আশায়-উষ্মিয়ে সে ‘সালিউট’ (‘Salute’) ক’বুল,
সন্মানের সঙ্গে কৃষ্ণ ‘রিটার্ন’ (‘Return’) দিল।

বন্দী ছু’হাতে হাতছানি দিবে আনন্দে ‘কাহাদের’ ডাকল।
তাবা এল,— তাদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাল
কাপড়ে মোড়। কৃষ্ণকে দেখে তারা আনন্দে লাকাতে
লাগল, কৃষ্ণ সবদাই সালিউট (Salute) ক’রে রইল।
তাদের প্রত্যেকেবই শবাবে অনেক রকম অত্যাচারের
চিহ্ন। সেই চিহ্ন দেখিয়ে প্রত্যেকেই ‘কি-যেন-কি
ব’লুও চায়।

সমবেদনাব আভির্ভাষে কৃষ্ণ করুণতার পূর্ণ-হ’য়ে সজল
চোখে ব’লে উঠল—

কৃষ্ণ.....(কারাব হবে) সাধনা, সই !—

কৃষ্ণের চোখে জল।

নবান নিমিষে সাধনার কাছ থেকে ক্রান্ত কেড়ে নিল।

কৃষ্ণ.....(চোখ মুছে, কৃত্রিম হাসিতে)—কি নবান, ‘সাধনার প্রিয়দের’
দেখে তোমারও যে চোখ ক’লসে গেল ?

সত্যের আনন্দে সাধনা জানিয়ে দিল—

সাধনা.....(উৎসাহে) আরও অনেক আছে, দেখবে না সখা ?

নবীন.....(চোপ মুখে) স্বামী জাতটাই বড় হিংস্রকে সাধনা !
তোমার আর মেলা 'প্রিয়ের' মিলন হ'লে, গরম হ'রে
শেষে সবাই কি-একটা কাণ্ড ক'রে ব'সব !—সে কাজ
নেই । তার চেয়ে এস সখা, সাধনার 'প্রিয়' ছেড়ে'
সবাইয়ের এক 'অপ্রিয়-প্রিয়'কে দেখাই ।

নবীন সাধনার পানে চ'টক,—উচ্চা স্বানাস্তবে পাঠায় ।
তাই তাকে ব'লল

সাধনা, সখার জলযোগ '

সাধনা.....(অতিমান) না, আমি যাব না ; সখা দেখছ—
নবীন.....(অহিন্যে) অতিথি সৎকার—

সাধনার মুখ-ভাষা । কৃষ্ণের মধুর হাতে প্রথমে সে
জুহুটি ক'বল,—শেষে, সহাস্তে কিউ অনিচ্ছায়, সে
প্রস্থান ক'বল ।

নবীন.... (হেসে) দেখ, দেখ, অপূর্ব রূপ ব্রজমনোহর,—

নবীন সপ্তম পদ্যে ক্রান্ত নিবেগ ক'বল—

বাংলার রূপ—সপ্তম পর্য্যায়

বিছান-করাসের তাকিয়া ঘেস্ দিয়ে অর্ধশায়িত
অবস্থায় ঘুণায়-চিন্তায় চকল,—পাশে আদরের মদের
সবজাম ও অনাদরের তবলা।

চকল.....(ঘুণাব,—বিবজ্রিতে) -ছি-ছি-ছি এই আমার 'প্রাণ' !
'বান্ধালো প্রাণের' এই দশা ! অত্যাচারে-অনাচারে,
আজ, এত অকর্ম্মণা—এত জড়তাময়, যে আধমরা
প্রাণের পুরোনারা প্রলেপের চিহ্ন—আবার অত্যাচার
—এই—এই—

ঊরাদেব মত তবলা, মদ প্রভৃতির দিকে অঙ্গুলি
নির্দেশ ক'রতে লাগল।

(কক্ষপতাধ) আর-না, আর সময় না—

ডিকান্টাও তুলে মস্ত পান—

এমন সময় ছুঁচাবজন 'বিদেশী'-নাচ-গুয়ালী জোপলী
সাঙ্গে টাংগোবান্ বাজাতে-বাজাতে বেগে প্রবেশ
ক'বল। আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে চকলের আশে-পাশে
বুরে-ফিবে তাবা কিপ্রগতিতে 'বিদেশী আনন্দ নাচ'
নাচতে লাগল।

চকল.....(কক্ষনের হবে)—হা-আ—, এদের প্রাণ,—বিদেশী প্রাণ—
এই, এই বুকো,—এত জোরে,—এমনি পদাঘাতে—
আনন্দের পর আনন্দ আশ্ফালন ! অ—ওঃ—

চকলের মস্তপান।

আব একদল মিশৰী বেকী 'বিদেশী'-নাচ-গুৱালীৰ প্ৰবেশ
ও হুই পানেব জীপ্‌সী নাচের মধো তাদেব
“কাম-কলার নাচ”।

চঞ্চল.....(উন্মাদেৰ হাতে) হাঃ, হাঃ, শুধু অত্যাচাৰ নয়, শুধু
পদাঘাত নয়,—আবার রক্তে-রক্তে কামের বীজ বপন !
—চমৎকার ! চমৎকার !—

আবার মজ্জাপান। কণেক পবে শক্তিমানেব মত উঠে
দাঁড়িয়ে সে দাবী ক'বল- -

চঞ্চল.....নাঃ, চ'লবে না,—হ'তে দেব না —‘বিদেশী’র
অত্যাচাৰে-অপমানে নিজেদের এত জখম এত জড়
হ'তে দেব না ! --

এক হাতে মদেব বোতল আব এক হাতে তব্‌লাব
হাঙড়া নিয়ে—

চঞ্চল.....দূৰ্ হ'য়ে যা',—দূৰ্ হ'য়ে যা',—দূৰ্, দূৰ্—

সব নাচ-গুৱালীখ; দূবে সরে গেল।

আমায় উঠতে দে'--আমায় বাঁচতে দে',—আমি
বাঁচব—আমি বাঁচব !

প্রাণ দিয়ে তখন সে তার 'প্রাণের' যৌজ ক'রতে
লাগল। তার স্বর বড় করণ, বড় আবেগময়—

'প্রাণ'-আমার ! —— 'প্রাণ'-আমার ! —— আমার
'বাংলা-প্রাণ' !

দুঃখ-শোকে-ক্ষোভে, চকল বিছানাব উপর লুটিয়ে
প'ড়ল। 'বিদেশী'-নাচ'ওয়ালীরা সভায় উঁকি মেরে
মাঝে মাঝে দেখতে লাগল।

অপবদিক হ'তে একদল নর্তকী-বেবা এক নর্তকী-রাগী
('আশা') প্রবেশ ক'বল। তার স্বর্গীয় বেশ, সৌন্দর্য্য, শাস্ত্র নাচ, সাস্তুতাব ভাব।

এ স্বর্গীয় নর্তকী-বা-গায় ('আশা') প্রথম দর্শনেই
'বিদেশী'-নাচ'ওয়ালীরা পালাল।

অনেক পবে সজল চোখে চকল মুগ তুলল—

চকল.....কে তুমি ?— 'আশা' ?

বাণীব সম্মতিব সকেত, চকলেব সজল চোখে আনন্দের
হাসি।

'আশা',—আসবে,—সে আসবে ? আমার 'বাংলা-প্রাণ'
ফিরে আসবে ?

তাবা নাচে এই ভাব দেবাল— 'আসবে, সে আসবে'।

চকল.....(উৎসাহে) সত্যি আসবে ?

নাচ সম্মতি জানাল।

চঞ্চল(তবে) কোথায় সে!—কই সে 'বাংলা-প্রাণ'!

'নাচ' দেখাল সে অন্তরে।

চঞ্চল.....অন্তরে! অন্তরে!—

অন্তর তবে এখনও সজাগ আছে?

আনন্দে, উৎসাহে, ও তাবের আতিশয্যে—

এস অন্তরের প্রাণ,—এস 'বাংলার প্রাণ',—দেখা দেও,
দেখা দেও!..

এখনকের তেতন থেকে আস্তে আস্তে হুঁড়ে উঠে
লাগল এক মূর্তি। তাব সর্ব্বাঙ্গ 'কাল' কাপড়ে মোড়া,
সে আর নিশ্চল।

সে মূর্তি দেখে চঞ্চল আশ্চর্য হ'ল,—তাব যব কেনে
উঠ'ল।

চঞ্চল.....এ্যা! এত কাল, এত কলঙ্ক! এই প্রাণ,—আমার
প্রাণ, আমার 'বাংলার-প্রাণ'!

কারার আতিশয্যে চঞ্চল মূর্তির মত হ'ল প'ড়'ল।
'আশার-বল' সেই নাচ আরম্ভ ক'ব'ল, যে 'লাঞ্জে'
জগন্মাতা নিখিল নটরাজকে জাগিয়ে তুলেছিলেন।
ক্রমে 'অনুব'-হ'-তে-উঠা মূর্তির ওপরেব আবরণ ব'সে
প'ড়'ল। 'আশা' হাত ধ'বে আনন্দে সেই 'নরকী'কে
তুল'ল।

‘নভকী’র বাঙা কাঁচলী, কটির কাপড় রাঙা, হাতে
রাঙা কবা, বাঙা অধরে রঙিন হাসি। সেট হাসিতে
‘আশা’র সজ্জিনীবা যোগ দিল।
আন্তে-আন্তে চকল উঠতে লাগল, --আব ‘আশা’র
আনন্দ হ’তে লাগল।

চকল(অথাক হ’বে)—তুমি ?—তুমিই ‘বাংলার প্রাণ’—

হা’সব-বাণি ছাউঃ প্রস্তাবের পথে সজ্জিনী-সহ ‘আশা’
জানিয়ে গেল—

আশা.....—হাঁ, ‘কালি-মাখা’ ‘বাংলাব প্রাণ।’

‘আশা’র মনেব প্রস্তাব।

চকল... ..তবু এত সুন্দরা! অপূর্ব সুন্দরা! ‘নভকী’,—‘প্রাণ’
আমার—আমার ‘বাংলা-প্রাণ’।

চকল ‘নভকী’কে গ’বতে গল, ‘নভকী’ স’বে গিয়ে
হাসিতে লাগল।

তাদেব অলঙ্কা। বিদেশী-নাচগায়ালীদেব পাণ্ডালা
আন্তে-আন্তে এগিয়ে আসতে লাগল, সঙ্গে-সঙ্গে
‘নভকী’র লাস্তে ভংগারিত হ’বে কামেব ছায়াব
বিকাশ পড়তে লাগল। ‘বিদেশী’-নাচগায়ালীদেব
পায়েব তাল পড়তে লাগল। তাদেব পিচ্কিবী
হ’তে এসেগের গকে ‘নভকী’ ভ’রে উঠল, আব তাব
‘লাস্তে ‘কাম-কলা’ ফুটে বেকতে লাগল।

চকল.....ও-নয়, ও-নয় ‘নভকী’।—দাগা প্রাণে তাজা তাল ফুলতে
হবে ‘প্রাণ’!—আজ প্রাণ চায় পূর্ণ-প্রাণ!

বিদেশী'র তালে 'নর্তকী'র লাস্ত-কাম-কলা আবণ্ড
কুটল।

চকল.....(নৈরাশ্রে, পারলে না।—প্রাণ জাগাতে পারলে না!—

দিতে পারলে না, 'প্রাণ'!

'লাস্তে' কামের বলক। চকল ডিকান্টাব মুখে
ব'ল। আকর্ষ পান ক'রে দম নেবার মুখে চকল
ঝঙ্কার দিল--

চকল.....(সুগাথ ও বিবক্তিতে) নোংরা, নিজে নোংরা, আমারও
ভুবিয়ে রাখতে চাস নোংরায়!

'নর্তকী'র মুখে বাখা—তবুও 'লাস্তে কাম'। চকলের
আবাব মগ্নপান। মিশরী-বেশীরা লাস্তের কামে
সাজা দিল।

চকল.....(চকল হ'রে)।—দূর-দূর, সব দূর হ।

বিদেশী... ..(একসঙ্গে)।—লাঙ্কিতাই প্রাণ।

চকল.....(জোব গলাব)।—নাঃ—আমার 'প্রাণ'কে আর লাঙ্কিতা
থাকতে দেব না।

'লাস্ত' আরও চ'লল, মিশরী-বেশীদের যোগদান।

বিদেশী... ..(একসঙ্গে)।—লাঙ্কিতাই প্রাণ।

চকল.....(নবম গলাব)।—না,—আমাব 'প্রাণ' লাঙ্কিতা থাকলে
আর-যে চলে না।

আব ও 'লাস্ত', আবণ্ড মিশরী কাম-কলা—

বিদেশী.....(একসঙ্গে)।—লাঙ্কিতাই প্রাণ।

প্রবাব চকল চূপ।—পাংপেবের মত নিশ্চল।

‘লাসো’ৰ চৰমভাব কাৰ-কলার ভীৰুটো। চকল
মহাশয় সৰ্পেৰ জাৰ ‘নৰ্ত্তকী’ৰ অনুসৰণ ক’বতে লাগিল।

সৰ নাচ-ওবাৰীয়েৰ জৰেৰ আনন্দ নাচ। চকল
একেবাৰে মুগ্ধ। তাৰ এক হাতে প্লাস, আৰ এক
হাতে ‘নৰ্ত্তকী’। জ্ঞান-হারা চকল দুটোকেই যেন
একসঙ্গে অধৰ লৰ্ণ কৰাতে চাব :- কাড়ে—কাড়ে—
আৰও—আৰও—

কৃষ্ণ.....(সৰ্দ্ধাৰী আদেশেৰ সৰে) চন্-চন্ (চকল) !

চকল খাম্বল, তাৰ চকু বিস্তাৰিত।

কৃষ্ণ... ..(আৰও জোৰে) বজ-সেনা !

চকলৰ হাতেৰ প্লাস প’ড়ল। আবেশ-মাৰা ‘নৰ্ত্তকী’
চ’মকে উঠে চকলেৰ ডানহাত চেপে ধ’বল। সে হাত
ছাড়াতে দেবী হ’ব বুঝে, চকল ‘নৰ্ত্তকী’কে টানতে
টানতে ডাকব সন্ধান চ’লল। তখন আৰ সৰ
নাচ-ওবাৰী পৰ-পৰ তাকে বাধা দিতে এস,—কেউ
আঁচস কেউ কাঁচুলীতে তাকে বাধতে চাব। সৰ
বাৰা ভুজ্জ ক’বে,—কোনটা সৰিবে, কোনটা বুকেব
ওপৰ নিবে,—শক্তিমান চকল চ’লল ডাকৰ উদ্দেশে।
সে কৃষ্ণৰ সামনে এসে ‘এ্যাটেন্‌শন’ (‘Attention’)
হ’ব নাড়াতে চাইল, কিঞ্চ পেছ-টানে তাৰ দেহ অল
কাম্পিত।

কৰেৰ সৰ্দ্ধাৰ জাৰ,—মুখ গম্ভীৰ, দৃষ্টি দীপ্ত।

এ নকে এবাৰ অসম্ভাৰা বাৰাৰৰ খাম্বা হাতে গুৰ্জিত
সামন্যৰ প্ৰকাশ।

কৃষ্ণ(চীৎকারে সর্দারী আদেশ) বজ্র-সেনা, 'সালিউট' ('Salute')!

সাধনাব জাতের খালা প'ড়ল, কিন্তু কেউই সে দিকে
লক্ষ্য ক'বল না। চকলের কাছে তোলা ডান হাতটা
সঙ্গে সঙ্গে বাধা-দেওয়া 'নর্তকী'ও উঠল।

কৃষ্ণ নব্বমে এই চমৎকার সালিউটের 'রিটার্ন'
('Return') দিল। তাৎপৰ্য্য মধুর হাসিতে ছত্রাত
বাড়িঘ আদবে ডাকল—

কৃষ্ণ.....(মধুরে) প্রিয়, বন্ধু।

চকল(মধুরে) সর্দার, সখা।

'নর্তকী'-নাচু ওখালীবা হবে স'বে গিয়ে ভয়ে-অবাক
মুগ-চাওবা-চাষী ক'বতে লাগল।

সাধনা.....(আশ্চর্যে) —চকল ঠাকুরপো!—

চকল ভাড়াভাড়ি 'নর্তকী'কে পেছনে লুকাতে চেষ্টা
ক'বে ভয়ে-সমুপ্ত-কষ্টে হেসে—কোন বকমে ছাব
মহাশয় একা ক'বতে লাগল।

চকলবৌ-রাণী!

'জবাক-হস্তা' 'নর্তকী'র বেগ নেখে, সাধনা ক্রোধে তাকে
আবৃত্ত করে, একেবারে নিজের বুকের কাছে টেনে
নিল। 'নর্তকী' সময়ে চমকে চাউতে লাগল।

সাধনা.....(আগন-করা তিরকারে) আর অমন-ধারা ক'রলে আমি
ভারী রাগ ক'রব কিন্তু !

সাধনার এত আগন-করা ব্যবহারে 'নর্তকী' গল্পটিত
হ'ল—কষ্টে তার মুখ হ'তে না'র হ'ল—

নর্তকী.....আমি যে অসতী !

নবীন.....অসতী !—তা' বটে, অনেক দিনের অনেক কারণে শুধু
চঞ্চলের 'প্রাণ' কেন, সারা বাংলার 'প্রাণ'ই ত'
অসতীত্বের যুগে 'জবু-ধবু' হ'য়ে আছে ।

সাধনা.....কিন্তু চিরকালে অসতী একটা সাড়ায় এক নিমেষে যে
হ'য়ে ওঠে সতী !

কৃষ্ণ.....ঠিক ! সতী-অসতী, সৎ-অসৎ, সবাইয়ের সম্মিলিত শক্তির
অর্ধ্যোই স্বরাজ-সাধনার সাফল্য ।

সাধনা.....(নর্তকীকে) তাইত', তোমাকেও আজ হাতে হবে
কলঙ্ক মোছা তাজা 'প্রাণ,'—আমারই বোন । হবে না
বোন ?—

*নর্তকী'র চোখে জল, সেট জল মুছাতে মুছাতে—

ছি বোন, নিজেকে দুর্বল মনে করাই সবার চেয়ে বড়
দুর্বলতা !

কৃষ্ণ.....সই, সত্যি তুমি আজ অসতীরও সাধনা ?

সাধনা.....সখা, আজ সাধনার বড় দরকার সবাইকে,—সতী,
অসতী—প্রত্যেককেই ।

নবীন..... (চকলকে) দেখেচিস্, আমার সাধনার উদারতা !

চকল.....ধাক্, মেলা বেঁটিও না ভায়া ! আমার ওসব জানা আছে । কাজের সময় সবাই একেবারে কাজী উপাধি পায় ! তাছাড়া সতী-মহলে সাধনা : আজকাল পায় শুধু ‘অঁতুড়ে গন্ধ’ আর ‘জ্বীরোগ’ ।—সুতরাং অল্পটুকু হওয়াই স্বাভাবিক । বিশেষতঃ এই মাত্র সেদিন, ‘ঝড়ের রাতে ও প্লাবনে’, ‘সতীর বন্ধ দুয়ারের পাশে’, ‘অসতী’, ‘শোষণ-জর্জরিতের ও দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের’ নিশ্বাসে অশ্রু মিশিয়ে টেকা তুরূপ ক’রেছিল, —আরে তাইত’ তোমার সাধনার এত উদারতা !

নবীন.....ওরে নোনা-নিধিলে-নেমকহারাম !

এতক্ষণ সাধনা ও কৃষ্ণ দুজনে ‘নর্তকী’র হ’াত ধরে তাকে অনেক কিছু বোঝাতে চাইছিল । চকলচূপ ক’রে সেই দিকে মন দিল, আর নবীন নিশ্চেষ্টে হাসতে লাগল । শেষে ‘নর্তকী’ মধুর হেসে সায় দিল, অপর দুজনেও তৃপ্তির হাসি হাসল । তখন তিন জনেই মাথুর্ঘো মদ্য হ’ল ।

চঞ্চল ছুটে গিয়ে পড়ায় হয়ে 'নেপালী-সালিউটে' হাত
কাপাড়ে-কাপাড়ে কণ্ঠেব কাচে দাবা ক'বল—

চঞ্চল.....(অভিনবে) এই-সা নাহি চলেনা সর্দার !

কৃষ্ণ.....(সহাস্তে) নাহি চলেনা ?

চঞ্চল.....(তেমনি ভাবে) জরুর নেহি, ইয়ে মেরা 'নর্তকী' ।

কৃষ্ণ.....তোম্হারা 'নর্তকী' ?

নর্তকী.....(স্তম্ভে হাস্তে)—সখা !

কৃষ্ণবলত' সই, তুমি কার ?

নর্তকী.....(আনন্দে) সখা, তোমার আশীর্ব্বাদে ও সাধনার
সোহাগে আমি হ'ব সারা বাংলার !

সাধনা উল্লাসে 'নর্তকী'র হাতখানি চেপে ধ'বল—

কৃষ্ণ.....(উচ্চ হাস্তে) চঞ্চল, শুধু একা সর্দারের নয়, তোমার
'নর্তকী' আজ সারা বাংলার ।

সাধনা.....ওর পণ, নতুন তালে বাংলা নাচাবে, যৌবনে আশার
আলো জ্বালবে, কস্মীর নেশায় উন্মাদনা আনবে ।

নবীন.....(ঠাট্টাব্য হাসিতে) কেমন ছ'কো হলি ?

চঞ্চল.....(হাসে) "আমি যারে ভাব'সি তারে ওগো পাইনা
কেন "

সকলের হাত, কৃত্রিম হৃৎথে চঞ্চল ধ'মে প'ড়ল ।

দূর হ'তে মার্চিংয়ের (marching) ভালে হর ভেসে
অসুতে লাগল—“বন্দে মাতরম্”।

কৃষ্ণ.....(আনন্দে ও অধৈর্যে) ওরে ডাক এসেছে, ডাক এসেছে !

নবীন.....(উদ্ভাদনার) আয়, আয়, সবাই আয়—ছুটে আয় ।

সব পর্যাযের ভাল-বাসে সবাই ছুটে এল, আরও
অনেকে এল । কৃষ্ণের উপদেশে চকল ভাদেব সবাইকে
‘রাঙ্কে’ (rank) দাঁড় করাল । কেবল ‘বিশ্বেশ্বরী’
নাচগুয়ালীবা সভবে এককোণে জড়-সড় হ'য়ে উঁকি
মানতে লাগল !

“ বন্দে মাতরম্ ” দল এল । সর্দারকে সম্মান দেখিয়ে
সেই বাহিনী দাঁড়াল ।

কৃষ্ণ.....(বাহিনীকে) বাংলা-সেনা, নবীন সাধনার সম্মান !

কৃষ্ণের আদেশে একসঙ্গে বাহিনীও সবাই সম্মান
দেখাল,

এক (হ'হাত জোড়), দুই (কপালে), কণেক পরে)
তিন (পাশে) ।

সাধনা.....(বাহিনীকে) পরাধীন দেশে সবাইয়ের এক সঙ্গে এক
প্রাণে স্বরাজ সাধনা, সেই ত' সত্যিকারের একমাত্র
সাধনা ।

নবীন.....বঙ্গসেনা, প্রাণ দিয়ে দেশকে ভালবাসা, সেই ত'
চির নবীনতা ।

কৃষ্ণ ... বঙ্গসেনা, অতাতের দুর্বলতা দূর করে, চির নবীন হ'য়ে দেশের উন্নতির জগ্য কাজ করাই মানব গা। ছোট-বড়, ভাল-মন্দ,—তোমরা প্রত্যেকেই দেশের কাজ করবার উপযুক্ত। আর এই দেশের কাজে পরিপূর্ণতা আনাই প্রত্যেকেরই নিজস্ব ও সমবেত ভাবে একমাত্র উচ্চ আদর্শ। এখন এস বীর, এই আদর্শ সামনে নিয়ে মানবতাময় হ'য়ে আমবা সবাই এগিয়ে যাই।

(নব্বুকাব পান) নব-জাগ্রত নবুকা ”

কৃষ্ণন হিম্মতে 'নবুকা' 'তাড়ব' নাচ আশ্রয় ক'বল।

'তাড়ব' ১৮৭৭-৮০। আপনা-হ'তেই সবাইয়ের পাখের
তাম স'কুতে লাগল।

'নবুকা' নাচের গলে 'বঙ্গ নাচনম', সকলের
কণ্ঠে গান 'বঙ্গ নাচনম'।

কৃষ্ণ(আদেশে) - বাংলা-সেনা, ফরওয়ার্ড-মার্চ (Forward-Match)

নাশ্রয়িত বাহিনী! এগুতে লাগল, 'বিদেশী'
নাচুঙালীরা পেছ'তে লাগল।

আব আকাশে উঠা অরণ উ কি যাবে উঠল।

যবনিকা পতন

— — — — —

ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ୱାର୍କ୍ସ୍ ଲିମିଟେଡ୍,

୫୮ନଂ ପଟେଲଡ୍ରାମା ସ୍ଟ୍ରିଟ୍ ହାଇଡ—

କ୍ଷିତିଶିଳ୍ପ ସାହାଯ୍ୟ ବାବୁ ସ୍ଥାପିତ ।

